FOREWORD

FATHER O. DESROCHERS, C. S. C., published in 1934 a translation of St. Luke's Gospel, which has been favourably received. While admiring the extremely conscientious work of Father Desrochers, our main effort has been towards greater simplicity and smoothness.

For this, we have followed the modern division in paragraphs rather than the division in verses.

In all fairness, we have to proclaim our indebtedness to Father Desrochers, and also the invaluable help we have received from Mr. Sajanikanta Das.

A. DONTAINE, S. J.

NOTE

In the few passages where fhe Vulgate differs from the Greek text, words not found in the Greek text have been put within brackets.

ভূমিকা

লেখক। লেখক সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ে সকল পণ্ডিত একমত:

১। যিনি এই মঙ্গলসমাচারের লেখক, তিনি 'প্রেরিত-গণের ক্রিয়া-বিবরণ'এর লেখক। (২) 'প্রেরিতগণের ক্রিয়া-বিবরণ'এর লেখক সিদ্ধ পৌলের সহচর। (৩) তিনিই লুক [কলসীয় ৪।১৪ ; ফিলেম, ২৪ ; ২ তিমঃ ৪।১১ দ্রঃ]।

"লুক," লুকানসের সংক্ষিপ্ত আকার। "লুক" ইহুদী ছিলেন না। তিনি বিজাতীয় ; ইহুদীধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। মঙ্গলসমাচারের ভূমিকা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি "আদি হইতে চাক্ষুস সাক্ষী" ছিলেন না। এমন চাক্ষুস সাক্ষীর বিবরণ পরীক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

'প্রেরিতগণের ক্রিয়া-বিবরণে' সিদ্ধ লুকের কথা অনেক স্থলে রহিয়াছে। পৌলের দ্বিতীয় যাত্রার সময়ে তিনি ফিলিপি নগরে পৌলের সঙ্গী ছিলেন [১৬।১০-১৭]। ছয় বৎসর পরে, পৌলের তৃতীয় যাত্রার সময়ে তিনি আবার ফিলিপি নগরে সিদ্ধ পৌলের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার সহিত তিনি যেরুশালেমে গিয়াছিলেন [২০।৫—২১।২৮]। পৌল যখন নৌকাযোগে রোম যাত্রা করিতেছিলেন, তিনি রোম নগরে কারাবাস পর্যন্ত পৌলের সঙ্গী ছিলেন [২৭।১—২৮।১৬]

পুরাতন লেখক অনুসারে লুক চিকিৎসক ছিলেন ; আন্তিয়োক শহরে তাঁহার নিবাস ছিল।

রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার রচনা হইতে যদিও আমরা তাঁহার বিষয়ে অত্যল্প জ্ঞান পাই, আমরা বুঝিতে পারি, তিনি অন্যান্য মঙ্গলসমাচার-লেখকের তুলনায় সুদক্ষ লেখক ছিলেন।

এই মঙ্গলসমাচারের কয়েকটি অধ্যায়, বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। পাপীদের প্রতি ভগবানের দয়া তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক আদর্শ মহিলার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—কুমারী মারীয়া, এলিজাবেথ, আন্না, মারীয়া ও মার্থা। প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি অন্য মঙ্গলসমাচারের তুলনায় অধিক খ্রীষ্টের উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেবল লুক "Magnificat", "Benedictus" "Nune dimittis",—মণ্ডলীর আধিকারিক উপাসনার এই তিনটি স্তব রাখিয়াছেন।

তিনি ইহুদীদের উদ্দেশে লিখেন নাই। বিজাতীয়দের উদ্দেশে তিনি লিখিয়াছেন। তিনি "গোড়া হইতে সমস্তই পরীক্ষা করিয়া" আদি খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর সম্মুখে এই পুস্তক উপস্থিত করিয়াছেন, যেন তাহারা "প্রাপ্ত শিক্ষার বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে পারে"। তাঁহার রচিত মঙ্গলসমাচারের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ তাঁহারই নিজস্ব।

সিদ্ধ লুক অনুসারে

মঙ্গলসমাচার

১ম ভাগ ঃ যীশুর বাল্যকাল

১ ভূমিকা আমাদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণনায় যেমন ২ অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আদি হইতে চাক্ষুস সাক্ষী, পরেও মঙ্গলবার্তার বাহক হইয়া যেমনটি আমাদিগকে ৩ জানাইয়াছিলেন, তেমনই আমিও, শ্রদ্ধাস্পদ থেওকিল, গোড়া হইতে সমস্তই পরীক্ষা করিয়া, তোমার উদ্দেশে তাহা ধারাবাহিকভাবে ৪ লিপিবদ্ধ করিতে উচিত মনে করিলাম, যেন তুমি প্রাপ্ত শিক্ষার বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে পার।

৫ **জাখারিয়া দর্শন** যুদেয়ার রাজা হেরোদের আমলে জাখারিয় নামে একজন যাজক ছিলেন, আবিয়ার "পালা"র মধ্যে, তাঁহার স্ত্রী আরোন-বংশের, নাম এলিজাবেথ। ৬ উভয়েই ঈশ্বরের পরম প্রীতিভাজন, শাস্ত্রের সকল আদেশ ও ব্যবস্থা- ৭ পালনে নির্দোষ ছিলেন। এলিজাবেথ বন্ধ্যা হওয়াতে তাঁহারা নির্বংশ ছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

৮ একদিন তিনি তাঁহার পালার সময়ে ভগবানের সম্মুখে যজন ৯ করিতেছিলেন। যজন-রীতি অনুসারে প্রভুর পুণ্যস্থানে প্রবেশ

[৫] "পালা"—যেরুসালেমের মন্দিরে যাজকগণ ২৪ "পালায়" বিভক্ত ছিলেন। এক এক পালা এক সপ্তাহকাল মন্দিরে যাজন করিতেন।

১০ করিয়া ধূনার আহুতি দিবার কাজ তাঁহার ভাগ্যে পড়িল। সমবেত
১১ ভক্তগণ ধূনা-আহুতির সময় বাহিরে প্রার্থনায় রত ছিল। ধূনা-
বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে [একজন] দেবদূত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত
১২ হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জাখারিয় চমকিত ও ভীত হইলেন।
১৩ দূত কিন্তু তাঁহাকে বলিলেন, "জাখরিয়, ভীত হইও না, কারণ
তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। তোমার পত্নী এলিজাবেথের গর্ভে
তোমার একটি পুত্রসন্তান হইবে। তাহার নাম তুমি জোহন রাখিবে।
১৪ ছেলেটি তোমার হর্ষ ও গভীর আনন্দের কারণ হইবে। তাহার
১৫ জন্মে অনেকেই উল্লসিত হইবে। কারণ সে ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে
মহান হইবে; দ্রাক্ষারস বা মাদকদ্রব্য সে স্পর্শ করিবে না; মাতৃগর্ভ
১৬ হইতেই সে পবিত্রাত্মায় আবিষ্ট হইবে। ইস্রায়েল-বংশের বহু
লোককে সে ফিরাইয়া প্রভু ঈশ্বরের অনুগত করিবে। সে এলিয়ার
১৭ প্রেরণা ও শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রগামী হইবে, পিতার
মনে বাৎসল্য পুনঃসঞ্চার করিবে, ধার্মিকের জ্ঞানরাজ্যে পাষণ্ডকে
সে ফিরাইয়া আনিবে; প্রভুর আগমনোপলক্ষ্যে জাতিকে যোগ্য
১৮ করিয়া তুলিবে।" তখন জাখারিয় দূতকে বলিলেন, "ইহার প্রমাণ
কি? আমি বৃদ্ধ, আমার পত্নীরও বয়স হইয়াছে।"

১৯ দূত উত্তর করিলেন, "আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখেই
রহিয়াছি। এই শুভসংবাদ তোমাকে জ্ঞাপন করিতে আমি প্রেরিত
২০ হইয়াছি। আর দেখ, আমার কথা যথাকালে পূর্ণ হইবে, তুমি তাহা
অবিশ্বাস করিয়াছ বলিয়া তুমি মূক হইয়া যাইবে; যেদিন ঐ সমস্ত
২১ ঘটিবে, তুমি সেই দিন পর্যন্ত বাক্‌শক্তিরহিত হইবে।" বাহিরে
জনতা জাখারিয়ের অপেক্ষায় ছিল, পুণ্যস্থানে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া
২২ আশ্চর্য হইতেছিল, তিনি যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার

বাক্‌শক্তি ছিল না, ইহাতে জনতা অনুভব করিল যে, তিনি মন্দিরে দর্শন পাইয়াছেন। তিনি মূক অবস্থাতেই ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত
২৩ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজনের দিন শেষ হইলে, তিনি বাড়ি
২৪ ফিরিলেন। কালক্রমে তাঁহার পত্নী এলিজাবেথ গর্ভবতী হইলেন।
২৫ পাঁচ মাস তিনি এই বলিয়া লোকলোচনের অন্তরালে রহিলেন, "প্রভু এতদিনে আমার প্রতি সদয় হইয়া জনসমাজে আমার লজ্জা দূর করিলেন।"

২৬ **দূতসংবাদ** ষষ্ঠ মাসে দেবদূত গাব্রিয়েল ঈশ্বর কর্তৃক গালিলেয়ার
২৭ নাজারেথ শহরে দাউদের বংশের যোসেফ নামক একজনের সহিত বাগ্‌দত্তা একটি কুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন—
২৮ কুমারীর নাম মারীয়া। দূত তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রণাম প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সহায়। [তুমি নারীকুলে ধন্যা]।"
২৯ তাঁহার কথায় তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই সম্বোধনের তাৎপর্য কি?'

৩০ দূত তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় নাই মারীয়া। কারণ তুমি ঈশ্বরের
৩১ অনুগ্রহের পাত্রী। তুমি অন্তঃসত্ত্বা হইবে এবং একটি পুত্র প্রসব
৩২ করিবে। তাঁহার নাম রাখিবে যীশু। তিনি মহান হইবেন, পরাৎপরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন প্রদান করিবেন। যাকবের
৩৩ কুলে তিনি অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন; তাঁহার রাজত্বের শেষ

[২৭] **"মারীয়া"—তখন প্রচলিত অর্থে, আমাদের "রানী"র মত।**

[২৮] **"তুমি নারীকুলে ধন্যা"—এই কথা মূল গ্রন্থে নাই। লাটিন অনুবাদ ইহা ৪২শ পদ হইতে এই স্থলে নিবেশিত করিয়াছে।**

৩৪ হইবে না।" মারীয়া বলিলেন, "ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? কোনও পুরুষ তো আমার সংসর্গ করে নাই।"

৩৫ দূত উত্তর করিলেন, "পবিত্রাত্মা তোমাতে অধিষ্ঠান করিবেন ও পরাৎপরের শক্তি তোমাকে আবৃত করিবে। এই কারণে জাতক পুণ্যময় হইবেন এবং 'ঈশ্বরের পুত্র' বলিয়া আখ্যাত হইবেন।"

৩৬ তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথকে দেখ, তিনি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা

৩৭ হইয়াও ছয় মাস হইল অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। ঈশ্বরের তো অসাধ্য

৩৮ কিছুই নাই।" তখন মারীয়া বলিলেন, "আমি প্রভুর দাসী, তোমার বাক্যানুসারে আমার গতি হউক।" তখন দূত প্রস্থান করিলেন।

৩৯ **এলিজাবেথের গৃহে মারীয়া** এই সময়ে মারীয়া ত্বরান্বিত হইয়া যুদেয়ার পার্বত্যপ্রদেশের

৪০ একটি নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাখারিয়ের গৃহে প্রবেশ

৪১ করিয়া তিনি এলিজাবেথকে অভিবাদন করিলেন। এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ভের শিশু নড়িয়া উঠিল,

৪২ এবং এলিজাবেথ পবিত্রাত্মায় আবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি নারীকুলে ধন্যা,
তোমার গর্ভফলও ধন্য।

৪৩ আমার প্রভুর মাতা কোন্ সৌভাগ্যে আমার নিকট আসিলেন?

৪৪ তোমার অভিবাদন আমার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার গর্ভের সন্তান আনন্দে চঞ্চল হইল। শ্রদ্ধাবতী তুমি ধন্যা, প্রভুর প্রতিশ্রুতি

৪৫ পূর্ণ হইবে।" তখন মারীয়া বলিলেন—

[৩৮] **এই কথায় মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্মতি জানাইলেন। সেই মুহূর্তে তিনি ঈশ্বরের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিলেন।**

৪৬ “আমার অন্তর প্রভুর জয়গান করিতেছে,
৪৭ আমার মন ত্রাণকর্তা ভগবানের চিন্তায় উল্লসিত।
৪৮ তিনি তাঁহার দীন দাসীকে স্মরণ করিলেন,
যুগে যুগে সকল বংশই আমাকে ধন্যা বলিবে।
৪৯ সর্বশক্তিমান আমাকে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন ;
তাঁহার নাম পুণ্যময় ;
৫০ যাহারা তাঁহার ভক্ত,
যুগে যুগে তিনি তাঁহাদের প্রতি সদয়।
৫১ তিনি নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন,
দর্পিতকে চিত্তমোহে চূর্ণ করিয়াছেন
৫২ সম্রাটকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন
দীনহীনকে মহিমান্বিত করিয়াছেন,
৫৩ ক্ষুধার্তকে তিনি পরিতৃপ্ত করিয়াছেন,
ধনীকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়াছেন।
নিজ বাৎসল্য স্মরণ করিয়া
৫৪ তিনি আপন দাস ইস্রায়েলের প্রতি অনুকূল হইয়াছেন,
যেরূপ আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,
৫৫ আব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি, যুগে যুগে।

৫৬ মারীয়া এলিজাবেথের বাড়িতে তিন মাস রহিলেন, পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৫৭ **যোহনের জন্ম ও বাল্যকাল** গর্ভকাল পূর্ণ হইলে এলিজাবেথ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ৫৮ প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণ শুনিল যে, প্রভু তাঁহার প্রতি দয়া ৫৯ করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার সহিত আনন্দে মাতিল। অষ্টম দিনে

তাহারা শিশুটির ত্বকচ্ছেদ উপলক্ষ্যে উপস্থিত হইল। জাখারিয় তাঁহার পিতার নাম বলিয়া, তাহারা তাহাকে ওই নাম দিতে
৬০ চাহিলে, জননী বলিলেন, "তাহা হইবে না। ইহার নাম 'যোহন'
৬১ হইবে।" তাহারা বলিল, "তোমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এই
৬২ নাম কাহারও নাই।" তাহারা ইশারায় শিশুর পিতাকে জিজ্ঞাসা
৬৩ করিল, তিনি কি নাম চাহেন? তিনি লিখিবার কলম চাহিলেন ও তাহাতে এই কথাগুলি লিখিলেন, "ইহার নাম যোহন।" সকলেই
৬৪ বিস্মিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাকস্ফূর্তি হইল। তিনি
৬৫ ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরা ভয়ে অভিভূত হইল এবং এই কীর্তি যুদেয়ার সমস্ত পার্বত্যপ্রদেশে রাষ্ট্র হইল।
৬৬ যাহারা শুনিল, তাহারা এই সকল কথা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই শিশুর না জানি কি হইবে? প্রভুর শক্তি তাহাতে
৬৭ সত্যই ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা জাখারিয় পবিত্রাত্মার আবেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

৬৮ ইস্রায়েল-জাতির প্রভু ঈশ্বরের জয় হউক।
তিনি নিজ শক্তির প্রকাশে
তাঁহার অনুগত জাতির মুক্তিসাধন করিলেন;
৬৯ তাঁহার দাস, দাউদের বংশে তিনি আমাদের মধ্যে
প্রতাপশালী ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটাইলেন,
৭০ পুরাকালে তাঁহার পবিত্র ঋষিগণের মুখনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা
তিনি ইহাতে সাধন করিলেন:
৭১ 'শত্রু হইতে আমাদের উদ্ধার,
হিংস্রকদের কবল হইতে নিষ্কৃতি।'

৭২ পিতৃগণের প্রতি তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,
এইপ্রকারে তিনি সদয় হইয়া তাহা পূরণ করিলেন।
৭৩ আমাদের পিতা আব্রাহামের নিকট
তিনি এই শপথ করিয়াছিলেন
৭৪ যে আমরা নির্ভয়ে, ধর্মানুরাগে ও ভক্তিতে
৭৫ শত্রু-সংকট হইতে মুক্ত হইয়া
জীবন ভোর তাঁহার সেবা করিতে পারিব।
৭৬ আর তুমি, বৎস,
পরাৎপরের ঋষি বলিয়া আখ্যাত হইবে ;
প্রভুর অগ্রদূত হইয়া তুমি
তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবে ;
৭৭ তাঁহার অনুগত জাতিকে তুমি
নিস্তার বিষয়ে প্রবুদ্ধ করিবে,
তাহাদের পাপ-মুক্তির ঘোষণা করিবে।
৭৮ ইহা করুণাময় ঈশ্বরের করুণার বিধান,
যদ্দ্বারা আমাদের উপর উষার উদয় হইবে ;
৭৯ যাহারা তমসে ও মৃত্যুর ছায়ায় উপবিষ্ট,
তাহারা আলোকিত হইবে ;
আমরাও শান্তিমার্গে পরিচালিত হইব।

৮০ শিশু বাড়িতে লাগিল, তাঁহার মন সবল হইতে লাগিল, যেদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল জাতির সম্মুখে তিনি আত্মপ্রকাশ না করিলেন, সেদিন পর্যন্ত তিনি মরুভূমিতে বাস করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২ যীশুর জন্ম তৎকালে রোম-সম্রাট আগস্টের এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, নিখিল ভূমণ্ডলের লোকগণনা করিতে ২ হইবে। শিরিয়ার শাসনকর্তা সিরিনের আমলে সর্বপ্রথম এই ৩ লোকগণনা হয়। সকলেই নিজ নিজ নগরে নাম লিখাইতে গেল। ৪ যোসেফও নাজারেথ নগর হইতে যুদেয়ার বেথলেহেম নামক দাউদের নগরে গমন করিলেন, কারণ তিনি দাউদের বংশ ও সগোত্র ছিলেন। ৫ তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নী মারীয়াও তাঁহার সহিত নাম লিখাইতে ৬ গেলেন। তাঁহারা সেখানে থাকিতে থাকিতে মারীয়ার প্রসবের ৭ সময় উপস্থিত হইল। পান্থশালায় তাঁহাদের স্থানাভাব ঘটাতে তিনি প্রথম পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে বস্ত্রে জড়াইয়া যাবপাত্রে ৮ রাখিলেন। সেই অঞ্চলে রাখালেরা মাঠে রাত জাগিয়া তাহাদের ৯ পালে চৌকি দিতেছিল; হঠাৎ প্রভুর একজন দূত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন; ঈশ্বরের দীপ্তি তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে জাজ্জল্যমান ১০ দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্ত হইল। দেবদূত তাহাদিগকে বলিলেন, "ভয় করিও না। যে মহানন্দ সকল লোকের হইবে, আমি তোমাদিগকে ১১ তাহার সমাচার জানাইতেছি। অদ্য দাউদ নগরে তোমাদের ১২ ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি প্রভু খ্রীষ্ট। তাঁহাকে চিনিবার নিদর্শন এই: তোমরা বস্ত্রে জড়িত ও যাবপাত্রে শয়ান ১৩ একটি নবজাত শিশুকে দেখিতে পাইবে।" অকস্মাৎ দেবদূতের পার্শ্বে বহুসংখ্যক স্বর্গসেনা আবির্ভূত হইলেন এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

১৪ ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের জয়,
পৃথিবীতে তাঁহার প্রীতিভাজন মনুষ্যগণের শান্তি হউক।"

১৫ দেবদূতেরা স্বর্গে প্রস্থান করিলে রাখালেরা পরস্পর বলিতে লাগিল, "চল, আমরা বেথলেহেমে যাই, এবং প্রভু আমাদিগকে যে ঘটনার ১৬ কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা দেখি।" তাহারা দ্রুত গমন করিয়া মারীয়া যোসেফ ও যাবপাত্রে শয়ান শিশুকে দেখিতে পাইল। ১৭ দেখিবামাত্রই শিশুটির বিষয় তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা ১৮ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ হইল। রাখালদের মুখে সে কথা শুনিয়া ১৯ সকলে বিস্মিত হইল। মারীয়ার অন্তরে সকল কথা সঞ্চিত ছিল, ২০ তিনি মনে মনে তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাখালেরা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই সার্থক হইতে দেখিয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

২১ **ত্বকচ্ছেদ, মন্দিরে উৎসর্গ** আট দিন পূর্ণ হইলে, ত্বকচ্ছেদের কালে শিশুটির নাম যীশু রাখা হইল; গর্ভে ধৃত হইবার পূর্বে দেবদূত এই নামটি রাখিয়াছিলেন। ২২ মোশীর ব্যবস্থা অনুসারে মারীয়ার অশৌচান্ত হইলে শাস্ত্রানুসারে 'প্রত্যেক প্রথম পুরুষ-সন্তান প্রভুর প্রাপ্য বলিয়া গণিত হইবে,' ২৩ এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রভুর নিকট তাঁহাকে সমর্পিত করিতে

---

[২২] পুরাতন নিয়মে পুত্রসন্তানের প্রসবের পর অশৌচ চল্লিশ দিনের ছিল। জগজ্জননী জানিতেন, পুত্রের প্রসবে তাঁহার "শুদ্ধির" কোন আবশ্যক ছিল না; কিন্তু তিনি সাধারণ লোকের মত সবিনয়ে সকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। নূতন নিয়মে যে প্রসবের পর অনুষ্ঠান মণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত, তাহা "অশৌচশুদ্ধি" নহে; কিন্তু মাতা ও সন্তানের প্রতি একটি আশীর্বাদমাত্র। নূতন নিয়মে পাপ ব্যতীত "অশৌচ" নাই।

২৪ ও সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পারাবত-দম্পতি বা কপোত-
২৫ শাবকদ্বয় উৎসর্গ করিতে জেরুসালেমে লইয়া আসিলেন। জেরুসালেমে সিমেয়োন নামক ধর্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরভীরু একজন লোক ছিলেন। তিনি ইস্রায়েল জাতির মুক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পবিত্রাত্মায়
২৬ আবিষ্ট ছিলেন। পবিত্রাত্মা হইতে তিনি এই আপ্তবচন পাইয়াছিলেন
২৭ যে, প্রভুর সেই "খ্রীষ্টকে" না দেখা পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি আবিষ্টভাবে মন্দিরে আসিলেন, আর শিশু যীশুর পিতামাতা শাস্ত্র
২৮ অনুসারে অনুষ্ঠান করিতে মন্দিরে আসিলে, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া এই বলিয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে লাগিলেন—

২৯ "প্রভু, এই দাসকে তোমার নিজ বাক্য অনুসারে
৩০ শান্তিতে বিদায় দিতেছ,
কারণ সকল জাতির মুক্তির জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছে।
৩১ আমার নয়নযুগল তাঁহাকে সন্দর্শন করিল,
৩২ ইনি অপর সকল জাতির প্রদীপনার্থ জ্যোতি,
তোমার অনুজীবী ইস্রায়েল বংশের গৌরব।

৩৩ যীশুর বিষয়ে যাহা কথিত হইতেছিল তাহা শুনিয়া পিতা ও মাতা
৩৪ বিস্মিত হইতেছিলেন। সিমেয়োন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মারীয়াকে বলিলেন, এই শিশু ইস্রায়েল জাতির অনেকের

[২৭] "প্রভুর সেই খ্রীষ্ট"—খ্রীষ্ট অর্থে "অভিষিক্ত"।

[২৯] **সায়ং-সন্ধ্যার মধ্যে মণ্ডলীর যাজকগণ নিত্য সিমেয়োনের এই স্তব আবৃত্তি করিয়া থাকেন।**

[৩৪] **"পতন ও উত্থান"—খ্রীষ্ট "পতিতপাবন"; অতএব "উত্থান" তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য; কিন্তু মানুষের অবাধ্যতাই অনেকের "পতনের" কারণ হইবে।**

পতন ও উত্থানের জন্য নিয়োজিত। তিনিই সেই নিদর্শন, যাহা
৩৫ অস্বীকৃত হইবে। তাহাতে অনেকের মনোভাব প্রকট হইবে,
৩৬ তোমার প্রাণও খড়্গবিদ্ধ হইবে। আসেরের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের
কন্যা আন্না নাম্নী ঋষি ছিলেন; তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছিল,
৩৭ যৌবনে সাত বৎসর মাত্র স্বামীর ঘর করিয়াছিলেন। তারপর চুরাশী
বৎসর ধরিয়া বৈধব্য জীবন যাপন করিতে করিতে, তিনি সর্বদা
মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া দিবারাত্র উপবাস ও প্রার্থনায় রত
৩৮ থাকিতেন। তিনিও ঐ দণ্ডে উপস্থিত হইয়া প্রভুর স্তবগান করিতে
লাগিলেন এবং যাহারা ইস্রায়েলের মুক্তির অপেক্ষায় ছিল, তাহাদের
৩৯ সকলকে শিশুটির কথা বলিতে লাগিলেন। শাস্ত্রানুসারে সমস্ত
কর্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা গালিলেয়ার অন্তর্গত নিজ নগর নাজারেথে
প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৪০ শিশুটি বাড়িতে লাগিলেন; বলবান ও জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন;
৪১ ঈশ্বরেরও অনুগ্রহ তাঁহার উপরে বিরাজমান ছিল।

প্রতি বৎসর তাঁহার পিতামাতা যেরুসালেমে তীর্থযাত্রা করিতেন।

৪২ **মন্দিরে বালক যীশু** যীশুর বয়স দ্বাদশ বৎসর হইলে, তাঁহারা পর্বদিনের রীতি-অনুসারে যেরুসালেমে
৪৩ যাত্রা করিলেন। পর্বকাল উত্তীর্ণ হইলে যখন ফিরিয়া আসিতে-
৪৪ ছিলেন, তখন বালক যীশু যেরুসালেমে রহিয়া গেলেন; তিনি
সহযাত্রীদের মধ্যে আছেন মনে করিয়া তাঁহারা একদিনের পথ
অতিক্রম করিলেন, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে
৪৫ লাগিলেন; তাঁহাকে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যেরুসালেমে

---

[৩৫] **"তোমার প্রাণও খড়্গবিদ্ধ হইবে" তাঁহার পুত্রের যাতনা-ভোগ দেখিয়া মারীয়ার "প্রাণ খড়্গবিদ্ধ" হইয়াছিল।**

৪৬ ফিরিয়া গেলেন। তিন দিনের পর তাঁহারা মন্দিরে তাঁহাকে পাইলেন। তিনি অধ্যাপকগণের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথা ৪৭ শুনিতেছিলেন ও তাঁহাদিগকেও প্রশ্ন করিতেছিলেন। যত লোক তাঁহার কথা শুনিতেছিল, সকলেই তাঁহার বুদ্ধিতীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরগুলি ৪৮ শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছিল। তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহারা চমকৃত হইলেন; জননী বলিলেন, "বৎস, এ তোমার কেমন ব্যবহার? তোমার পিতা ও আমি তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ৪৯ কাতর হইয়াছি।" তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "কেন বৃথা আমাকে খুঁজিতেছিলে? তোমরা কি জান না যে, পিতার গৃহই আমার ৫০ স্থান?" তাঁহারা তাহার কথা বুঝিলেন না। পরে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরিয়া গেলেন ও তাঁহাদের অধীনে থাকিলেন। ৫১ তাঁহার মাতা কিন্তু এই সকল কথা মনে মনে সঞ্চয় করিতেন। যীশু ৫২ জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রীতিতে বাড়িতে লাগিলেন।

৩ প্রকাশ্য জীবনের পূর্বাভাষ, দীক্ষাগুরু যোহন

সম্রাট তিবেরিওর রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে যখন পোন্তিয় পিলাত যুদেয়ার শাসনকর্তা, হেরোদ গলিলেয়ার অধিপতি, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ ইতুরেয়া ও ত্রাখোনিতিস প্রদেশের অধিপতি, ২ লিসানিয়া আবিলীনার অধিপতি, আন্না ও কাইফা যখন মহাযাজক, তখন মরুভূমিতে জাখারিয়ার পুত্র যোহনের প্রতি ঈশ্বরের বাণী

---

[৫২] যীশু জন্মাবধি জ্ঞানে ও সকল গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বয়সের অনুযায়ী গুণের ক্রমবিকাশ হইল।

[২] আন্না পদচ্যুত হইলেও তাঁহার প্রভাব ইহুদীজাতির মধ্যে খুব প্রবল। কাইফা মহাযাজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩ হইল। তিনি সমস্ত জর্দান নদী অঞ্চলে গিয়া পাপমোচনার্থে
৪ অনুতাপ-স্নানের বিষয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন, মহর্ষি ইসায়িয়ার গ্রন্থে যেরূপ লিখিত আছে—

"নির্জন প্রান্তরে একজনের আর্ত চীৎকার
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর ;
তাঁহার পথ সরল কর ;
৫ সমস্ত উপত্যকা ভরিয়া উঠিবে
পাহাড় পর্বত খর্ব হইবে
বক্রপথ সরল হইবে
বন্ধুর পথ সমতল হইবে ;
৬ সকল মনুষ্য ঈশ্বর-সাধিত মুক্তি প্রত্যক্ষ করিবে।"

৭ তাঁহার নিকট আগত দীক্ষাপ্রার্থী জনতাকে যোহন বলিতেন, "তোমরা যে সাপের বংশ; আসন্ন কোপ হইতে পলাইতে কে
৮ তোমাদিগকে শিখাইল? অনুতাপের উপযুক্ত ফল দেখাও; তোমরা যেন না বলিতে আরম্ভ কর: 'আব্রাহাম আমার পিতা'
৯ কারণ আমি বলিতেছি, ওই পাথর হইতে ঈশ্বর আব্রাহামের সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। গাছের গোড়ায় কুড়ুল লাগানো হইয়াছে, যে গাছ সুফল প্রসব করে না, তাহা কাটিয়া ফেলা হইবে, অগ্নিতে
১০ ফেলিয়া দেওয়া হইবে।" জনতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত,
১১ "আমাদের কি কর্তব্য?" তিনি উত্তর দিতেন, "যাহার দুইটি জামা রহিয়াছে, যাহার জামা নাই তাহাকে দিক; যাহার খাদ্য আছে,
১২ সেও তদ্রূপ করুক।" করগ্রাহকেরাও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে

[১১] **"দীক্ষাস্নান" সম্বন্ধে মথি, ৩, ১১ ও টীকা দ্রষ্টব্য।**

[১২] **"করগ্রাহক"—তাহারা বিদেশী শাসনকর্তার কর্মচারী হইয়া কর আদায় করিত ও এই কারণে সকলের ঘৃণিত ছিল।**

১৩ আসিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি কর্তব্য?" তিনি
১৪ উত্তর করিলেন, "তোমাদের প্রাপ্যের অধিক আদায় করিও না।" সৈন্যেরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি কর্তব্য?" তিনি উত্তর করিলেন, "কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না, বা
১৫ মিথ্যা নালিশ করিও না, তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাক।" ইতিমধ্যে জনতা উদগ্রীব হইয়া যোহনের বিষয়ে মনে মনে ভাবিতেছিল,
১৬ ইনিই হয়তো সেই খ্রীষ্ট! যোহন সকলকে এই উত্তর দিলেন, "আমি তো জলেই তোমাদিগকে দীক্ষিত করিতেছি। একজন কিন্তু আসিতেছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী, যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি অযোগ্য, তিনি পবিত্রাত্মায় ও অগ্নিতে তোমাদিগকে
১৭ দীক্ষিত করিবেন; তাঁহার হাতে কুলা; তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করিবেন, গম তাঁহার গোলায় তুলিয়া তুষ অনির্বাণ অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলিবেন।"

১৮ তিনি আরও অনেক উপদেশ দিয়া লোকেদের মধ্যে মঙ্গলবার্তা
১৯ প্রচার করিতেন। হেরোদ রাজা কিন্তু তাহার ভ্রাতৃজায়া হেরোদিয়ার বিষয়ে ও তাহার সকল দুষ্কর্মের বিষয়ে তাঁহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া
২০ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া দুষ্কর্মের মাত্রা পূর্ণ করিল।

২১ সমস্ত লোক দীক্ষা লইবার কালে, যীশুও দীক্ষা-স্নাত হইয়া যখন
২২ প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন আকাশ উন্মুক্ত হইল এবং পবিত্রাত্মা দৃশ্যভাবে কপোতের আকারে তাঁহার উপরে অবতীর্ণ হইলেন। আকাশ হইতে এই বাণী হইল—'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমার পরম সন্তোষ।'

২৩ কর্মজীবনের আরম্ভে যীশুর বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর;

---

[২৩] বংশাবলী মথি-লিখিত মঙ্গলসমাচারে দেওয়া আছে; ১, ১-১৭ ও টীকা দ্রষ্টব্য। লুকের লিখিত বংশাবলীর সঙ্গে ইহার পার্থক্য অনেক। ইহার

লোকেদের ধারণা, তিনি যোসেফের পুত্র—যিনি হেলির পুত্র, যিনি
২৪ মাথাতের পুত্র, যিনি লেবির পুত্র, যিনি মেলখির পুত্র, যিনি
২৫ যিনি য়ান্নায়ের পুত্র, জোসেফের পুত্র, যিনি মাথাথিয়ার পুত্র, যিনি
আমোসের পুত্র, যিনি নাউমের পুত্র, যিনি এস্‌লির পুত্র, যিনি
২৬ নাগ্‌গাইর পুত্র, যিনি মাহাথের পুত্র, যিনি মাথাথিয়ার পুত্র, যিনি
সেমেয়ীর পুত্র, যিনি যোসেখের পুত্র, যিনি যুদার পুত্র, যিনি যোয়ানার
২৭ পুত্র, যিনি রেসার পুত্র, যিনি জরবাবেলের পুত্র, যিনি সালাথিয়েলের
২৮ পুত্র, যিনি নেরির পুত্র, যিনি মেল্কির পুত্র, যিনি আদ্দির পুত্র, যিনি
কোসামের পুত্র, যিনি এল্‌মাদামের পুত্র, যিনি এরের পুত্র, যিনি
২৯ য়েসুর পুত্র, যিনি এলিয়েজেরের পুত্র, যিনি জোরিমের পুত্র, যিনি
৩০ মাথাতের পুত্র, যিনি লেবির পুত্র, যিনি সিমেয়নের পুত্র, যিনি যুদার
পুত্র, যিনি যোসেফের পুত্র, যিনি যোনার পুত্র, যিনি এলিয়াথিমের

মীমাংসা করিবার উপায় নাই, কারণ লেখকগণ কোন্ মূল লিপি হইতে নিজ নিজ মতে বংশাবলী লিখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা প্রকাশ করেন নাই।

সংক্ষেপে ইহা অনুমান করা যায়; দুই লেখক অবশ্য যীশুর পালক-পিতা, যোসেফের বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহুদীদের আইন অনুসারে যোসেফ ছিলেন যীশুর বংশধর। অধিকন্তু যোসেফ ও মারীয়া উভয় দাউদের বংশগত। দুই বংশাবলীর পার্থক্য ইহুদীদের আইন অনুসারে এইভাবে বুঝা যাইতে পারে; একজন লেখক আসল বংশধর উল্লেখ করেন; আর একজন আইনগত পোষ্যপুত্র মানিয়া বংশাবলীর রচনা করিয়াছেন। এইরূপ "পোষ্যপুত্র" ইহুদীদের মধ্যে আইনত নানা প্রকার ছিল। উদাহরণস্বরূপ আদিগ্রন্থ ৪৮, ৫-৬ দ্রষ্টব্য। তদ্ব্যতীত কোন ইহুদী নির্বংশ হইয়া মরিয়া গেলে, তাহার ভাই তাহার বিধবাকে গ্রহণ করিত; উৎপন্ন সন্তান মৃত ভাইয়ের বংশ বলিয়া আইনে গণ্য হইত। এই নানা কারণে বংশাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে।

৩১ পুত্র, যিনি মেলেয়ার পুত্র, যিনি মেন্নার পুত্র, যিনি মাত্তাথার পুত্র,
৩২ যিনি নাথানের পুত্র, যিনি দাউদের পুত্র, যিনি জেসের পুত্র, যিনি ওবেদের পুত্র, যিনি বোজের পুত্র, যিনি সাল্‌মনের পুত্র, যিনি
৩৩ নাসনের পুত্র, যিনি আমিনাদারের পুত্র, যিনি আদ্‌মিনের পুত্র, যিনি আরামের পুত্র, যিনি এস্‌রনের পুত্র, যিনি ফারেসের পুত্র, যিনি
৩৪ যুদার পুত্র, যিনি যাকোবের পুত্র, যিনি ইসাকের পুত্র, যিনি আব্রাহামের পুত্র, যিনি থারার পুত্র, যিনি নাখোরের পুত্র, যিনি
৩৫ সেরুখের পুত্র, যিনি রাগাউয়ের পুত্র, যিনি ফালেকের পুত্র, যিনি
৩৬ এবেরের পুত্র, যিনি সালের পুত্র, যিনি কাইনানের পুত্র, যিনি আর্ফাক্সাদের পুত্র, যিনি সেমের পুত্র, যিনি নোয়ের পুত্র, যিনি
৩৭ লামেখের পুত্র, যিনি মাথুসালার পুত্র, যিনি এনখের পুত্র, যিনি যারেদের পুত্র, যিনি মালেলেহেলের পুত্র, যিনি কাইনানের পুত্র,
৩৮ যিনি এনোসের পুত্র, যিনি সেথের পুত্র, যিনি আদমের পুত্র, যিনি ঈশ্বরের পুত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

৪ পরীক্ষা যীশু পবিত্রাত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দান হইতে প্রত্যাবর্তন
২ করিলেন। পবিত্রাত্মা তাঁহাকে মরুভূমিতে চল্লিশ দিন পরিচালিত করিলেন; তিনি শয়তান দ্বারা প্রলুব্ধ হইতেছিলেন। ওই সময় তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিতেন। চল্লিশ দিন উত্তীর্ণ
৩ হইলে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। শয়তান তাঁহাকে বলিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আদেশ কর, যেন প্রস্তরটা রুটিতে পরিণত
৪ হয়।" যীশু উত্তর করিলেন, "লেখা আছে: রুটিতেই মানুষের জীবন

[১-১৩] **পরীক্ষা—তদ্বিষয়ে মথি ৪, ১-১১ ও টীকা দ্রষ্টব্য।**

৫ সার্থক নয়।” তৎপরে শয়তান তাঁহাকে একটি উচ্চ স্থানে লইয়া গিয়া, নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে পৃথিবীর সমুদয় রাজ্য দেখাইয়া
৬ বলিল, “এই সকল ঐশ্বর্য, এই প্রতাপ তোমাকেই দিব ; কারণ ইহা আমারই আয়ত্তে আছে, আমার যাহাকে খুশি ইহা দিতে পারি ;
৭ তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এ সমস্তই তোমার
৮ হইবে।” যীশু উত্তর করিলেন, “শাস্ত্রে বলে : ‘তুমি তোমার প্রভু
৯ ঈশ্বরেরই পূজা করিবে ; কেবল তাঁহারই সেবা করিবে’।” তখন সে তাঁহাকে যীরুসালেমে লইয়া মন্দিরের চূড়ায় তুলিয়া বলিল, “যদি
১০ ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়, কারণ
১১ শাস্ত্রে বলে : ‘তিনি তোমাকে রক্ষা করিবার ভার দূতগণকে দিয়াছেন,’ এবং আরও লেখা রহিয়াছে—

‘তাঁহারা তোমাকে হস্তে বহন করিবেন, যেন
তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত না লাগে’।”

১২ যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, “শাস্ত্রে বলে : ‘তুমি প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা করিবে না’।”

১৩ শয়তান সকল প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কিছুক্ষণের জন্য প্রস্থান করিল।

১৪ **ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ** আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া যীশু গালিলেয়ায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার
১৫ কথা দেশময় রাষ্ট্র হইল। তিনি তাহাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন।

[১৩] **“কিছুক্ষণের জন্য”—ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শয়তান ইহাতে ক্ষান্ত হইল না। দৃষ্টান্তস্বরূপে গেথ্‌সেমানির উদ্যানে তাহার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা উল্লেখযোগ্য।**

১৬ **নাজারেথে যীশু প্রত্যাখ্যাত** তিনি যে স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই নাজারেথে
১৭ আসিলেন। তাঁহার অভ্যাসমত, তিনি শনিবারে সমাজ-গৃহে গেলেন। তিনি যখন পাঠ করিতে উঠিলেন, ইসাইয়ার গ্রন্থ তাঁহার হাতে
১৮ দেওয়া হইল। গ্রন্থ খুলিয়াই তিনি এই স্থানটি পাইলেন—

"প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,
১৯ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।
দরিদ্রকে মঙ্গলবার্তা জানাইতে,
বন্দীর কাছে মুক্তি ঘোষণা করিতে
অন্ধকে দৃষ্টিদান করিতে
প্রপীড়িতকে অব্যহতি দিতে
প্রভুর সর্বমঙ্গলের বৎসর ঘোষণা করিতে,
তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

২০ তিনি গ্রন্থ বন্ধ করিলেন ও তাহা পরিচারককে ফিরাইয়া দিয়া উপবেশন করিলেন। সমাজ-গৃহে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁহার
২১ উপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন, "যে শাস্ত্রের
২২ কথা এখন শুনাইলাম, তাহা অদ্যই সিদ্ধ হইল।" সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিল। হৃদয়গ্রাহী মুখনিঃসৃত উপদেশে বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইনি যোসেফের ছেলে না?"
২৩ তিনি বলিলেন: "অবশ্য তোমরা আমার বিষয়ে এই প্রবাদবাক্য প্রয়োগ করিবে, 'চিকিৎসক, নিজেকে নিরাময় কর, কাফারনায়ুমে
২৪ যাহা করিয়াছ বলিয়া শুনিয়াছি, স্বদেশেও তাহাই কর'।" তৎপর তিনি বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, ঋষিরা স্বদেশেই অবজ্ঞাত
২৫ হইয়া থাকে। আমি কিন্তু সত্যই বলিতেছি, এলিয়র সময়ে ইস্রায়েল দেশে অনেক বিধবা ছিল, সে সময় সাড়ে তিন বৎসর অনাবৃষ্টি হইল

২৬ ও দেশময় অকাল হইল; কিন্তু তাহাদের কাহারও নিকট এলিয় প্রেরিত হন নাই, একমাত্র সিদন রাজ্যের অন্তর্গত সারেফতার একটি
২৭ বিধবার নিকট তিনি প্রেরিত হইলেন। ঋষি এলিসেয়র সময়েও ইস্রায়েলে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল; সিরিয় নামান ব্যতীত তাহাদের
২৮ কেহই নিরাময় হয় নাই।" তাহা শুনিয়া সমাজ-গৃহে উপস্থিত সকলে
২৯ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; তাহারা উঠিয়া তাঁহাকে শহর হইতে বহিষ্কৃত করিল। যে পাহাড়ে তাহাদের নগর নির্মিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিবার জন্য সেই পাহাড়ের ধারে লইয়া গেল।
৩০ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নিজের পথ ধরিলেন।

৩১ **কাফারনায়ুমে বিশ্রামবার** তিনি গালিলিয়ার একটি নগরে কাফারনায়ুমে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামবারে তিনি উপদেশ দিতেছিলেন,
৩২ তাঁহার শিক্ষায় সকলে মুগ্ধ ছিল, কারণ তিনি অধিকার প্রয়োগ
৩৩ করিয়া শিক্ষা দিতেন; সমাজ-গৃহে একজন ভূত-আবিষ্ট ছিল; সে
৩৪ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "নাজারেথের যীশু, তুমি আমাদের কে? তুমি কি আমাদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছ? আমি তোমাকে
৩৫ চিনি, তুমি ঈশ্বরের সেই পবিত্র জন।" যীশু তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বিনা বাক্যব্যয়ে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও।" তখন ভূতটা জনতার মধ্যে লোকটিকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার শরীর হইতে বাহির হইল; লোকটির কোনও ক্ষতি করিল না।
৩৬ বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি? লোকটি যেন ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া ভূতদের আদেশ করিতেছে;
৩৭ তাহারাও বাহির হইতেছে!" ঐ সমস্ত অঞ্চলে তাঁহার কীর্তি রটিয়া গেল।

৩৮ সমাজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সীমনের বাড়িতে গেলেন; সীমনের শাশুড়ী প্রবল জ্বরে ভুগিতেছিল; তাহার জন্য তাঁহাকে ৩৯ অনুরোধ করা হইল; তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তিনি আদেশ করিলেন, জ্বর তখনই ছাড়িয়া গেল; রোগী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল।

৪০ সূর্য অস্ত গেলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার নিকট আনিতে লাগিল; প্রত্যেক জনকে স্পর্শ করিয়া নিরাময় ৪১ করিলেন। অনেকের শরীর হইতে ভূত এই চীৎকার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল, "তুমি ঈশ্বরের পুত্র।" তিনি তিরস্কার করিয়া তাহাদিগকে নির্বাক থাকিতে বলিতেন, কারণ তাহারাই তাঁহাকে ৪২ খ্রীষ্ট বলিয়া চিনিত। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি নির্জন স্থানে গেলেন। জনতা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল—'যেন তিনি ৪৩ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া না যান।' তিনি কিন্তু বলিলেন, "আমাকে অন্যান্য নগরেও ঐশরাজ্যের বার্তা প্রচার করিতে হইবে, ৪৪ কারণ আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি।" তিনি কিছুদিন গালিলিয়ার সমস্ত সমাজ-গৃহে প্রচার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

৫ **শিষ্যগণের আহ্বান** একদিন তিনি গেনেজারেথ হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, ধর্ম উপদেশ শুনিবার ২ জন্য তাঁহার কাছে লোকে ভিড় করিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, হ্রদের তীরে দুইখানা নৌকা রহিয়াছে; ধীবরেরা নৌকা হইতে

৩ নামিয়া জাল ধুইতেছিল, তিনি সীমনের একখানি নৌকায় উঠিয়া কূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; তিনি ৪ নৌকায় উপবেশন করিয়া জনতাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উপদেশ শেষ হইলে তিনি সীমনকে বলিলেন, "গভীর জলে বাহিয়া চল ও ৫ মাছ ধরিবার জন্য জাল ফেল।" সীমন উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমরা সারারাত পরিশ্রম করিয়া কিছুই পাই নাই, কিন্তু আপনার ৬ আদেশে আমি জাল ফেলিব।" তাহারা সেইমত কাজ করিলে ৭ এত মাছ জালে পড়িল যে, জাল ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। ইঙ্গিতে অপর নৌকার সঙ্গীদের সাহায্য করিতে ডাকিল। তাহারা আসিয়া দুই নৌকাই মাছে এমন ভর্তি করিল যে নৌকা ডোবে ডোবে। ৮ ইহা দেখিয়া সীমন পিতর যীশুর চরণে পতিত হইয়া বলিল, "প্রভু, ৯ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, আমি পাপী।" বস্তুত তাহারা যে মাছ ধরিয়াছিল, তাহাতে পিতর ও তাহার সঙ্গীগণ সকলে ভয়ে ১০ বিস্মিত হইয়াছিল; জেবেদেয়র পুত্র জাকোব ও যোহনও বিস্মিত হইয়াছিল; তাহারা সীমনের অংশীদার ছিল। তখন যীশু সীমনকে ১১ বলিলেন, "ভয় পাইও না; অতঃপর তুমি মানুষ ধরিবে।" নৌকা কূলে আনিয়া তাঁহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গ লইলেন।

১২ **কুষ্ঠরোগী নিরাময়** একটি শহরে অবস্থানকালে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি একদিন তাঁহার সামনে পড়িল। লোকটি যীশুকে দেখিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শুচি ১৩ করিতে পারেন।" যীশু হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তাহাই হউক, তুমি শুচি হও।" বলিতে না বলিতে ১৪ তাহার কুষ্ঠরোগ দূর হইল; যীশু কাহাকেও বলিতে বারণ করিলেন।

তিনি তাহাকে বলিলেন, "যাও, যাজকের সম্মুখে উপস্থিত হও এবং মোশির আদেশ অনুযায়ী তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমার শুচির
১৫ নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।" তবু তাঁহার কীর্তি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার উপদেশ শুনিতে ও রোগমুক্ত হইতে বিপুল জনতা
১৬ সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি নির্জনে প্রস্থান করিয়া প্রার্থনায় রত হইলেন।

১৭ **পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিরাময়** একদিন তিনি শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার নিকট গালিলিয়া, জুদেয়া ও যেরুসালেম অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রাম হইতে আগত ফরিসী ও শাস্ত্রীরা বসিয়া ছিল। তাঁহার উপর প্রভুর শক্তি অধিষ্ঠিত ছিল,
১৮ যদ্দ্বারা তিনি লোক নিরাময় করিতেন। লোকে একজন পক্ষাঘাত-গ্রস্তকে খাটে বহন করিয়া ঘরের ভিতরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত
১৯ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে তাহারা রাস্তা পাইল না; তখন তাহারা ঘরের ছাদে উঠিয়া টালি সরাইয়া তাহাকে
২০ খাটসুদ্ধ যীশুর সম্মুখে, জনতার মধ্যে নামাইয়া দিল; তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু রোগীকে বলিলেন, "ওহে বাপু, তোমার
২১ পাপ ক্ষমা করা হইল।" শাস্ত্রী ও ফরিসীগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কে এই লোকটা যে, ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছে?
২২ একা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? কিন্তু তাহাদের মনের কথা অবগত হইয়া যীশু উত্তর করিলেন, "মনে মনে এরূপ
২৩ বিচার করিতেছ কেন? কোন্‌টি বলা সহজ—তোমার পাপ ক্ষমা
২৪ করা হইল, না তুমি উঠিয়া বেড়াও? তোমরা যেন বুঝিতে পার যে, পৃথিবীতে পাপ ক্ষমায় মনুষ্যপুত্রের অধিকার আছে।" (তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন) "আমি বলিতেছি, উঠ,

২৫ তোমার খাট তুলিয়া লও ও বাড়ি চলিয়া যাও।” সে তখনই তাহাদের সাক্ষাতে উঠিয়া খাট লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে
২৬ বাড়ি চলিয়া গেল ; তাহাতে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ঈশ্বরের স্তব করিল, সকলে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আজ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিলাম।

২৭ **লেভীর আহ্বান** তৎপরে তিনি প্রস্থান করিলেন। শুল্ক-গৃহে লেভী নামক একজন করগ্রাহক বসিয়া ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, “তুমি আমার অনুসরণ কর।”
২৮ লোকটি সমস্ত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার সঙ্গ লইল;
২৯ স্বগৃহে লেভী তাঁহার সম্মানার্থ এক মহাভোজ দিল ; অনেক করগ্রাহী
৩০ ও অন্যান্য লোক তাহাদের সঙ্গে খাইতে বসিল ; তাহাতে ফরিসীরা ও তাহাদের শাস্ত্রীগণ নিন্দা করিয়া যীশুর শিষ্যগণকে বলিল, “তোমরা
৩১ কেন করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কর?’ যীশু উত্তর করিলেন, “সুস্থ লোকের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, ব্যধিগ্রস্তের
৩২ আছে ; আমি পাপীকে অনুতাপে আহ্বান করিতে আসিয়াছি, ধার্মিককে নয়।”

৩৩ **উপবাস সম্বন্ধে** তাহারা তখন বলিল, “যোহনের শিষ্যগণ ঘন ঘন উপবাস করে, প্রার্থনাও করে ; ফরিসীগণের শিষ্যগণও তদ্রূপ করে ; তোমার শিষ্যগণ পান আহার
৩৪ করে।” যীশু উত্তর করিলেন, “বর সঙ্গে থাকিলে বরযাত্রীদের তোমরা
৩৫ উপবাসে রাখ? সেই দিন আসিবে, যে দিন তাহাদের মধ্য হইতে
৩৬ বরকে অপসারিত করা হইবে,তখন তাহাদের উপবাসের দিন।” তিনি একটি উপমাও দিলেন, “কেহ নূতন কাপড়ের তালি পুরাতন কাপড়ে

---

[২৭] “লেভী”, ওরফে মথি। মথি ৯, ৯ ও টীকা দ্রষ্টব্য।

লাগায় না। লাগাইলে নূতনও ছিঁড়িল, পুরাতনেও তাহা খাপ
৩৭ খাইল না। নূতন দ্রাক্ষারস কেহ পুরাতন চর্মপাত্রে রাখে না,
রাখিলে নূতন দ্রাক্ষারস চর্মপাত্র ফাটাইয়া দিবে; দ্রাক্ষারসও নষ্ট
৩৮ হইবে, চর্মপাত্রও নষ্ট হইবে। নূতন চর্মপাত্রেই নূতন দ্রাক্ষারস রাখে;
৩৯ তখন উভয় ভাল থাকে। পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করা যাহাদের
অভ্যাস, তাহারা নূতন চাহে না, তাহারা বলে, পুরাতনই ভাল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬ ফরিসীগণের বিরোধিতা একদিন বিশ্রামবারে যীশু শস্য-
ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন।
তাঁহার শিষ্যগণ শিষ ছিঁড়িয়া হাতে ডলিয়া খাইতে লাগিল।
২ কয়েকজন ফরিসী বলিল, "বিশ্রামবারে যাহা বিধেয় নয়, তোমরা
৩ তাহাই করিতেছ কেন?" যীশু উত্তর করিলেন, "দাউদ ও তাঁহার
৪ সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হইলে কি করিয়াছিলেন, তাহা পড় নাই? তিনি কেমন
করিয়া ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা কেবল যাজকের খাওয়া
উচিত—সেই নৈবেদ্যের রুটি নিজেও খাইলেন, তাঁহার সঙ্গীদেরও
৫ দিলেন?" তিনি আরও বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।"
৬ আর একটি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়া শিক্ষা
৭ দিতেছিলেন, সেখানে একজন ছিল, যাহার ডান হাত অবশ। শাস্ত্রী
ও ফরিসীরা লক্ষ্য করিতেছিল, তিনি বিশ্রামবারে নিরাময় করেন

---

[৩৮] "তখন উভয় ভাল থাকে" কথাগুলি অধিকাংশ গ্রীক পুঁথিতে নাই।

[৩৯] মথি, ৯, ১৯ ও টীকা দ্রষ্টব্য। শেষ পদে যীশু ইঙ্গিত দিতেছেন যে, ফরিসীরা পুরাতন প্রথায় এমন আবদ্ধ যে, তাহারা সহজে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।

৮ কি না—তাঁহার উপর দোষারোপ করিবার উদ্দেশ্যে। তিনি তাহাদের মনোভাব অবগত হইয়া রোগীকে বলিলেন, "তুমি উঠিয়া মাঝখানে ৯ দাঁড়াও।" সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিশ্রামবারে সৎকর্ম কি কুকর্ম করা বিধেয়? প্রাণ রক্ষা করা, না প্রাণ বিনষ্ট ১০ করা, কোন্‌টা বিধেয়?" তিনি সকলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রোগীকে বলিলেন, "হস্ত প্রসারণ কর।" সে তাহা করিল, তাহার হাতখানি ১১ সবল হইল। (ফরিসীরা) তাহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, যীশুর বিরুদ্ধে কি করা যায়!

১২ **শিষ্যগণের আহ্বান** তৎকালে যীশু প্রার্থনা করিতে পাহাড়ে গেলেন; সারারাত তিনি প্রার্থনায় রত ১৩ ছিলেন; ভোর হইলে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ডাকিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি বারোজনকে বাছিয়া লইলেন (যাহাদিগকে তিনি প্রেরিত ১৪ শিষ্য করিলেন)। সীমন যাঁহাকে তিনি পিতর নাম দিলেন, তাঁহার ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন, ফিলিপ ও বার্থলোমেও, ১৫ মোথী ও থোমা, আলফেয়র পুত্র যাকোব ও সীমন ওরফে উদ্যোগী, ১৬ জুদার পুত্র যাকোব ও ইস্কারিয়োটয়ের জুদা, যে পরে বিশ্বাসঘাতক ১৭ হইল। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পাহাড় হইতে নামিয়া সমতলে আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক শিষ্য এবং প্রকাণ্ড জনতা জুদেয়া ১৮ ও যীরুসালেম হইতে, তীর ও সিদোনের সমুদ্রতীর হইতে তাঁহার উপদেশ শুনিতে ও ব্যাধিমুক্ত হইতে আসিয়াছিল; ভূত দ্বারা ১৯ ক্লিষ্টেরা নিরাময় হইতেছিল। সমগ্র জনতা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত ছিল, কারণ তাঁহার শরীর হইতে একটি শক্তি নির্গত হইতেছিল, যাহা দ্বারা সকলে নিরাময় হইতেছিল।

২০ **ধর্ম উপদেশ** শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা যে দীন দরিদ্র, তোমরাই ধন্য,
২১ কারণ স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই ; তোমরা যে এখন ক্ষুধিত, তোমরাই ধন্য, কারণ তোমরা আপ্যায়িত হইবে ; তোমরা যে এখন রোদন
২২ করিতেছ, তোমরাই ধন্য, কারণ তোমরা উল্লসিত হইবে ; মানুষ যখন তোমাদিগকে হিংসা করিবে, তোমাদিগকে একঘরে করিবে, তোমা-
২৩ দিগকে নিন্দা করিবে, আর মনুষ্যপুত্রের কারণে তোমাদের নামে দোষারোপ করিবে, সেই দিনে আনন্দ কর, উল্লসিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পারিতোষিক প্রচুর ; কারণ ঋষিগণের প্রতি তাঁহাদের
২৪ পিতৃপুরুষগণ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ধনী
২৫ যাহারা, তাহাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা যথেষ্ট আরাম পাইয়াছ ; তোমরা যে এখন আপ্যায়িত, তোমাদের ধিক্, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইয়া থাকিবে ; তোমরা যে এমন সুখে নিমজ্জিত, তোমাদের ধিক্,
২৬ কারণ তোমরা আক্ষেপ করিবে, রোদন করিবে ; তোমাদের মধ্যে যাহারা সর্বলোকপ্রশংসিত, তাহাদের ধিক্, কারণ ভণ্ড ঋষিদের প্রতি তাহাদের পিতৃগণ তদ্রূপ করিয়াছে।

২৭ "কিন্তু তোমরা যে এখন আমার কথায় অবধান করিতেছ,
২৮ তোমাদিগকে আমি বলিতেছি, শত্রুকে ভালবাস ; যে হিংসা করে তাহার উপকার কর ; যে অভিসম্পাত করে তাহাকে আশীর্বাদ কর ;
২৯ হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা কর ; যে তোমার এক গালে চড় মারিবে তাহার দিকে অন্য গালও ফিরাইয়া দিবে ; কেহ যদি তোমার চাদর
৩০ কাড়িয়া লয়, তোমার জামা তাহাকে লইতে দাও ; যে যাহা চায়, তাহাকে তাহাই দিও ; যে তোমার সম্পত্তি কাড়িয়া লয়, তাহার
৩১ নিকট তাহা ফেরত চাহিও না। এক কথায় যেরূপ ব্যবহার তোমরা

মানুষের কাছে পাইতে চাও, তাহাদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার
৩২ কর; যে তোমাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিলে তোমার কি
৩৩ পুণ্য হইল? কারণ পাষণ্ডও বন্ধুকে প্রীতি করে। যে তোমার
উপকার করে, তাহার উপকার করিলে তোমার কি পুণ্য হইল?
৩৪ পাপীরা তো এরূপ করিয়া থাকে। যাহাদের নিকট হইতে পরিশোধের
আশা করিতেছ, তাহাদিগকে ধার দিলে তাহাতে তোমাদের কি
পুণ্য হইল? পাষণ্ডও পাষণ্ডকে ধার দেয়, ফিরিয়া পাইবার আশায়।
৩৫ "বরং শত্রুকেই প্রীতি কর, তাহার মঙ্গল কর, আর পাইবার
আশা ছাড়িয়া ধার দিও, তাহা হইলে তোমাদের পারিতোষিক
প্রচুর হইবে; তোমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ
৩৬ তিনি অকৃতজ্ঞ ও পাষণ্ডের প্রতিও সদয়; তোমাদের পিতা যেমন
৩৭ দয়ালু, তোমরাও তেমনই দয়ালু হও। পরের বিচার করিও না,
তাহা হইলে নিজেই বিচারের দায়ে পড়িবে; কাহারও প্রতি
দোষারোপ করিও না, তোমাদের প্রতিও কেহ দোষারোপ করিবে
৩৮ না; অপরকে রেহাই দিও, তোমাদিগকেও রেহাই দিবে; দান কর,
তোমাকেও দান করা হইবে; পুরা মাপে চাপিয়া ঝাঁকিয়া তোমাদের
কোলে দেওয়া হইবে, কারণ যে মাপে তুমি মাপ, সেই মাপেই
তোমাকে দেওয়া হইবে।"

৩৯ তিনি তাহাদিগকে একটি উপমা বলিলেন, "অন্ধ কি অন্ধের
৪০ পথপ্রদর্শক হইতে পারে? উভয়েই কি গর্তে পড়িবে না? শিষ্য
গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ নয়; যে কেহ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই গুরুর
৪১ অনুরূপ হইবে; নিজ চোখে যে কড়িকাঠ আছে তাহা না দেখিয়া
তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে তাহা দেখিতেছ কেন?
৪২ কোন্ মুখে তোমার ভাইকে বলিবে: ভাই, আমি তোমার চোখের

কুটাটা ফেলিয়া দিই? রে ভণ্ড! নিজ চোখ হইতে কড়িকাঠ আগে তোল, পরে তোমার ভাইয়ের চোখের কুটাটা তুলিতে চেষ্টা
৪৩ করিও। কোন সুবৃক্ষ কুফল প্রসব করে না, কোন কুবৃক্ষ সুফল
৪৪ প্রসব করে না; কারণ ফলেই প্রত্যেক বৃক্ষের পরিচয়। কণ্টকলতা হইতে কেহ ডুমুর সংগ্রহ করে না; শিয়াকুল হইতে কেহ দ্রাক্ষারস
৪৫ সংগ্রহ করে না; সৎ লোক সৎ মনের ভাণ্ডার হইতে ভাল জিনিস বাহির করিয়া দেয়, অসৎ লোক কিন্তু অসৎ ভাণ্ডার হইতে মন্দ জিনিস বাহির করিয়া দেয়; কারণ মুখের কথা প্রাণের উচ্ছ্বাসে নিঃসৃত।

৪৬ "আমার আদেশ পালন না করিয়া আমাকে কেন 'প্রভু, প্রভু'
৪৭ বলিয়া ডাকিতেছ? যে কেহ আমার নিকট আসিয়া আমার
৪৮ উপদেশ শ্রবণ করে ও তাহা কার্যে পরিণত করে, সে এমন লোকের তুল্য যে গৃহ নির্মাণ করিতেছে, অনেক নীচে খনন করিয়াছে, শৈলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। জলপ্লাবন হইল, নদীর স্রোত সেই ঘর আক্রমণ করিয়াছে; তাহা অচল রহিল, কারণ তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত
৪৯ ছিল। কিন্তু যে আমার উপদেশ শুনিয়া কার্যে পরিণত করে না, সে এমন লোকের তুল্য, যে বিনা ভিত্তিতে মাটির উপর ঘর নির্মাণ করিয়াছে, নদীর স্রোত সে ঘরে আঘাত করিল, তাহা তখনই পড়িয়া গেল, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইল।"

৭ কাফারনায়ুমো ও নাইসে অদ্ভুত কার্য

তিনি সকলের সম্মুখে ওই সকল উপদেশ সমাপ্ত করিয়া কাফারনায়ুমে প্রবেশ করিলেন। একজন
২ সেনাপতির অতি প্রিয় দাস রোগাক্রান্ত ও মরণাপন্ন ছিল। সেনাপতি
৩ যীশুর বিষয় শুনিয়া তাঁহার নিকট ইহুদীদের কয়েকজন প্রবীণকে

এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তিনি যেন আসিয়া তাহার দাসটিকে
৩ নিরাময় করেন। তাহারা যীশুর নিকট আসিয়া অনুনয়পূর্বক বলিল,
"ইঁহার অনুরোধ আপনার পালন করা উচিত, কারণ ইনি আমাদের
৫ জাতিকে ভালবাসেন, আমাদের সমাজ-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।"
৬ যীশু তাহাদের সঙ্গে গেলেন, তিনি যখন গৃহের অনতিদূরে,
সেনাপতি কয়েকজন বন্ধু পাঠাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার এই
কষ্টের প্রয়োজন নাই। আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করেন এইরূপ
৭ যোগ্যতা আমার নাই; তাই আমি স্বয়ং আপনার নিকট যাইতে
সাহসী হই নাই। আপনি মুখে বলিলেই আমার দাস সুস্থ হইবে,
৮ কারণ আমি নিজে কর্তৃপক্ষের অধীন, সৈন্যগণ আমার অধীন, আমি
যদি যাইতে বলি সে যায়, আর একজনকে যদি বলি—'আইস' সে
আসে, আর আমার ভৃত্যকে 'এই কর্ম কর' বলিলে সে তাহা করে।"
৯ যীশু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন, অনুগামী জনতাকে বলিলেন,
"আমি সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েলবাসীদের মধ্যে এমন শ্রদ্ধা পাই
১০ নাই।" সেনাপতির লোকেরা গৃহে ফিরিয়া দেখিল, দাসটি রোগমুক্ত
হইয়াছে।

১১ অল্পক্ষণ পরে যীশু নাইম নগরে গেলেন। শিষ্যেরা ও জনতা
১২ তাঁহার সঙ্গে চলিল। তিনি নগরদ্বারের নিকটবর্তী হইলে একদল
লোককে এক মৃত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখা গেল।
সে তাহার বিধবা মাতার একমাত্র পুত্র; নগরের অনেক লোক
১৩ বিধবাটির সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া যীশু তাহার প্রতি দয়ার্দ্র
হইলেন এবং বলিলেন, "কাঁদিও না।" নিকটে আসিয়া তিনি খাট
১৪ স্পর্শ করিলেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলিতেছি, উঠ।" মৃত
১৫ লোকটি উঠিয়া বসিল ও কথা বলিতে লাগিল, তিনি তাহাকে তাহার

১৬ মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া ঈশ্বরের স্তব করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের মধ্যে এক মহর্ষির উদয় হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার স্বজাতির প্রতি সদয় হইয়াছেন।

১৭ তাঁহার বিষয়ে এই বার্তা সমগ্র জুদেয়ায় এবং নিকটবর্তী দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

১৮ **দীক্ষাগুরু যোহন** যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত

১৯ বলিলেন। যোহন দুইজন শিষ্য ডাকিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, "যাঁহার আসিবার কথা আছে, আপনিই কি তিনি? না, আমরা অন্যের

২০ অপেক্ষায় থাকিব?" তাহারা যীশুর নিকট আসিয়া বলিল, "দীক্ষাগুরু যোহন আপনার নিকট আমাদিগকে পাঠাইলেন এই বলিয়া—যাঁহার আসিবার কথা আছে, আপনি কি তিনি? না, আমরা অন্যের

২১ অপেক্ষায় থাকিব?" তৎকালে তিনি অনেক ব্যাধিপীড়িত, জরাজীর্ণ বা ভূতক্লিষ্ট লোককে সুস্থ করিলেন, কয়েকজন অন্ধকেও

২২ দৃষ্টি দান করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "তোমরা যাও এবং যাহা দেখিলে ও শুনিলে তাহা যোহনকে জানাও, অন্ধ দেখিতেছে, খঞ্জ চলিতেছে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শুচি হইতেছে, বধির শ্রবণ করিতেছে, মৃতব্যক্তি সঞ্জীবিত হইতেছে। দরিদ্রদিগের নিকট মঙ্গলসাচার

২৩ প্রচারিত হইতেছে, আর আমাতে যে বিঘ্নের হেতু না পায় সেই ধন্য।"

২৪ যোহনের দূত চলিয়া গেলে তিনি যোহনের বিষয় জনতাকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা মরুভূমিতে কি দেখিতে গিয়াছিলে?

২৫ বায়ুতাড়িত নলখাগড়া? নয়তো কি দেখিতে গিয়াছিলে? সুকোমলবস্ত্রপরিহিত মনুষ্যকে? যাহারা সুকোমল বস্ত্র পরিধান

করে ও বিলাসিতার মধ্যে থাকে, তাহারা তো রাজভবনেই থাকে।
২৬ তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? মহর্ষিকে? তাহাই বটে, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মহর্ষিরও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি। তাঁহারই
২৭ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

'আমার দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলাম,
তিনি তোমার পথ প্রস্তুত রাখিবেন।'

২৮ "আমি সত্যই বলিতেছি, নারীগর্ভজাতদের মধ্যে যোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, তথাপি জানিয়া রাখ স্বর্গরাজ্যের ক্ষুদ্রতম
২৯ যে, সেও যোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" যে জনতা এবং করগ্রাহক যোহনের উপদেশ শুনিয়াছিল, তাহারা যোহনের দীক্ষাস্নান গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছিল; কিন্তু ফরিসী এবং শাস্ত্রী তাঁহার
৩০ দীক্ষাস্নান অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ব্যর্থ
৩১ করিল। কিসের সহিত এই যুগের মানুষের তুলনা করিব? তাহারা
৩২ কেমন লোক? তাহারা বাজার-চত্বরের শিশুদের মত পরস্পর চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমরা তোমাদের জন্য বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা কিন্তু নাচিলে না; আমরা বিলাপ করিলাম,
৩৩ তোমরা কিন্তু কাঁদিলে না; যোহন আসিয়া রুটিও খান না, দ্রাক্ষারসও পান করেন না, তাহাতে তোমরা বলিয়াছিলে: লোকটা
৩৪ ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করাতে তোমরা বলিতেছ: লোকটা পেটুক, মদ্যাসক্ত, করগ্রাহী ও পাপীদের বন্ধু।
৩৫ তবে প্রজ্ঞা নিজ সন্তান দ্বারা সমর্থিত হইল।"

৩৬ **ভ্রষ্টানারী** একজন ফরিসী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। তিনি ফরিসীর বাড়িতে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন
৩৭ করিলেন। নগরের একটি পতিতা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল।

ফরিসীর গৃহে তিনি খাইতে বসিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রীলোকটি সুগন্ধি তৈলে পূর্ণ স্ফটিকের পাত্র লইয়া আসিয়াছিল; পিছনে তাঁহার
৩৮ চরণপ্রান্তে বসিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে তাঁহার চরণ ধৌত ও কেশ দ্বারা মার্জনা করিতে লাগিল; সে তাঁহার পদযুগল
৩৯ চুম্বন করিয়া সুগন্ধি তৈলে তাহা লিপ্ত করিতে লাগিল; তাহাতে যে ফরিসী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, লোকটা ঋষি হইলে জানিতে পারিত, স্ত্রীলোকটা কে, কি চরিত্রের
৪০ স্ত্রীলোক? যীশু তাহাকে বলিলেন, "সীমন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" সে বলিল, "গুরু, বলুন।" (যীশু বলিলেন) "একটি
৪১ মহাজনের দুই খাতক ছিল, একজনের ঋণ পাঁচ শত দীনার,
৪২ অপরটির ঋণ পঞ্চাশ দীনার; তাহাদের ঋণশোধের উপায় না থাকায় মহাজন তাহা মাফ করিল; খাতকদের মধ্যে কে তাহাকে অধিক
৪৩ ভালবাসিবে?" সীমন বলিল, "আমার বোধ হয় যাহার ঋণ অধিক ছিল।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ।" তখন
৪৪ স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাড়িতে আসিলাম, তুমি আমাকে পা ধুইবার জল দিলে না। কিন্তু স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ধোওয়াইয়া কেশ দ্বারা তাহা মার্জনা করিল। তুমি আমাকে
৪৫ চুম্বন কর নাই, কিন্তু আসা অবধি সে আমার চরণ চুম্বন করিতেছে।
৪৬ তুমি আমার মস্তকে তৈল দাও নাই, সে সুগন্ধি তৈলে আমার চরণ
৪৭ লিপ্ত করিয়াছে; তাই আমি বলিতেছি, তাহার বহু পাপ মার্জনা করা হইল, কারণ সে বহু ভালবাসিয়াছে; কিন্তু যাহার অল্পই ক্ষমা
৪৮ করা হইল, তাহার ভালবাসা অল্প।" তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হইল।" নিমন্ত্রিত সকলে ভাবিতে

৪৯ লাগিল, "কে এই লোকটি, যে পাপও ক্ষমা করে?" স্ত্রীলোকটিকে ৫০ তিনি বলিলেন, "তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে উদ্ধার করিয়াছে, তোমার কুশল হউক।"

অষ্টম অধ্যায়

৮ **প্রচার কার্য** অল্পদিন পরে, তিনি নানা শহরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ও ২ ঐশরাজ্যের মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত শিষ্য বারো জন থাকিতেন ও ভূত হইতে বা রোগ হইতে মুক্ত কয়েকটি নারী—মারীয়া ওরফে ম্যাগ্‌ডালেনা—সাতটি ৩ ভূতের প্রভাব হইতে যে মুক্ত হইয়াছিল; জোহানা, হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী; সুজানা এবং আরও কয়েকজন, তাহারা নিজেদের সম্পদ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিত।

৪ **বীজবপকের উপমা** প্রকাণ্ড জনতা সমবেত হইলে, ও নানা নগর হইতে তাঁহার নিকট আসিলে, ৫ তিনি উপমা-ছলে তাহাদিগকে বলিলেন, "বীজবপক বপন করিতে গেল; সে যখন বপন করিতেছে, কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল; তাহা পদদলিত হইল; পাখিরা তাহা খাইয়া ফেলিল; পাষাণে ৬ কতক বীজ পড়িল; তাহা অঙ্কুরিত হইয়া জল না পাইয়া শুকাইয়া ৭ গেল, কতকগুলি কাঁটাবনে পড়িল, কাঁটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া সেগুলিকে মারিয়া ফেলিল; আরও কতকগুলি বীজ ভাল মাটিতে

[৪-১৫] বীজ বপকের উপমা : মথি ১৩, ১ দ্রঃ।

৮ পড়িল; তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শতগুণ ফল ফলিল।" এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যাহার কান আছে সে শুনুক।"

৯ তাঁহার শিষ্যগণ উপমার অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,

১০ "ঐশ-রাজ্যের রহস্য-ভেদের অধিকার তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু অপরকে উপমা-ছলে কথা বলা হইতেছে,

তাহাতে তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইবে না।

শুনিয়াও বুঝিতে পারিবে না।

১১ উপমার অর্থ এই: বীজ ঈশ্বরের বার্তা; যাহারা পথের পার্শ্বে,

১২ তাহারা শ্রবণ করে, পরে শয়তান আসিলে, পাছে তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পায়—এই ভয়ে তাহাদের হৃদয় হইতে বার্তা কাড়িয়া লয়; পাষাণের উপরে যাহারা, তাহারা বার্তাটি

১৩ শুনিয়া সানন্দে তাহা গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের শিকড় নাই, তাহারা অল্পকাল বিশ্বাস করিয়া সঙ্কটে বিচলিত হয়; কণ্টকের

১৪ মধ্যে যে বীজ পড়িল, তাহা এমন লোক যাহারা শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু চলিতে চলিতে ভাবনা চিন্তা, ধন ও আমোদ-প্রমোদে চাপা পড়িয়া যায়, তাহাতে ফলে পাক ধরে না। ভাল মাটিতে যাহারা,

১৫ তাহারা এমন লোক, যাহারা সরল উদার মনে বার্তাটি শ্রবণ করিয়া তাহা ধারণ করে ও স্থির ধীর হইয়া ফল প্রদান করে।

১৬ **নানা উপমা** "আলো জ্বালাইয়া কেহ তাহা পাত্রের নীচে চাপা দেয় না, বা খাটের নীচে রাখে না; বরং বাতি-দানে রাখে, যেন আগন্তুকেরা আলোটি দেখিতে পায়। এমন

১৭ গোপন কিছু নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না; এমন লুক্কাইত কিছু

১৮ নাই, যাহা ব্যক্ত হইয়া রাষ্ট্র হইবে না। মন দিয়া শুন; যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে; যাহার নাই, যাহা আছে বলিয়া

সে মনে করে, তাহাও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

১৯ তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভীড় হওয়াতে তাঁহারা তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিলেন
২০ না; তাঁহাকে বলা হইল, আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সঙ্গে
২১ দেখা করিতে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি উত্তর করিলেন, "যাহারা ঈশ্বরের কথা গ্রাহ্য করে ও তাহা কাজে পরিণত করে, তাহারাই আমার মা ও আমার ভাই।"

২২ **নানা অদ্ভুত কার্য** একদিন তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠিলেন; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
২৩ "আমরা হ্রদের অপর পারে যাই।" তাঁহারা রওনা হইলেন। তাঁহারা যাত্রা করিলে তিনি নিদ্রা গেলেন; হ্রদের উপরে ঝড় উঠিল;
২৪ নৌকায় জল প্রবেশ করাতে তাঁহারা মহা সঙ্কটে পড়িলেন; তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "গুরু, গুরু, আমাদের প্রাণ যায়!" তিনি জাগিয়া উঠিলেন, বাতাস ও তরঙ্গকে ধমক দিলেন;
২৫ অমনি সমস্তই শান্ত হইল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের বিশ্বাস কই?" তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "কে ইনি, যে বাতাস ও তরঙ্গকে আদেশ করেন ও তাহারা ইঁহার আদেশ পালন করে?"

২৬ তাঁহারা গালিলেয়ার পরপারে গেরাসেনীয়দের অঞ্চলে নামিলে
২৭ ঐ নগরের একজন ভূতাবিষ্ট সম্মুখে পড়িল; সে দীর্ঘকাল বিবস্ত্র
২৮ হইয়া থাকিত, ঘরে বাস করিত না, গোরস্থানে থাকিত। যীশুকে দেখিয়া সে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "যীশু পরাৎপরের পুত্র, তোমার সহিত আমার কি সম্পর্ক, আমি তোমার

২৯ পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে জ্বালাতন করিও না।” কারণ তিনি লোকটির শরীর হইতে ভূতকে বাহির হইতে আদেশ করিতেছিলেন। ভূতটা অনেকবার তাহাকে আঁকড়াইয়াছিল। লোকে তাহাকে শিকলবেড়ী দিয়া কড়া পাহারায় রাখিয়াছিল, কিন্তু সে শিকল
৩০ ছিঁড়িয়া ভূত দ্বারা মরুভূমিতে বরাবর বিতাড়িত হইত। যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?” সে বলিল, “বাহিনী”, কারণ বহুসংখ্যক ভূত তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল।
৩১ তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, যেন তিনি জাহান্নমে
৩২ তাহাদিগকে যাইতে আদেশ না করেন। সেখানে পাহাড়ের গায়ে অনেক শূকর চরিতেছিল। তাহারা অনুনয় করিল, যেন শূকরের
৩৩ মধ্যে যাইতে অনুমতি দেন। তিনি সম্মত হইলেন। লোকটির শরীর হইতে বাহির হইয়া ভূতেরা শূকরের পালের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমগ্র পাল দ্রুত পাহাড় হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল
৩৪ ও জলে ডুবিয়া মরিল। পালের রক্ষকেরা ঘটনা দেখিয়া পলায়ন করিল, শহরে ও গ্রামে গ্রামে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।
৩৫ লোকে ঘটনাটি দেখিতে যীশুর নিকট আসিল। তাহারা দেখিল, যে লোকটির শরীর হইতে ভূত বাহির হইয়াছিল, সে বস্ত্রে আবৃত হইয়া, ধীর সুস্থচিত্তে যীশুর পায়ের কাছে বসিয়া আছে।
৩৬ তাহারা ভয়ে অভিভূত। ভূতাবিষ্ট লোকটি কেমন করিয়া সুস্থ
৩৭ হইয়াছিল প্রত্যক্ষদর্শীরা তাহা বলিল। গেরাসেনীয়র যাবতীয় অধিবাসী যীশুকে অনুরোধ করিল, যেন সেখান হইতে তিনি প্রস্থান করেন। কারণ তাহারা আতঙ্কিত হইতেছিল; তিনি নৌকায় উঠিয়া
৩৮ প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাহার শরীর হইতে ভূত নির্গত হইয়াছিল,
৩৯ সে তাঁহার সঙ্গ লইতে প্রার্থনা করিল। তিনি এই বলিয়া তাহাকে

বিদায় করিলেন, "তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও, ঈশ্বর তোমার কি উপকার করিয়াছেন, তাহা সেখানে জানাও।" লোকটি গিয়া শহরময় রাষ্ট্র করিল, তাহার জন্য যীশু কি করিয়াছিলেন।

৪০ যীশু ফিরিয়া আসিলে, জনতা তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, কারণ ৪১ সকলেই তাঁহার অপেক্ষায় ছিল। জাইরুস নামক সমাজ-গৃহের একজন কর্তা সেখানে আসিল। যীশুর চরণে প্রণিপাত করিয়া সে তাঁহাকে অনুনয় করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহার বাড়িতে ৪২ যান ; কারণ তাহার প্রায় দ্বাদশবর্ষীয়া একমাত্র কন্যা মরণাপন্ন ছিল। যাইতে যাইতে ভীড়ের চাপে তিনি পীড়িত হইতেছিলেন।

৪৩ বারো বৎসর ধরিয়া প্রদর-রোগে পীড়িত একটি স্ত্রীলোক ছিল, সে চিকিৎসকদের হাতে সর্বস্ব হারাইয়াও আরোগ্য হইতে পারে ৪৪ নাই, সে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিল। ৪৫ সেই দণ্ডে শোণিতস্রাব বন্ধ হইল। যীশু বলিলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করিল ?" সকলে অস্বীকার করাতে পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, "গুরু, জনতা চারিদিক হইতে আপনাকে চাপিয়া ধরিয়াছে ; আর আপনি কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে আপনাকে ৪৬ স্পর্শ করিয়াছে ?" যীশু বলিলেন, "একজন কেহ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, কারণ আমি অনুভব করিলাম, আমা হইতে একটা শক্তি ৪৭ নির্গত হইয়াছে।" স্ত্রীলোকটি দেখিল, সে ধরা পড়িয়াছে, কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল ও সমস্ত জনতার সম্মুখে বলিল, সে কেন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল ও কেমন করিয়া তদ্দণ্ডে ৪৮ নিরাময় হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "বৎসে, তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে নিরাময় করিয়াছে ; তোমার কুশল হউক।"

৪৯ কথা শেষ হইতে না হইতে, সমাজ-গৃহের কর্তার বাড়ি হইতে

একজন আসিয়া বলিল, "তোমার কন্যা দেহরক্ষা করিয়াছে। গুরুকে
৫০ আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই।" যীশু তাহা শুনিয়া বলিলেন,
৫১ "ভয় নাই, কেবল বিশ্বাস কর, তোমার কন্যা বাঁচিবে।" তাহাদের
বাড়িতে আসিয়া তিনি পিতর, যোহন, যাকোব আর কন্যাটির
৫২ পিতামাতা ভিন্ন কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিলেন না। সকলে
মেয়েটির জন্য কাঁদিতেছিল ও বুক চাপড়াইতেছিল। তিনি
বলিলেন, "কাঁদিও না, কারণ বালিকাটি মরে নাই, ঘুমাইতেছে
৫৩ মাত্র।" ইহাতে সকলে ঠাট্টা করিতে লাগিল, কারণ তাহারা
৫৪ জানিত বালিকাটি মরিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার হাত ধরিয়া
৫৫ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কন্যা, উঠ।" মেয়েটির প্রাণ ফিরিয়া আসিল,
সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল। তিনি তাহাকে খাদ্য দিতে বলিলেন।
৫৬ তাহার পিতামাতা বিস্মিত হইল। তিনি তাহাদিগকে এই ঘটনার
কথা কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করিলেন।

নবম অধ্যায়

৯ **বারো জনের দৌত্য। জনতাকে অন্নদান** তিনি প্রেরিত
বারো জনকে
ডাকিয়া তাঁহাদিগকে ভূতগণের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ
২ করিবার অধিকার ও রোগ নিরাময় করিবার শক্তি দিলেন। তিনি
তাঁহাদিগকে ঐশরাজ্য প্রচার ও ব্যাধি-পীড়িতদের সুস্থ করিতে
৩ পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "পাথেয় কিছু লইবে
না, লাঠিও না, ঝোলাও না, রুটিও না, টাকাকড়িও না, দুইটি
৪ জামাও না। যে কোন গৃহে প্রবেশ করিবে, যতদিন প্রস্থান না

করিতেছ, ততদিন সেইখানেই থাকিবে। যাহারা তোমাদিগকে
৫ গ্রহণ না করে, সেই নগর ছাড়িয়া আসিবার সময়ে তোমাদের পায়ের
৬ ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও, তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-স্বরূপ।" শিষ্যগণ
চলিয়া গেলেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে মঙ্গলবার্তা প্রচার ও সর্বত্র
রোগগ্রস্তদের নিরাময় করিতে লাগিলেন।

৭ হেরোদ রাজা সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি বিভ্রান্ত
৮ ছিলেন, কারণ কেহ কেহ বলিত, যোহন মৃত্যু হইতে উত্থিত
হইয়াছেন; কেহ কেহ বলিত, এলিয় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন;
৯ কেহ কেহ বলিত, কোন পুরাতন ঋষি পুনর্জীবিত হইয়াছেন। হেরোদ
বলিলেন, "যোহনের তো আমি শিরচ্ছেদন করাইলাম, কিন্তু যাহার
বিষয়ে আমি এত অদ্ভুত কথা শুনিতে পাইতেছি, তিনি কে?" তিনি
তাঁহার দর্শন পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১০ শিষ্যগণ ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ কার্যের বিবরণ যীশুর নিকট
ব্যক্ত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেথসাইদা নামক
১১ একটি নগরের দিকে নির্জন বাস করিতে প্রস্থান করিলেন। জনতা
কিন্তু তাহা অবগত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি
তাহাদিগকে সাদরে ঐশ-রাজ্যের কথা বলিতেন, ও ব্যাধিগ্রস্তদের সুস্থ
১২ করিতেন। সন্ধ্যা আসন্ন হইলে [প্রেরিত] বারো জন নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে বলিলেন, "জনতাকে বিদায় করুন, তাহারা যেন আশে-
পাশের গাঁয়ে আশ্রয় ও খাদ্য সংগ্রহ করে, কারণ আমরা নির্জন
১৩ প্রান্তরে রহিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "তোমরাই তাহাদের আহারের
ব্যবস্থা কর।" তাঁহারা বলিলেন, "পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাত্র
মাছের বেশি খাবার নাই। আমরা তাহা হইলে এত লোকের খাদ্য
১৪ নিজেরাই কিনিতে যাই?" তাহারা সংখ্যায় অনুমান পাঁচ হাজার

ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া
১৫ উহাদিগকে বসিতে বল।" তাহারা তাই করিল। সকলে বসিল।
১৬ তখন তিনিই পাঁচখানা রুটি আর মাছ দুইটি লইলেন, ও স্বর্গের দিকে চাহিয়া তাহা নিবেদন করিলেন ও টুকরা টুকরা করিলেন। তিনি তাহা তাঁহার শিষ্যগণকে জনতার মধ্যে বিতরণ করিতে
১৭ দিলেন। সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং অবশিষ্ট টুকরাগুলি বারোটি ঝুড়িতে ভর্তি করা হইল।

১৮ পিতরের বিশ্বাস প্রকাশ ও যাতনা-ভোগ বিষয়ে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী

তিনি নির্জন স্থানে একাকী প্রার্থনায় রত ছিলেন; শিষ্যগণ তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে, সে
১৯ সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা?" তাঁহারা বলিলেন, "কেহ বলে, আপনি দীক্ষাগুরু যোহন; কেহ বলে, আপনি এলিয়; কেহ বলে, আপনি
২০ পুনর্জীবিত একজন পুরাতন ঋষি।" তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমার
২১ সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা?" পিতর উত্তর করিলেন, "আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।" কিন্তু তিনি তাহা কাহাকেও বলিতে একান্তভাবে
২২ নিষেধ করিলেন। অধিকন্তু বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতেই হইবে; প্রাচীনগণ, মহাযাজকগণ ও শাস্ত্রীগণ দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইবে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে; তৃতীয়
২৩ দিনে তাঁহাকে পুনরোত্থিত হইতে হইবে।" তিনি সকলকে বলিলেন,

---

[২০] **ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট: খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ ই "অভিষিক্ত"।**

[২২] **ইহা তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে যীশুর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী।**

[২৩] **"প্রত্যহ" এই কথা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে এই উপদেশ আক্ষরিকভাবে দেওয়া হয় না; ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যহ আত্মত্যাগ করিয়া যীশুর অনুকরণ করিতে হয়।**

"যদি কেহ আমার অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হয়, সে আত্মত্যাগ করুক,
২৪ প্রত্যহ নিজ ক্রুশ লইয়া আমার অনুগমন করুক। কারণ যে নিজের প্রাণরক্ষায় তৎপর, সে তাহা হারাইবে; যে আমার কারণে প্রাণ
২৫ উৎসর্গ করিবে, সে প্রাণ পাইবে। নিখিল বিশ্ব অধিকার করিলে যদি কেহ নিজেকে হারায় বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে তাহার লাভ
২৬ কি? কারণ যে কেহ আমার বিষয়ে বা আমার উপদেশের বিষয়ে লজ্জিত হয়, মনুষ্যপুত্র যখন সগৌরবে এবং পিতার ও দূতগণের প্রতাপের সহিত আগমন করিবেন, তখন তাহার বিষয়ে তিনি লজ্জা
২৭ বোধ করিবেন। আমি সত্যই বলিতেছি, যাহারা এখানে উপস্থিত, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছে, যাহাদের ঐশ-রাজ্য দর্শনের পূর্বে মৃত্যু ঘটিবে না।"

২৮ **উজ্জ্বল রূপ ধারণ; যাতনার বিষয়ে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী**

ঐ সমস্ত উপদেশ প্রদানের অনুমান আট দিন পর যীশু পিতর, যোহন ও যাকোবকে
২৯ বিরলে লইয়া প্রার্থনা করিতে গেলেন। প্রার্থনাকালে তাঁহার মুখমণ্ডল
৩০ রূপান্তরিত হইয়া গেল; তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন কথোপকথন করিতে লাগিলেন—মোশী
৩১ ও এলিয়া। তাঁহারা স্বপ্রতাপে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া যেরুসালেমে
৩২ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; জাগরিত হইয়া তাঁহারা প্রভা
৩৩ দেখিতে পাইলেন; তাঁহার সঙ্গে ঐ দুইজনকেও দেখিতে পাইলেন।

[২৮-৩৬] বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যীশুর নির্জন প্রার্থনা; যীশুর প্রার্থনাকালে তিন জন শিষ্য "নিদ্রায় অভিভূত"—যীশুর মৃত্যুর আগে তাঁহারা জৈতুন উদ্যানেও এমন "নিদ্রায় অভিভূত" ছিলেন।

ঐ দুইজন যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন, তখন পিতর যীশুকে বলিলেন, "গুরু, আমরা এখানে থাকিলে ভাল হয়; আমরা এখানে তিনটি তাঁবু খাটাই, আপনার জন্য একটি, মোশীর জন্য একটি, এলিয়ার জন্য একটি।" না বুঝিয়াই তিনি তাহা ৩৪ বলিলেন। ঐ কথা বলিতে বলিতেই একটি মেঘ আসিয়া তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল; মেঘে প্রবেশ করিতেই তাঁহারা ভীত হইলেন। ৩৫ মেঘ হইতে এই বাণী হইল, "ইনি আমার পুত্র, আমার মনোনীত; ৩৬ ইঁহার কথা শোন।" কথা শেষ হইতে না হইতেই যীশুকে একা দেখা গেল। তাঁহারা এই ঘটনা গোপন রাখিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না।

৩৭ পরদিন তাঁহারা যখন পর্বত হইতে নামিয়া আসিলেন, প্রকাণ্ড ৩৮ জনতা তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। ভিড়ের মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "প্রভু, দোহাই আপনার, আমার পুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, ৩৯ সে আমার একমাত্র পুত্র। মাঝে মাঝে একটা ভূত তাহাকে ধরে, সে তখন হঠাৎ চীৎকার করে; ভূতটা তাহাকে নির্যাতন করে; মুখ দিয়া ফেনা বাহির করিয়া ছাড়ে, তাহাকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতবিক্ষত না করিয়া পরিত্যাগ করে না। আপনার শিষ্যদিগকে ৪০ আমি এই ভূত তাড়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাঁহারা ৪১ সক্ষম হন নাই।" যীশু বলিলেন, "রে অবিশ্বাসী, বিপথগামী জাতি, আমি আর কতকাল তোমাদের মধ্যে থাকিব? আর কতকাল ৪২ তোমাদিগকে সহ্য করিব? তোমার ছেলেকে এখানে আন।" সে যখন নিকটে আসিতেছিল তখন ভূতটা তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলে তাহার দেহে আক্ষেপ শুরু হইল। যীশু ভূতটাকে তিরস্কার করিলেন ও ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া তাহাকে পিতার হাতে

৪৩ সমর্পণ করিলেন। তাহাতে সকলে ঈশ্বরের মাহাত্ম্যে বিস্মিত হইল।

তাঁহার এই সকল কীর্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলে তিনি
৪৪ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "আমার ঐ সমস্ত কথা ভাল করিয়া স্মরণ রাখ। কারণ মনুষ্যপুত্র মানুষের হাতে সমর্পিত হইতে
৪৫ চলিয়াছেন।" কথাগুলির অর্থ এতই গূঢ় যে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এই বিষয়েও তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসও করিলেন না।

৪৬ তাঁহাদের মনে এই একটি প্রশ্ন উঠিল, তাঁহাদের মধ্যে কে
৪৭ বড়? যীশু তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া একটি শিশুকে লইয়া
৪৮ নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, এবং বলিলেন "যে কেহ আমার খাতিরে শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; যে আমাকে গ্রহণ করে, সে যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাকেই গ্রহণ করে। তোমাদের মধ্যে যে দীনতম, সেই মহৎ।"

৪৯ যোহন তাঁহাকে বলিলেন, "গুরু, আমরা একজনকে দেখিলাম, সে আপনার নামে ভূত তাড়ায়। আমরা তাহাকে বারণ করিলাম,
৫০ কারণ সে আমাদের দলের নয়।" যীশু বলিলেন, "কাহাকেও নিষেধ করিও না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের স্বপক্ষ।"

৫১ **যীরুসালেম অভিমুখে যাত্রা। সত্তরজন শিষ্যের দৌত্য।** তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের দিন সন্নিকট হইলে, তিনি যেরুসালেম লক্ষ্য করিয়া যাত্রা
৫২ করিতে স্থির করিলেন। অগ্রে সংবাদবাহক পাঠাইলেন তাঁহার
৫৩ জন্য ব্যবস্থা করিতে। সমরীয়দের একটি গ্রামে প্রবেশ করিলেন। অধিবাসীগণ যীশুকে স্থান দিতে অস্বীকার করিল, কারণ তিনি
৫৪ যেরুসালেমের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তাহাতে তাঁহার শিষ্য যোহন

ও যাকোব বলিলেন, "গুরু, আপনি অনুমতি দিন, আমরা স্বর্গ হইতে
৫৫ অগ্নিবর্ষণ করিয়া তাহাদের বিনষ্ট করি।" তিনি তাহাদের দিকে
৫৬ ফিরিয়া তিরস্কার করিলেন, তাহারা তখন গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন।

৫৭ পথে যাইতে যাইতে একজন বলিলেন, "গুরু, আপনি যেখানেই
৫৮ যাইবেন, আমি আপনার অনুসরণ করিব।" যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, "শৃগালের গর্ত আছে, বিমানচারী পাখির নীড় আছে,
কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখিবার স্থান নাই।"

৫৯ আর একজনকে তিনি বলিলেন, "আমার অনুসরণ কর।"
লোকটি বলিল, "প্রভু, অনুমতি করুন, আমি প্রথমে আমার
৬০ পিতার কবর দিয়া আসি।" যীশু উত্তর করিলেন, "মৃতেরাই মৃতের
সৎকার করুক; তুমি ঐশ-রাজ্যের বার্তা প্রচার কর।" আর
৬১ একজন তাঁহাকে বলিল, "প্রভু, আমি আপনার সঙ্গ লইব;
বাড়ির সকলের কাছে বিদায় লইয়া আসিতে দিন।" যীশু উত্তর
৬২ করিলেন, "যে কেহ লাঙ্গল ধরিয়া পিছনে তাকায়, সে ঐশ-রাজ্যের
উপযুক্ত নহে।"

[৫৫] তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কাহার প্রেরণায় ইহা বলিতেছ, তাহা তোমরা জান না"—প্রধান প্রধান পুঁথিতে এই কথাগুলি নাই।

[৯।৫১-১৮।৩৪] এই অংশ অনেকটা লুকের নিজস্ব।

[৬১-৬২] যীশু তাঁহার প্রেরিত শিষ্যগণের নিকট হইতে এমন বৈরাগ্যের দাবি করেন। পার্বত্যদেশে যেমন লাঙ্গল করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়, তেমনই ভাবে তাঁহার প্রেরিত শিষ্যগণকে তিনি অনন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলেন।

১০ তৎপরে প্রভু আরও বাহাত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন; যে যে স্থানে তিনি যাইবেন, সেই সকল স্থানে তিনি দুই-
২ দুইজন করিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু মজুর অল্প। অতএব ফসলের কর্তাকে অনুরোধ কর, যেন তিনি মজুর পাঠাইয়া ফসল সংগ্রহ
৩ করেন। তোমরা যাত্রা কর, তোমাদিগকে পাঠাইলাম, বাঘের
৪ দলের মধ্যে মেষের মত। টাকাকড়ি সঙ্গে লইও না, ঝুলিও না,
৫ পাদুকাও না; পথে কাহাকেও সম্বোধন করিও না; যে বাড়িতে
৬ প্রবেশ করিবে, প্রথমে বলিও, 'এই গৃহের শান্তি হউক'; সেইখানে যদি শান্তিপ্রিয় কেহ থাকে, তোমাদের শান্তিবচন তাহার উপর
৭ বিরাজ করিবে; নচেৎ তাহা তোমাদের প্রত্যর্পিত হইবে। একই বাড়িতে থাক; তাহারা যাহা দিতেছে, তাহা পান আহার করিও,
৮ কারণ মজুরি মজুরের প্রাপ্য। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করিও না। যে কোন শহরে তোমরা প্রবেশ করিবে, তাহারা তোমাদিগকে
৯ অতিথিরূপে গ্রহণ করিলে, যাহা পরিবেশন করিবে, তাহাই খাইবে। শহরের ব্যাধি-পীড়িতদের সুস্থ কর, আর তাহাদিগকে
১০ বল: 'ঐশ-রাজ্য তোমাদের আসন্ন হইয়াছে। কিন্তু তোমরা কোন শহরে প্রবেশ করিলে তাহারা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে,
১১ পথে বাহির হইয়া বল: "তোমাদের শহরের ধূলি তোমাদের মুখে ঝাড়িয়া দিলাম। তোমরা জানিয়া রাখ যে, ঐশ-রাজ্য আসন্ন।

---

[১] ঐ বাহাত্তরজন শিষ্য প্রেরিতগণের সমান অধিকার পান নাই। তাঁহারা কিন্তু আদি মণ্ডলীর সারাংশ।

[৪] তাহাদের নির্ধারিত কাজের সম্পাদনে শিষ্যগণ ভদ্রতার খাতিরেও ত্রুটি করিবে না।

১২ আমি সত্যই বলিতেছি, ঐ দিনে সদোমের দশা এই শহরের দশার
১৩ অপেক্ষায় সহনীয় হইবে। হায় কোরাজিন, তোমাকে ধিক; বেথসাইদা, তোমাকে ধিক; কারণ তোমাদের মধ্যে যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হইয়াছে, তাহা তীর ও সিদনে সাধিত হইলে, তাহাদের অধিবাসী বহু পূর্বে চট পরিয়া ও ভস্মে
১৪ বসিয়া অনুতাপ করিত। বিচারের দিনে তোমাদের দশা অপেক্ষা তীর ও সিদনের দশা সহনীয় হইবে। আর তুমি, কার্ফানায়ুম,
১৫ তুমি কি স্বর্গে উন্নীত হইবে? নরক পর্যন্ত তোমার অধোগতি।
১৬ যে তোমাদের কথায় অবধান করে, সে আমার কথায় অবধান করে; যে তোমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে, সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে; এবং যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে তাঁহাকেই প্রত্যাখ্যান করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

১৭ বাহাত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "প্রভু,
১৮ ভূত পর্যন্ত আপনার নামে আমাদের বশীভূত।" তিনি বলিলেন, "আমি দেখিতেছিলাম, শয়তান বিদ্যুৎবেগে স্বর্গ হইতে পতিত
১৯ হইতেছে। আমি সর্পকে ও বৃশ্চিককে পদদলিত করিবার অধিকার তোমাদিগকে দিয়াছি, শয়তানের শক্তির উপরও অধিকার দিয়াছি।
২০ কিছুই তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পরন্তু ভূত তোমাদের বশীভূত আছে বলিয়া আনন্দ করিও না, বরং তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে বলিয়া আনন্দ করিও।"

২১ ঐ দণ্ডেই তিনি পবিত্রাত্মার আবেশে উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "পিতা, স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভু, আমি তোমার সাধুবাদ করিতেছি, কারণ

[১৮] **ইহার অর্থ, "তোমরা যখন ভূত তাড়াইতেছিলে, আমি দেখিলাম, শয়তানের শক্তিও হ্রাস পাইতেছে।**

ঐ সকল বিষয় তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের নিকট গোপন রাখিয়াছ; শিশুদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছ; পিতা, তাহাই তোমার
২২ চক্ষে মনোরম হইয়াছে। আমার পিতা আমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। পিতা ভিন্ন কেহ পুত্রকে জানে না; পিতাকে পুত্র ভিন্ন কেহ জানে না; পুত্র যাহার নিকট তাঁহাকে
২৩ প্রকাশ করিতে চান, সেই জানে।" তিনি শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে একান্তে বলিলেন, "তোমরা যাহা দেখিতেছ, যাহাদের চক্ষু
২৪ তাহা দেখে তাহারাই ধন্য, কারণ আমি সত্যই বলিতেছি, তোমরা যাহা দেখিতেছ, অনেক রাজা ও ঋষি তাহা দেখিতে উৎসুক হইয়াও দেখিতে পান নাই; তোমরা যাহা শুনিতেছ, তাহা শুনিতে উৎসুক হইয়াও শুনিতে পান নাই।

২৫ **দয়ালু সমরীয়। মার্থা ও মারীয়** তখন একজন শাস্ত্রী উঠিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "গুরু, কি করিলে আমি
২৬ অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রে
২৭ কি লেখা আছে? তুমি তাহার কি অর্থ করিয়াছ?" সে উত্তর করিল, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া, মনে প্রাণে, সমস্ত শক্তিতে ও সমস্ত চিত্তে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভক্তি করিবে; তোমার
২৮ প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।" তিনি বলিলেন, "যথার্থই
২৯ উত্তর করিয়াছ; তাহাই কর; তাহাতেই অনন্ত জীবন লাভ
৩০ করিবে।" সে কিন্তু নিজের চরিত্রের সমর্থনে যীশুকে বলিল, "আমার প্রতিবেশী কে?" যীশু উত্তর করিলেন, "একজন লোক যেরুসালেম হইতে যেরিখো যাইবার সময় দস্যুদের হস্তে পড়িল। তাহারা তাহার
৩১ সর্বস্ব লুণ্ঠন করিল ও তাহাকে মারিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া মৃতকল্প

অবস্থায় ফেলিয়া গেল। দৈবাৎ একজন যাজক সেই পথ দিয়া যাইতে-
৩২ ছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। একজন
৩৩ মন্দির-সেবকও সেই স্থানে আসিল; তাহাকে দেখিয়া সেও পাশ
কাটাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একজন সামারীয় যাত্রী তাহার নিকট
৩৪ উপস্থিত হইল ও তাহাকে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল। সে নিকটে গিয়া
তাহার ক্ষত বাঁধিল এবং দ্রাক্ষারস ও তৈল দিয়া তাহা সিক্ত করিল,
৩৫ তাহাকে নিজ বাহনে বসাইয়া পান্থশালায় লইয়া গেল ও তাহার
শুশ্রূষা করিল। পরদিন সে দুই দিনার বাহির করিয়া পান্থশালার
কর্তাকে দিয়া বলিল, "ইহার শুশ্রূষা করিও; আর যাহা কিছু অধিক
৩৬ ব্যয় হইবে, আমি ফিরিবার মুখে তোমাকে তাহা দিয়া যাইব। এই
তিনজনের মধ্যে তোমার বিবেচনায় কে ঐ দস্যুহস্তে পতিত ব্যক্তির
প্রতিবেশী হইয়া উঠিল?" সে বলিল, "যে তাহার প্রতি দয়া করিল,
৩৭ সেই।" যীশু তাহাকে বলিলেন, "তুমি গিয়া তদ্রূপ কর।"

৩৮ তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে একটি গ্রামে প্রবেশ করিলেন।
মার্থা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিজ গৃহে অতিথিরূপে গ্রহণ

[৩৬] যীশুকে ইহুদীগণ নিন্দা করিয়া "সামরীয়" বলিয়াছিল (যোহন, ৮।৪৮দ্রঃ)। সামরীয় যেমন দস্যুহস্তে পতিত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়াছিল, তেমনই যীশু শয়তানের হস্তে পতিত মানবজাতির উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। এই উপমার দ্বারা যীশু শিক্ষা দিতেছেন যে, সকলেই আমাদের প্রতিবেশী, বিদেশীও প্রতিবেশী; সকলের প্রতি আমাদের কর্তব্য।

[৩৮-৪২] যীশু মার্থার পরিচর্যার নিন্দা করেন না; তিনি কিন্তু বলেন, মারীয়া যখন তাঁহার পাদপদ্মে বসিয়া একান্তমনে তাঁহার কথা শুনেন, তিনি পরিচর্যার অপেক্ষা উত্তম কাজ করেন। সেবার নিন্দা তিনি করেন না; কিন্তু সেবার তুলনায় আরাধনা শ্রেষ্ঠ, ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে।

৩৯ করিল। তাহার ভগ্নী মারীয়া প্রভুর চরণতলে বসিয়া তাঁহার কথা
৪০ শুনিতেছিলেন। মার্থা কিন্তু বহুবিধ পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি কি দেখেন না যে, আমার ভগ্নী কেবল আমার উপর পরিচর্যার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাকে
৪১ আমায় সাহায্য করিতে বলুন।" প্রভু উত্তর করিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি এত বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, আবশ্যক বিষয় একটি
৪২ মাত্র। মারীয়া সর্বোৎকৃষ্ট অংশটা মনোনীত করিয়াছে; সেটি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে না।"

১১ প্রার্থনার বিষয়ে

তিনি একটি স্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন; প্রার্থনা শেষ হইলে একজন শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু, যোহন তাঁহার শিষ্যগণকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; আপনিও তেমনই
২ আমাদের প্রার্থনা করিতে শিখাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমরা যখন প্রার্থনা করিবে, তখন এই বল ঃ

পিতা,
তোমার নাম পূজিত হউক ;
তোমার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হউক ;
৩ আমাদের দৈনিক অন্ন প্রতিদিন আমাদিগকে দাও ;
৪ আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি,
তেমনই আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ;
আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়িতে দিও না।"

[১-১৩] "প্রভুর প্রার্থনা" মথি ৬।৯-১৩ দ্রষ্টব্য। মথির মঙ্গলসমাচারে উল্লিখিত এই প্রার্থনার রূপ লুকের তুলনায় পূর্ণ ও মণ্ডলির মধ্যে ঐ আকারেই প্রার্থনাটি প্রচলিত হইয়াছে।

৫ তিনি আরও বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও বন্ধু থাকে, আর বন্ধুটি মধ্যরাত্রে আসিয়া বলে: 'বন্ধু, তিনখানা রুটি ৬ আমাকে ধার দাও, কারণ একজন পথিক-বন্ধু আসিয়া পড়িয়াছে, ৭ তাহাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই,' আর বন্ধুটি বাড়ির ভিতর হইতে উত্তর করে: 'বিরক্ত করিও না; দরজা এখন বন্ধ; আমার ছেলেরা আমার সঙ্গে বিছানায় শুইয়া আছে; আমি যে উঠিয়া তোমাকে কিছু দিব, ইহা সম্ভব নয়'। আমিও তাই বলিতেছি, ৮ যদিও সে উঠিতে সম্মত না হয় ও বন্ধু বলিয়া কিছু দিতে সম্মত না হয়, বন্ধু বিরক্ত করিতেছে বলিয়া সে উঠিয়া তাহাকে যাহা দরকার ৯ তাহা দিবে। আমি বলিতেছি, প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; সন্ধান কর, তোমরা পাইবে; দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের ১০ জন্য দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে; কারণ যে চায় তাহাকে দেওয়া হয়; যে খোঁজে সে পায়; যে দ্বারে করাঘাত করে তাহার জন্য দ্বার ১১ খোলা হয়। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার পুত্র ১২ রুটি চাহিলে পিতা তাহাকে পাথর দেয়, বা মাছ চাহিলে সাপ ১৩ দেয়, বা ডিম চাহিলে বিছা দেয়? তোমরা পাপী, তোমরাই যদি তোমাদের সন্তানকে ভাল জিনিস দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তাঁহাকে তাঁহার পবিত্রাত্মাকে দিবেন না?"

১৪ **"বেলসেবুবের" বিষয়ে তর্ক** তিনি একজন ভূতাবিষ্ট বোবার শরীর হইতে ভূত তাড়াইতে- ১৫ ছিলেন; ভূত নিষ্ক্রান্ত হইলে, সে বাক্‌শক্তি পাইল। তাহাতে জনতা চমৎকৃত হইল। কয়েকজন কিন্তু বলিল, "ভূতগণের অধিপতি ১৬ বেলসেবুবের নামেই লোকটা ভূত ছাড়ায়। কেহ কেহ তাঁহাকে

পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আকাশে একটি নিদর্শন দেখাইতে অনুরোধ
১৭ করিল। তিনি তাহাদের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে
বিভক্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; বাড়ির উপরে বাড়ি পড়িয়া যায়।
১৮ শয়তানও যদি বিভক্ত হইয়া নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহা হইলে
১৯ তাহার রাজ্য কেমন করিয়া টিকিতে পারে? তোমরা তো
বলিতেছ, বেলসেবুবের নামেই আমি ভূত ছাড়াই। কিন্তু আমি
যদি বেলসেবুবের নামে ভূত ছাড়াই, তোমাদের সন্তান কাহার
২০ শক্তিতে ছাড়ায়? তাহারাই তোমাদের বিচার করিবে। ঈশ্বরের
শক্তিতে আমি যদি ভূত ছাড়াই, তবে ঐশরাজ্য তোমাদের সমাগত
২১ হইয়াছে। যতকাল সশস্ত্র বলবান ব্যক্তি নিজ গৃহ রক্ষা করে,
২২ ততকাল তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা
বলবান ব্যক্তি তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলে, যে সকল
অস্ত্রে সে নির্ভর করিত সে তাহা হরণ করে ও লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ
২৩ করে। যে কেহ আমার স্বপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ; আমারই
২৪ সঙ্গে যে কুড়াইয়া না লয়, সে ছড়াইয়া ফেলে। ভূত যখন মানুষকে
ছাড়িয়া যায়, তখন সে জলহীন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের
অন্বেষণ করে। তাহা না পাইলে সে বলে, 'আমার যে ঘর হইতে
২৫ আমি বাহির হইয়াছিলাম, সেই ঘরে আমি ফিরিয়া যাইব।' সে
২৬ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, ঘরটি সুমার্জিত, সুসজ্জিত; তখন সে গিয়া
আরও অধিকতর দুষ্ট সাতটা ভূতকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে;
তাহারা প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করে। তাহাতে লোকটির
শেষ দশা প্রথম দশা হইতে শোচনীয় হয়।"

[২২] **যীশু শয়তানের অপেক্ষা বলবান; তাই তিনি শয়তানকে তাড়াইতে পারেন।**

২৭ তিনি যখন এইরূপ বলিতেছেন, জনতার মধ্য হইতে একটি নারী তাঁহাকে তারস্বরে বলিল, "যে গর্ভ তোমাকে ধারণ করিয়াছে, তাহা
২৮ ধন্য; যে স্তন তুমি পান করিয়াছিলে, তাহা ধন্য।" তিনি কিন্তু বলিলেন, "যাহারা ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া পালন করে, তাহারাই বরং ধন্য।"

২৯ **নানা উপদেশ** জনতা আরও বাড়িয়া গেলে তিনি বলিলেন, "এ যুগের লোক দুরাচার; তাহারা নিদর্শন
৩০ চায়; কিন্তু যোনার নিদর্শন ছাড়া অন্য নিদর্শন তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না; কারণ যোনা যেমন নিনিবের লোকের পক্ষে নিদর্শন
৩১ হইয়াছিলেন, তেমনই মনুষ্যপুত্র এই যুগের নিদর্শন হইবেন। দক্ষিণের রাণী বিচারদিনে এই যুগের লোকের সঙ্গে মৃতোত্থান করিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কারণ তিনি সলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিতে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সলোমনের
৩২ অপেক্ষা মহান ব্যক্তি উপস্থিত। নিনিবের লোকেরা বিচারদিনে এই যুগের লোকের সঙ্গে উঠিবে ও তাহাদিগকে দোষী করিবে, কারণ তাহারা যোনার প্রচারে অনুতাপ করিয়াছিল; এখন কিন্তু যোনার অপেক্ষা মহান ব্যক্তি উপস্থিত।

৩৩ "বাতি জ্বালিয়া লোকে তাহা ভূ-গৃহে বা ধামার নিচে রাখে না; দীপাধারেই রাখে, যাহাতে আগন্তুকেরা আলো দেখিতে পায়।

[২৮] ইহাতে যীশু তাঁহার মাতার প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করেন না; কিন্তু তিনি এই শিক্ষা দিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক গুণ শ্রেষ্ঠ; অতএব মারীয়ার বিষয়েও চরম প্রশংসা এই যে, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পলেন করিয়া আসিতেছেন।

[৩৩-৩৬] ইহার অর্থ এখানে, "যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমাদের আছে, তাহা প্রয়োগ করিলে, তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে।"

৩৪ তোমার চক্ষু দেহের প্রদীপ, যদি তোমার চক্ষু অনাবিল থাকে,
৩৫ তোমার সমস্ত শরীরও উদ্দীপিত হয়; কিন্তু তোমার চক্ষু যদি আবিল হয়, তোমার শরীরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। তুমি দেখিও, তোমার অন্তরে যে আলো রহিয়াছে, তাহা অন্ধকার কি না?
৩৬ তোমার সমস্ত শরীর যদি উদ্দীপিত হয়, আর কোন অংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকে, বাতির আলো তাহার উপর পড়িলে তাহা কতই না উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে!”

৩৭ তিনি ঐ সকল প্রসঙ্গে কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন ফরিসী তাঁহাকে প্রাতঃভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাঁহার
৩৮ বাড়িতে গিয়া খাইতে বসিলেন। তাঁহাকে ভোজনের অগ্রে স্নান
৩৯ করিতে না দেখিয়া ফরিসী মনে মনে বিস্মিত হইল। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, “তোমরা, ফরিসীরা, বাটি থালার বাহিরটাই মাজিয়া থাক;
৪০ কিন্তু তোমাদের ভিতরটা লোভ ও হিংসায় পরিপূর্ণ। তোমরা মূর্খ! যিনি বাহিরটা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি অন্তরটাও সৃষ্টি করেন
৪১ নাই? বরং সাধ্যমত ভিক্ষা দান কর, তাহাতে শুদ্ধ হইবে।
৪২ “কিন্তু ফরিসীগণ, তোমাদের ধিক! তোমরা পুদিনা শাকের, আরুদ আর সকল শাকের দশমাংশ শোধ করিয়া থাক, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা ও ঈশ্বর-ভক্তি উপেক্ষা করিয়া থাক; ঐগুলি অবশ্য-
৪৩ কর্তব্য; এইগুলিও তুচ্ছ করিবার নহে। ফরিসীগণ, তোমাদের
৪৪ ধিক! তোমরা সমাজ-গৃহে প্রধান আসন ও বাজারে হস্তচুম্বন কামনা কর; ধিক তোমাদের, তোমরা গুপ্ত কবরের মত; মানুষ না জানিয়া ইহার উপর বিচরণ করে।”

৪৫ একজন শাস্ত্রী তখন তাঁহাকে বলিল, “গুরু, আপনি এমন কথা
৪৬ বলিয়া আমাদিগকেও অপমান করিতেছেন।” তিনি বলিলেন,

"তোমাদেরও ধিক, শাস্ত্রীগণ! কারণ তোমরা মানুষের স্কন্ধে দুর্বহ ভার চাপাইয়া দাও; নিজেরা কিন্তু তাহা আঙুল দিয়াও স্পর্শ কর না। তোমাদের ধিক; তোমাদের পিতৃপুরুষ যে ঋষিদের হত্যা
৪৭ করিয়াছিল, তাহাদের সমাধি তোমরা রচনা করিতেছ, ইহাতে তোমরাই সাক্ষী হইয়া তোমাদের পিতৃপুরুষের কার্য সমর্থন করিতেছ।
৪৮ কারণ যাহাদিগকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল, তাহাদেরই সমাধি তোমরা রচনা করিয়া থাক। এই কারণে ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বলিয়াছে,
৪৯ আমি তাহাদের নিকট ঋষি ও আমার দূতগণকে পাঠাইয়া দিব;
৫০ তাহাদের কাহাকেও হত্যা বা পীড়ন করিবে। অতএব জগতের পত্তন অবধি যে ঋষিদের রক্ত পতিত হইয়াছে, তোমরাই ইহার জন্য
৫১ দায়ী—হেবলের রক্ত হইতে জাখারিয়ার রক্ত পর্যন্ত, যাঁহাকে বেদী ও মন্দিরের মাঝখানে হত্যা করা হইয়াছিল; আমি সত্যই বলিতেছি, এই যুগের লোকেরাই ইহার জন্য দায়ী হইবে। ধিক
৫২ তোমাদের শাস্ত্রীগণ, কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া আসিতেছ; তোমরাও প্রবেশ কর নাই, অপরেরও প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়াছ।"

৫৩ তিনি ঐখান হইতে প্রস্থান করিলে, শাস্ত্রীগণ ও ফরিসীরা
৫৪ উত্যক্ত হইয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়া রহিল ও তাঁহাকে নানা প্রশ্নের ফাঁদে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

১২ ভিড় এমন বাড়িয়া উঠিল যে, তাহারা পরস্পরকে পদদলিত করিতেছিল। তিনি প্রথমে শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে বলিতে
২ লাগিলেন, "ফরিসীদের খামি সম্বন্ধে সতর্ক হও, তাহা ভণ্ডামি। এমন গোপন কিছু নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না; এমন লুক্কায়িত

৩ কিছু নাই, যাহা ব্যক্ত হইবে না। অতএব অন্ধকারে যাহা বলা হয়, তাহা আলোকে শ্রুত হইবে; অন্তরালে যাহা কানে কানে বলা হয়, ৪ ছাদ হইতে তাহা প্রচারিত হইবে। তোমরা আমার বন্ধু, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাহারা শরীরকে নষ্ট করিয়া আর কোন ৫ ক্ষতি করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। কাহাকে ভয় করা উচিত, আমি বলিতেছি; যিনি প্রাণ হরণ করিয়া তোমাকে নরকে ৬ ফেলিয়া দিতে পারেন, আমি বলিতেছি তাঁহাকেই ভয় কর। পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই পয়সায় বিক্রয় হয় না? তবু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ৭ তাহার একটিও তুচ্ছ নহে। এমন কি তোমাদের মাথার চুলেরও হিসাব আছে। ভয় পাইও না; তোমরা বহু চড়াই পাখির তুলনায় ৮ শ্রেষ্ঠ। আমি সত্যই বলিতেছি, যে কেহ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করিবে, মনুষ্যপুত্রও তাহাকে ঈশ্বরের দূতগণের ৯ সাক্ষাতে স্বীকার করিবেন; কিন্তু যে কেহ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিবে, ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে ১০ অস্বীকার করা হইবে। মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিলে তাহার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্রাত্মার নিন্দা করিলে তাহার ক্ষমা হইবে না। যখন সমাজগৃহে হাকিমের সম্মুখে এবং শত্রুপক্ষের ১১ সম্মুখে তোমাদিগকে টানিয়া আনা হইবে তোমরা কি ভাবে ১২ উত্তর করিবে বা কি কৈফিয়ৎ দিবে বলিয়া চিন্তিত হইও না; কারণ কি বলা উচিত, পবিত্রাত্মা স্বয়ং তোমাদিগকে সেই দণ্ডে শিখাইয়া দিবেন।"

১৩ ভিড়ের মধ্যে একজন তাঁহাকে বলিল, "গুরু, আমার ভাইকে বলুন সে যেন আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেয়।" তিনি

১৪ উত্তর করিলেন, "মহাশয়, তোমাদের বিচার করিতে বা তোমাদের
১৫ সম্পত্তি ভাগ করিতে কে আমাকে নিযুক্ত করিল?" তৎপরে
তিনি বলিলেন, "লোভ হইতে সাবধান হও, কারণ মানুষের
১৬ সম্পদবাহুল্যের উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে না।" তিনি
তাহাদিগকে এই উপকথা বলিলেন, "একজন ধনী ছিল, তাহার
১৭ জমিতে প্রচুর ফসল হইয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল, এখন
১৮ আমি কি করিব? ফসল রাখিবার স্থান যে নাই।" সে স্থির
করিল, 'কি করিব আমি জানি; আমার গোলা ভাঙিয়া ফেলিয়া
ইহার চেয়ে বড় গোলা বাঁধিয়া আমার সমস্ত ফসল, আমার সমস্ত
১৯ ধন ইহাতে রাখিব; তখন মনকে বলিব, বহু বৎসরের মত বহু
সম্পদ সঞ্চিত রাখিয়াছ; আরাম কর, পান কর, ভোজন কর,
২০ আমোদ-আহ্লাদ কর।' ঈশ্বর কিন্তু তাহাকে বলিলেন, 'মূর্খ, এই
রাত্রেই তোমার প্রাণ তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে',
তখন এই সঞ্চিত সম্পদ কে ভোগ করিবে? যে নিজের জন্য
২১ ধন সঞ্চয় করে অথচ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিঃস্ব, তাহার দশা এইরূপ
হইয়া থাকে।"

২২ তখন শিষ্যদের উদ্দেশে তিনি বলিলেন, "এই কারণে বলিতেছি,
তোমরা প্রাণধারণের জন্য কি আহার করিবে বা দেহ সম্পর্কে কি
২৩ পরিধান করিবে, সে বিষয়ে চিন্তিত হইও না। কারণ খাদ্য অপেক্ষা

[১৪] ইহুদীদের আইনে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সম্পত্তির দুই অংশ পাইত। সম্ভবত এখানে কনিষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠের নামে নালিশ করিতেছে; যীশু কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে চান না।

২৪ জীবন, বস্ত্র অপেক্ষা শরীর শ্রেষ্ঠ। দাঁড়কাকদের দেখ; তাহারা বীজ বপন করে না, ফসলও কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার নাই, গোলা
২৫ নাই, তবু ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দান করেন। পাখিদের অপেক্ষা তোমরা কতই শ্রেষ্ঠ! তোমরা কি ভাবিয়া চিন্তিয়া একতিল
২৬ পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পার? এইটুকু যদি না পার, ঐ সকল বিষয়ে
২৭ কেন চিন্তা কর? লিলিফুলের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহারা শ্রম করে না, সূতাও কাটে না। তথাপি আমি বলিতেছি, সলোমনও তাঁহার সকল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ইহাদের একটির মতও সজ্জিত ছিলেন না।
২৮ অতএব ক্ষেত্রে যে তৃণ আজ বর্তমান, কাল উনানে তাহাই নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহাই যদি ঈশ্বর এইভাবে বিভূষিত করেন, রে অবিশ্বাসী,
২৯ তোমাদিগকে আরও কত না করিবেন? আর কি খাইবে বলিয়া বা কি পান করিবে বলিয়া চিন্তিত হইও না; উদ্বিগ্ন হইও না;
৩০ কারণ বিজাতীয়েরা এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তোমাদের
৩১ পিতা জানেন, এই সকল দ্রব্য তোমাদের প্রয়োজন। তাহার রাজ্যের সন্ধান কর, তাহা হইলে এই সমস্তও তোমাদিগকে দেওয়া
৩২ হইবে। হে ক্ষুদ্র মেষদল, ভয় পাইও না, কারণ তোমাদের পিতা
৩৩ দয়া করিয়া তোমাদিগকে রাজ্য দিবেন। তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দাও। দরিদ্রদের ভিক্ষা দান কর, নিজেদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর যাহা নষ্ট হইবে না; স্বর্গে অগাধ ধন সঞ্চিত
৩৪ কর; সেইখানে চোরও ঢুকে না, কলঙ্কও ক্ষয় করে না; কারণ যেখানে তোমার বিত্ত, সেইখানেই তোমার চিত্ত।
৩৫ "কোমর বাঁধিয়া রাখ, প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ। বিবাহোৎসব

[২৪] **"একতিল পরমায়ু" মথি, ৬।২৭ ও টীকা দ্রঃ। অর্থ কিন্তু 'পরমায়ু' সম্বন্ধে স্পষ্ট।**

৩৬ হইতে যাহারা মনিবের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছে, তাহাদের মত হইবে; যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবামাত্র দ্বার ৩৭ উন্মুক্ত হয়। যে চাকরকে মনিব আসিয়া সজাগ দেখিতে পাইবেন, সেই ধন্য। আমি সত্যই বলিতেছি, মনিব স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া তাহাদিগকে উপবেশন করাইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে ৩৮ উদ্যত হইবেন। আর মনিব রাত্রির দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরে ৩৯ আসিয়া যাহাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান তাহারা ধন্য। তোমরা জান, চোর রাত্রিতে কোন্ দণ্ডে আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্তা জানিত, সে জাগিয়া থাকিত, আর ঘরে সিঁদ কাটিতে দিত না। ৪০ তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ মনুষ্যপুত্র কখন আসিবেন, তোমরা জান না।"

৪১ পিতর বলিলেন, "প্রভু, এই উপকথা আমাদের উদ্দেশ্যে ৪২ বলিতেছেন, না সকলেরই উদ্দেশ্যে?" প্রভু বলিলেন, "সেই বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ সরকার কে, যাহাকে তাহার মনিব তাহার সংসারের ভার ৪৩ দিয়াছেন, সে যেন যথাকালে তাহাদের অন্ন বিতরণ করে। মনিব ৪৪ আসিয়া যাহাকে এইরূপ কার্যরত দেখিবেন, সেই ভৃত্য ধন্য। সত্যই বলিতেছি যে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ভার তিনি তাহার হাতে দিয়া ৪৫ যাইবেন। কিন্তু ভৃত্য যদি মনে মনে বলে, মনিবের আসিতে দেরি হইতেছে, এবং দাসদাসীদের মারিতে আরম্ভ করে, পান- ৪৬ ভোজনে ও সুরাপানে মত্ত হয়, সেই ভৃত্যের মনিব এমন দিনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যখন সে তাঁহার আগমনের চিন্তা পর্যন্ত করিবে না এবং এমন প্রহরে আসিবেন যাহা সে জানিতেও পারিবে না। তিনি তাহাকে তাড়াইয়া অবিশ্বস্তদের সঙ্গে তাহার ভাগ্য ৪৭ মিলাইয়া দিবেন। যে ভৃত্য মনিবের ইচ্ছা অবগত হইয়াও

তদনুসারে প্রস্তুত হয় না বা মনিবের আদেশমত কার্য করে না,
৪৮ সে কঠোর শাস্তি পাইবে; অজ্ঞাতে যে শাস্তির উপযুক্ত কার্য করিয়াছে, তাহার শাস্তি লঘু হইবে। যাহাকে অধিক দান করা হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে অনেক কিছু দাবি করা হইবে; যাহার উপর অধিক ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে অধিক দাবি করা হইবে।

৪৯ "আমি পৃথিবীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে আসিয়াছি; আমার একমাত্র ইচ্ছা যেন তাহা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আমার
৫০ দীক্ষাস্নান হইবে, আর তাহা না হওয়া পর্যন্ত আমার মন উৎকণ্ঠিত
৫১ থাকিবে। তোমরা কি মনে কর, পৃথিবীতে আমি শান্তি
৫২ আনিয়াছি? আমি সত্যই বলিতেছি, শান্তি নহে, বরং বিবাদ; ভবিষ্যতে একই বাড়িতে পাঁচজন থাকিলে তাহারা পরস্পর বিভক্ত হইবে; তিনজন দুইজনের বিপক্ষে, দুইজন তিনজনের বিপক্ষে।
৫৩ পিতা পুত্রের বিপক্ষে, পুত্র পিতার বিপক্ষে, মাতা কন্যার বিপক্ষে, কন্যা মাতার বিপক্ষে, শাশুড়ী বধূর বিপক্ষে, বধূ শাশুড়ীর বিপক্ষে থাকিবে।"

৫৪ তিনি জনতাকে আরও বলিলেন, "যখন দেখিতেছ, পশ্চিমে মেঘ উঠিতেছে, তখনই তোমরা বলিয়া থাক, বৃষ্টি হইবে; এবং বৃষ্টি
৫৫ হয়ও। দক্ষিণে বাতাস বহিলে তোমরা বলিয়া থাক, গরম হইবে;
৫৬ তাহাও হয়। ভণ্ড, পৃথিবী ও আকাশের লক্ষণ বুঝিতে পার; আর

---

[৪৮] প্রভুর ইচ্ছা যাহার স্পষ্ট জানা রহিয়াছে, তাহার দায়িত্ব অধিক। জ্ঞানের পরিমাণে দায়িত্ব ও বিচার।

৫৭ বর্তমানকালের লক্ষণ বিচার করিতে পার না? তোমরা নিজেরাই
৫৮ ন্যায্য বিচার করিতে পার নাই কেন? বিবাদীর সঙ্গে যখন বিচারকের নিকট যাত্রা করিতেছ, পথে তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা কর, বিচারকের কাছ পর্যন্ত যেন সে তোমাকে না টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে বিচারক প্রহরীর হাতে তোমাকে সমর্পণ করিবে এবং প্রহরী তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে।
৫৯ আমি সত্যই বলিতেছি, শেষ কপর্দক শোধ না হওয়া পর্যন্ত, তুমি সেখান হইতে মুক্তি পাইবে না।"

১৩ ঐশরাজ্যে প্রবেশার্থে নূতন ভাব ধারণ ঠিক সেই সময়ে কয়েকজন লোক আসিয়া তাঁহাকে গালিলেয়দের সম্বন্ধে খবর দিল। পিলাত এই গালিলেয়দের রক্ত তাহাদের বলির রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিল।
২ তিনি উত্তর করিলেন, "তোমরা কি মনে কর, তাহাদের এই দশা হইল বলিয়া উহারা তাহাদের স্বজাতির তুলনায় অধিক পাপী ছিল?
৩ সত্যই বলিতেছি, এমন নয়; কিন্তু তোমরা অনুতপ্ত না হইলে
৪ সকলেই এইভাবে বিনষ্ট হইবে। আর যে আঠারো জনের উপরে সিলোয়ার বুরুজ পতিত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিল, তোমরা কি মনে কর, তাহারা অন্যান্য সকল যেরুশালেমবাসীর
৫ তুলনায় অধিক দোষী ছিল? সত্যই বলিতেছি, এমন নয়; কিন্তু তোমরা অনুতপ্ত না হইলে সকলেই এইভাবে বিনষ্ট হইবে।"

---

[৫৭] "বর্তমান কালের লক্ষণ" অর্থাৎ আকাশের লক্ষণ যেমন বুঝিতে পার, যীশুর আশ্চর্য কার্য হইতে বুঝিয়া লও যে, ঈশ্বরের রাজ্য আসন্ন হইয়াছে। যেমন, বিচারালয়ে যাইতে যাইতে তোমরা বিচারের ভয়ে বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাক, এখন সময় থাকিতেই ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের জন্য প্রস্তুত হও।

৬ তিনি তাহাদিগকে এই উপকথাটি বলিলেন, "একজন দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রে একটি ডুমুরগাছ রোপণ করিয়াছিল; সে কিছু ফল পাইবার আশায় আসিয়া পাইল না। তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সরকারকে সে বলিল,
৭ তিন বৎসর হইতে আমি ডুমুরগাছের ফলের আশায় আসিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না। তুমি ইহা কাটিয়া ফেল; জমিটাই
৮ কেন বেকার পড়িয়া থাকে? সরকার বলিল, কর্তা, এক বৎসর
৯ অপেক্ষা করুন, আমি চারিধারে মাটি খুঁড়িয়া সার লাগাইব; আগামী বৎসরে ফল ধরে ভাল, নয়তো কাটিয়া ফেলিবেন।"

১০ বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতেছিলেন। আঠারো
১১ বৎসর ভূতের আবেশে অসুস্থ একটি স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহার শরীর এমনভাবে ভুমড়াইয়া গিয়াছিল যে, সে মাথা
১২ সোজা করিতে পারিত না; যীশু তাহাকে দেখিতে পাইয়া
১৩ ডাকিলেন, "ভদ্রে, তুমি এই ব্যারাম হইতে মুক্ত হইলে।" তিনি তাঁহার গায়ে হাত রাখিলেন। তখনই স্ত্রীলোকটি সোজা হইয়া
১৪ দাঁড়াইল ও ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিল। তখন সমাজগৃহের অধ্যক্ষ আসিয়া যীশু বিশ্রামবারে রোগমুক্ত করিয়াছেন বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল। সে জনতাকে বলিতে লাগিল, "কাজ করিবার ছয় দিন আছে। ঐ সকল দিনেই নিরাময় হইবার জন্য আসিও,
১৫ বিশ্রামবারে নয়।" প্রভু তাহাকে উত্তর করিলেন, "ভণ্ড, তোমাদের প্রত্যেকেই কি বিশ্রামবারে গরু বা গাধাকে গোয়াল হইতে খুলিয়া
১৬ আনিয়া জল পান করাও না? আব্রাহামের এই কন্যা যাহাকে শয়তান এই আঠারো বৎসর আবদ্ধ রাখিয়াছিল, তাহাকে কি বিশ্রাম-
১৭ বারেই সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করা উচিত নয়?" তাঁহার এই সকল

কথায় তাঁহার সকল শত্রু লজ্জা পাইল; জনতা তাঁহার অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া আনন্দিত হইল।

১৮ তিনি তখন বলিলেন, "ঐশরাজ্য কিসের তুল্য? কি উপমা ১৯ দিব? তাহা সর্ষপবীজের তুল্য; একজন তাহা লইয়া নিজ উদ্যানে বপন করিল; বীজটি বাড়িয়া বৃক্ষে পরিণত হইল; পাখিরা তাহার শাখায় বাসা বাঁধিল।" তিনি আরও বলিলেন, "কিসের সহিত ২০ ঐশরাজ্যের তুলনা করিব? তাহা খামিরের তুল্য। একটি ২১ স্ত্রীলোক তাহা লইয়া তিন মণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই গাঁজিয়া উঠিল।"

২২ তিনি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে উপদেশ দিতে দিতে ২৩ যিরুশালেমের অভিমুখে যাইতেছিলেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, যাহারা পরিত্রাণ পাইবে তাহাদের সংখ্যা কি অল্প?" ২৪ তিনি উত্তর করিলেন, "সংকীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর; কারণ আমি বলিতেছি, অনেকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ২৫ পারিবে না। যখন গৃহকর্তা উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, আর তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া এই বলিয়া দ্বারে আঘাত করিবে, 'প্রভু, খুলুন', তিনি কিন্তু উত্তর দিবেন, 'তোমরা কোথাকার, আমি ২৬ জানি না।' তখন তোমরা বলিতে থাকিবে, 'আমরা আপনার সাক্ষাতে পান-ভোজন করিয়াছি; আপনি রাস্তার মোড়ে আমাদের ২৭ উপদেশ দিয়াছেন।' তিনি বলিবেন, 'সত্যই তোমরা কোথাকার ২৮ আমি জানি না। দুরাচার তোমরা, দূর হও।' তোমরা যখন দেখিবে

[২২-৩০] **অনেকে পরিত্রাণ পাইবে কি না, এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল থাকিতে পারে। যীশু ইহার উত্তর না দিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন: পরিত্রাণ সহজসাধ্য নহে; অতএব প্রত্যেক জন তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউক।**

আব্রাহাম, ইশাহাক, জাকব ও সকল মহর্ষি ঐশরাজ্যের মধ্যে বর্তমান অথচ তোমরা বিতাড়িত, তখন রোদন ও দন্তঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হইবে।
২৯ পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে অনেকে আসিয়া ঐশরাজ্যে
৩০ ভোজনে উপবেশন করিবে। যাহারা পুরোভাগে তাহারা পশ্চাদ্ভাগে যাইবে। যাহারা পশ্চাদ্ভাগে তাহারা পুরোভাগে আসিবে।"

৩১ ঐ দিনে কয়েকজন ফরিসী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি এখান হইতে চলিয়া যান, কারণ হেরোদ আপনাকে মারিয়া ফেলিতে
৩২ চায়।" তিনি বলিলেন, "শৃগালটাকে গিয়া বল, দেখ, আজ এবং কাল আমি ভূত তাড়াইব। রোগীদের সুস্থ করিব, তৃতীয় দিনে
৩৩ আমার কর্ম সমাধা হইবে। কিন্তু আজ কাল ও পরশু আমি পথ চলিব। কারণ ঋষির মৃত্যু যেরুশালেমের বাহিরে হওয়া উচিত
৩৪ নহে। যিরুশালেম! যিরুশালেম! ঋষি-ঘাতক তুমি! তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া থাক। পক্ষীমাতা যেমন শাবকদের পক্ষপুটে আশ্রয় দেয়, আমিও কতবার তোমার সন্তানদের একত্রিত করিতে চেষ্টা
৩৫ করিয়াছি; কিন্তু তুমি সম্মত হও নাই। দেখ, তোমাদের ঘর শূন্য হইয়া থাকিবে। আমি বলিতেছি, আমাকে আর দেখিতে পাইবে না যতক্ষণ না বলিবে, 'যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য।'

১৪ ফরিসীদের নিমন্ত্রণে কথোপকথন

বিশ্রামবারে একদিন যীশু একজন প্রধান ফরিসীর গৃহে আহার করিতে গেলেন; তাঁহাকে সকলেই লক্ষ্য

[৩১-৩৫] হেরোদ শৃগালের মত ধূর্ত, কিন্তু শৃগালের মত ভীরু। পিতার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যীশু নির্ভয়ে তাঁহার কার্য করিবেন। তাঁহার মৃত্যু হেরোদের রাজ্যে হইবে না; তিনি যেরুশালেমে গিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

২ করিতেছিল। তাঁহার সম্মুখে একজন উদরীরোগগ্রস্ত লোক
৩ উপস্থিত হইল। যীশু শাস্ত্রী ও ফরিসীগণের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন করিলেন, "বিশ্রামবারে কাহাকেও আরোগ্য করা কি বিধেয়?"
৪ তাহারা মৌন রহিল। তিনি রোগীর হাত ধরিলেন ও তাহাকে
৫ সুস্থ করিয়া বিদায় করিলেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কাহারও গাধা কিংবা গরু কুয়ার মধ্যে পড়িয়া গেলে,
৬ সে কি বিশ্রামবারেও তাহাকে তখনই তুলিয়া লয় না?" তাহারা ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

৭ নিমন্ত্রিত সকলকে প্রধান আসন দখল করিতে দেখিয়া তাহাদের
৮ উদ্দেশে তিনি এই উপকথাটি বলিলেন, "বিবাহোৎসবে তোমার নিমন্ত্রণ হইলে প্রধান আসনে বসিও না; কি জানি, হয়তো তোমার
৯ চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেহ নিমন্ত্রিত হইয়াছে! আর যে তোমাদের উভয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে তোমাকে বলিতে পারে, ইহাকে তোমার আসন ছাড়িয়া দাও! তখন তুমি লজ্জিত হইয়া শেষ আসনে
১০ বসিবে। তুমি নিমন্ত্রিত হইলে সরাসরি শেষ আসনে বসিও, যেন যে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলে, বন্ধু, আগাইয়া আসিয়া উপবেশন কর। তখন যাহারা তোমার সঙ্গে
১১ খাইতে বসিয়াছে, তুমি তাহাদের সকলের সামনে সম্মানিত হইবে। কারণ যে কেহ নিজেকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা হইবে; যে নিজেকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা হইবে।

১২ "যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, "প্রাতঃভোজনে বা সান্ধ্যভোজনে যখন লোক ডাক, তখন বন্ধুবান্ধব বা জ্ঞাতিকুটুম্ব বা ধনী ডাকিবে না; কারণ তাহারা পালটা
১৩ প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে, ইহাতেই তুমি পুরস্কৃত হইবে।

১৩ কিন্তু যখন তুমি ভোজ দাও, তখন দরিদ্র বিকলাঙ্গ খঞ্জ ও অন্ধদিগকে
১৪ ডাক; তাহারা তোমার নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিতে পারে না বলিয়া তুমি নিজেকে ধন্য মনে কর, কারণ ধার্মিকগণের পুনরুত্থানকালে তুমি পুরস্কৃত হইবে।"

১৫ তাহা শুনিয়া নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন বলিল, "যে ঐশরাজ্যের
১৬ ভোজনে যোগদান করিবে, সেই ধন্য।" তিনি কিন্তু বলিলেন, "একজন
১৭ বিরাট ভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের সময় হইলে তিনি নিজ ভৃত্য দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বলিয়া
১৮ পাঠাইলেন, আপনারা আসুন, সমস্তই প্রস্তুত। কিন্তু সকলেই একই ভাবে অব্যাহতি চাহিতে লাগিল। প্রথম জন বলিল, আমি একটি জমি কিনিয়াছি, তাহা দেখিতে যাওয়া প্রয়োজন; তোমাকে
১৯ অনুনয় করি, আমাকে অব্যাহতি দাও। আর একজন বলিল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনিয়াছি, তাহাদের পরীক্ষা করিতে
২০ যাইতেছি; অনুনয় করি, আমাকে অব্যাহতি দাও। অন্য একজন বলিল, আমি সদ্য বিবাহ করিয়াছি, তাই যাইতে পারিতেছি না।
২১ ভৃত্য ফিরিয়া মনিবকে এই সকল কথা জানাইল। তখন মনিব ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে বলিল, তুমি শীঘ্র নগরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও এবং দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, অন্ধ ও খঞ্জদিগকে এখানে
২২ আনয়ন কর। পরে ভৃত্য বলিল, কর্তা, আপনি যাহা আদেশ

[১২-১৪] এই বচন সিদ্ধ লুকের নিজস্ব; ইহার অর্থ এমন নয় যে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিলে দোষ আছে; দরিদ্র, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি নিমন্ত্রণের কারণ ঈশ্বর-ভক্তি ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি; অর্থাৎ এমন নিমন্ত্রণে পুণ্য অর্জন করা হয়। আত্মীয় বা বন্ধুর নিমন্ত্রণে এমন পুণ্য নাই। অতএব ধার্মিকদের পুনরুত্থানে ইহার পুরস্কার হইবে না।

করিয়াছিলেন, তাহা করা হইয়াছে, তথাপি এখনও স্থান আছে।
২৩ তখন মনিব ভৃত্যকে বলিলেন, রাজপথে এবং বেড়ায় ঘেরা স্থানে যাও এবং লোকদিগকে ভিতরে আসিতে বাধ্য কর, যেন আমার
২৪ গৃহ পরিপূর্ণ হয়, কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহাদের কেহই আমার সান্ধ্য-ভোজের আস্বাদ পাইবে না।"

২৫ **শিষ্যত্ব গ্রহণের মুল্য** প্রকাণ্ড জনতা তাঁহার অনুগমন করিতেছিল; তিনি ফিরিয়া
২৬ তাহাদিগের উদ্দেশে বলিলেন, "পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী এমন কি আপন প্রাণেরও মায়া যে রাখে, সে আমার অনুগমন
২৭ করিলেও আমার শিষ্য হইবার উপযোগী নয়; যে নিজের ক্রুশ বহিয়া আমার অনুগমন না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। বুরুজ-
২৮ নির্মাণাকাঙ্ক্ষী কে এমন আছে যে প্রথমে বসিয়া শেষ করিবার সঙ্গতি আছে কি না এই হিসাব কষিয়া না লয়; যদি ভিত্তি স্থাপন
২৯ করিয়া সে সম্পূর্ণ করিতে না পারে, তবে যাহারা দেখিবে তাহারা সকলেই এই বলিয়া তাহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিবে:
৩০ লোকটা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, শেষ করিতে পারে নাই। বা
৩১ এমন কোন্ রাজা আছে যে অভিযানের পূর্বে বিবেচনা করে না বিশ হাজার সৈন্য লইয়া আগত অপর রাজার বিরুদ্ধে সে দশ হাজার

[২৫-২৭] **খ্রীষ্টের অনুসরণে সকল পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া চায়, এই শর্তে যে যতবার ইহাতে পারমার্থিক মঙ্গলের বাধা উপস্থিত হয়, এই মোহ অতিক্রম করা আবশ্যক।**

[২৮-৩৩] **খ্রীষ্টের অনুসরণে কষ্ট দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। স্থিরভাবে ইহার হিসাব করিলে আমরা আরব্ধ কার্য হইতে বিরত হইব না।**

৩২ সৈন্য লইয়া লড়িতে পারিবে কি না? যদি না পারে, সে শত্রু দূরে
৩৩ থাকিতেই তাহার নিকট দূত পাঠায় ও সন্ধির প্রস্তাব করে। অতএব
তোমাদের মধ্যে যে ধনসম্পত্তি সমস্তই ত্যাগ না করে, সে আমার
৩৪ শিষ্য হইতে পারে না। লবণ সত্যই উপকারী; কিন্তু সেই লবণ
যদি স্বাদহীন হইয়া যায়, তাহা কি প্রকারে লবণাক্ত করা হইবে?
৩৫ তাহা মাটিতেও অকেজো আর সারকুড়েও অকেজো, তাহা ফেলিয়া
দেওয়া হয়। যাহার কান আছে, সে শুনুক।"

১৫ নানা উপকথা

যীশুর উপদেশ শুনিতে করগ্রাহক ও
পাপিষ্ঠগণ তাঁহার নিকট আসাতে
২ ফরিশীরা ও শাস্ত্রীরা গুঞ্জন করিত, "লোকটা পাপীদের আদর করে,
৩ তাহাদের সঙ্গেও খায়।" তিনি তাহাদিগকে এই উপকথাটি বলিলেন,
৪ "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার একশত মেষ থাকিলেও
তাহাদের একটি হারাইলে, সে নিরানব্বইটিকে বিজনে ছাড়িয়া যেটি
৫ হারাইয়াছে তাহার সন্ধানে যায় না এবং সেটিকে খুঁজিয়া পাইলে
৬ সানন্দে কাঁধে তুলিয়া বাড়ি আসিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদিগকে
ডাকিয়া বলে না, তোমরা আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার
৭ যে মেষটি হারাইয়াছিল তাহা পাইয়াছি? সেইরূপ আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যাহাদের অনুতাপের প্রয়োজন নাই, এমন নিরানব্বইজন

[৩৪-৩৫] মথি ৫, ১৩ দ্রঃ; সেইখানে বচনটি অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে ইহার অর্থ, "যে শিষ্য আবশ্যক ত্যাগে বিমুখ, সে স্বাদহীন লবণের তুল্য। অকেজো বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

[১-৩২] যীশুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হইতেছে যে, তিনি পাপীদের স্নেহ করেন। যীশু তিনটি উপমা দ্বারা তাঁহার এই ভাব সমর্থন করেন।

ধার্মিক অপেক্ষা একজন পাপীর মন ফিরাইলে স্বর্গে অধিক আনন্দ
৮ হইবে। অথবা কোনও গৃহিণীর দশটি দীনার থাকিলে ও একটি
হারাইলে সে প্রদীপ জ্বালিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া যে পর্যন্ত না সেটি পায়,
৯ সে পর্যন্ত সযত্নে অন্বেষণ করে না কি? সেটি পাইলেই বন্ধুবান্ধব
ও প্রতিবেশীদিগকে একত্রে ডাকিয়া বলে না কি, আমার সঙ্গে
১০ আনন্দ কর, কারণ আমি যে দীনার হারাইয়াছিলাম, তাহা
পাইয়াছি? তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, একজন পাপীর
মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের আনন্দ হইবে।”

১১ **অপব্যয়ী পুত্রের উপকথা।** তিনি আরও বলিলেন, “এক
১২ ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; কনিষ্ঠটি
পিতাকে বলিল, পিতা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে,
তাহা আমাকে দাও। পিতা ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া
দিলেন।

১৩ কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ পুত্র সর্বস্ব লইয়া দূর দেশে চলিয়া গিয়া
১৪ বদখেয়ালে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। যখন তাহার সর্বস্ব নিঃশেষ
হইল, সেই সময়ে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। সে খুব অভাবে পড়িয়া
১৫ সেখানকার একজন গৃহস্থের আশ্রয় লইল। গৃহস্থ তাহাকে শূকর
১৬ চরাইতে নিজের খামারে পাঠাইয়াছিল। তখন শূকর যে শুঁটি
খাইত তাহাই পেট ভরিয়া খাইবার ইচ্ছা তাহার হইত, কিন্তু কেহই
১৭ তাহাকে তাহা দিত না। তখন সে চেতনা পাইয়া বলিল, আমার
পিতার বাড়িতে ভাড়াটে মজুররা যথেষ্ট খাইতে পায়, আর আমি
১৮ এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি? এখন আমি পিতার নিকট যাই;
তাঁহাকে গিয়া বলি, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও আপনার সাক্ষাতে
১৯ আমি পাপ করিয়াছি। আমি এখন আপনার পুত্র নামের যোগ্য

২০ নই, একজন ভাড়াটে মজুরের মত আমাকে রাখুন। পরে সে পিতার নিকট চলিয়া গেল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে
২১ আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। পুত্র তাঁহাকে বলিল, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও আপনার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি।
২২ আমি আর আপনার পুত্র নামের যোগ্য নই। পিতা কিন্তু ভৃত্যগণকে বলিলেন, শীঘ্র উত্তম বস্ত্র আন, ইহাকে পরাইয়া দাও; ইহার হাতে
২৩ অঙ্গুরী দাও, ও পায়ে জুতা। হৃষ্টপুষ্ট বাছুর আনিয়া বধ কর।
২৪ আমরা খাই ও আমোদ আহ্লাদ করি; কারণ আমার পুত্রটি মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিয়া উঠিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া
২৫ গেল। তাহারা সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন ক্ষেত্রে ছিল; সে ফিরিয়া আসিবার সময়ে বাড়ির
২৬ নিকট পৌঁছিলে বাদ্যের ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। সে একজন
২৭ ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কি? ভৃত্য উত্তর করিল, আপনার ভাই আসিয়াছেন; আপনার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারিয়াছেন, কারণ তিনি তাঁহাকে নিরাপদে ফিরিয়া পাইয়াছেন।
২৮ তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ও ভিতরে যাইতে অসম্মত হইল। পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন;
২৯ সে পিতাকে বলিল, দেখুন, এত বৎসর আমি আপনার সেবা করিয়া আসিয়াছি, আপনার আদেশ কোনদিন অমান্য করি নাই, তথাপি আপনি কখনও আমাকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ-
৩০ আহ্লাদ করিবার জন্য একটি ছাগবৎসও দিলেন না, কিন্তু আপনার এই পুত্র, যে বেশ্যাদের লইয়া আপনার সম্পত্তি উড়াইয়া ফিরিয়া
৩১ আসিল, তাহার জন্য আপনি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারিলেন! পিতা উত্তর

করিলেন, বৎস, তুমি সর্বদাই আমার নিকট রহিয়াছ, আর আমার
৩২ যাহা কিছু আছে তাহা তো তোমার; কিন্তু তোমার যে ভাই মরিয়া গিয়াছিল সে প্রাণে বাঁচিয়া আসিল, যে হারাইয়া গিয়াছিল তাহাকে পাওয়া গেল, সেইজন্যই আমাদের আমোদ-আহ্লাদ করা উচিত।"

১৬ **অবিশ্বস্ত দেওয়ান** যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে ইহাও বলিলেন, "এক ধনী ব্যক্তির এক দেওয়ান ছিল; সে তাহার সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত
২ হইল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নামে এ কি শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানির হিসাব দাও, কারণ তুমি আর
৩ দেওয়ান থাকিতে পারিবে না। তখন দেওয়ান মনে ভাবিতে লাগিল, আমি কি করিব? আমার প্রভু তো আমার দেওয়ানি কাড়িয়া লইতেছেন। মাটি কাটিতে আমি পারি না, ভিক্ষা করিতে
৪ লজ্জা হয়। দেওয়ানি কার্য হইতে বরখাস্ত হইলে পর, লোকে যাহাতে
৫ আমাকে আশ্রয় দেয় তাহার উপায় আমি জানি। সে মনিবের প্রত্যেক খাতককে ডাকিয়া প্রথম জনকে বলিল, তুমি আমার
৬ মনিবের কত ধার? সে বলিল, শত মন তৈল। তখন সে
৭ তাহাকে বলিল, তোমার খত লও; শীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ লিখ। সে আর একজনকে বলিল, তুমি কত ধার? সে বলিল, একশত বিশি গম। সে তাহাকে বলিল, তোমার খত লইয়া আশি লিখ।
৮ মনিব সেই অধার্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করিলেন, বুদ্ধির কাজ

[১-৯] অবিশ্বস্ত দেওয়ান চোর বলিয়া প্রশংসার পাত্র হয় না; বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া বিপদকালে বন্ধু অর্জন করিয়াছে। "যে প্রবুদ্ধ, সে ধন লইয়া পরকালের জন্য পুণ্য অর্জন করিবে।"—ইহা উপকথাটির শিক্ষা।

করিয়াছিল বলিয়া। বাস্তবিক এই সংসারের মানুষেরা নিজেদের
৯ মতে জ্যোতির সন্তানদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান; আমি বলিতেছি, নিছক ধন লইয়া মিত্র অর্জন কর, যেন তোমরা নিঃস্ব হইলে তাহারা
১০ তোমাদিগকে সনাতন আবাসে গ্রহণ করে। যে তুচ্ছ বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারে বিশ্বস্ত হইবে; যে সামান্য পয়সার জুয়াচোর,
১১ সে বড় বিষয়েও জুয়াচোর হইবে। পাপজনিত ধন লইয়া যদি অন্যায় কর, পারমার্থিক ধন কেমন করিয়া তোমাদিগকে দেওয়া
১২ হইবে? পরের জিনিস লইয়া যদি তোমরা অবিশ্বাসী হও তোমাদের যাহা নিজস্ব, তাহা কেমন করিয়া তোমাদিগকে দেওয়া হইবে?
১৩ কোন ভৃত্য দুই মনিবের সেবা করিতে পারে না, কারণ সে হয়তো একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে ভাল বাসিবে, নয় একজনের অনুগত হইয়া অপরকে তুচ্ছ করিবে। ঈশ্বর ও ধনদৌলতের সেবা এককালে তোমরা করিতে পার না।"

১৪ অর্থলোভী ফরিশীরা ঐ সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা
১৫ করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা তো সর্বদা লোকের কাছে ধর্মের ভাণ করিতেছ; ঈশ্বর কিন্তু তোমাদের

---

[১০] ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধন তুচ্ছ; যদি আমরা এই তুচ্ছ বস্তু লইয়া অবিশ্বস্ত হই, ঈশ্বর কেমন করিয়া আসল ধন, অর্থাৎ পারমার্থিক ধন আমাদিগকে দান করিবেন?

[১২] "পরের জিনিস" ধনদৌলত, ঈশ্বরের, ইহার পরিচালনা মাত্রই আমাদের; আমাদের যাহা "নিজস্ব", পরমার্থিক ধন।

[১৪-১৮] যীশু ফরিশীদের দর্পের নিন্দা করেন। যোহনের আগমন পর্যন্ত ইহুদীদের ধর্মবিধি লইয়া তাহাদের অভিমানের ওজুহাত ছিল; এখন কিন্তু ঐশ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে নূতন ভাব প্রয়োজন।

অন্তরের কথা জানেন; সাধারণের চক্ষে যাহা উচ্চ, ঈশ্বরের চক্ষে
১৬ তাহা নীচ। যোহনের আগমন পর্যন্ত ধর্মবিধি ও মহর্ষিগণ শিক্ষা
দিয়া আসিতেছেন; সেই সময় হইতে ঐশরাজ্যের বার্তা ঘোষিত
হইতেছে; এবং সকলে তাহা বলপূর্বক অধিকার করিতেছে।
১৭ শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও লোপ হইবে না। বরং আকাশ ও পৃথিবী
১৮ লোপ হইবে। যে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে
বিবাহ করে সে ব্যভিচারী; স্বামীত্যক্তা স্ত্রীকে যে বিবাহ করে
সেও ব্যভিচারী।

১৯ এক ধনী ছিল; সে সূক্ষ্ম রঙিন বস্ত্র পরিধান করিত, এবং
২০ প্রতিদিন জাঁকজমকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিত। তাহার
সদর-দুয়ারে সর্বাঙ্গে ঘায়ে ভতি লাজার নামে একজন কাঙালী পড়িয়া
২১ থাকিত, ধনীর মেজ হইতে পতিত আহার্যের টুকরায় উদর পূর্তির
ইচ্ছায়। [কেহই দিত না]; কুকুর আসিয়া তাহার ঘা চাটিত।
২২ কালক্রমে ঐ কাঙালী মরিয়া গেল; দেবদূতগণ তাহাকে লইয়া
২৩ আব্রাহামের কোলে রাখিলেন। ধনীও মরিয়া গেল; তাহার
সমাধি হইল। নরকের যাতনার মধ্যে সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে
আব্রাহামকে ও তাঁহার কোলে লাজারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে
২৪ সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন;
লাজারকে পাঠাইয়া দিন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগে জলে ডুবাইয়া
আমার জিহ্বা শীতল করে; কারণ এই অগ্নিতে আমি বড়ই যন্ত্রণা
২৫ পাইতেছি। আব্রাহাম উত্তর করিলেন, বৎস, স্মরণ কর, তুমি
তোমার সুখ জীবনকালেই পাইয়াছ; লাজার তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে;
২৬ এখন সে আরাম পাইতেছে; তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ। তাহা ছাড়া
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বড় গহ্বর রহিয়াছে, যেন এখান

হইতে কেহ তোমাদের কাছে না যাইতে পারে বা ওখান হইতে
২৭ আমাদের কাছে কেহ আসিতে না পারে। সে বলিল, তবে আমি আপনাকে অনুনয় করি, পিতা, আমার পিতৃগৃহে উহাকে পাঠাইয়া
২৮ দিন, কারণ আমার পাঁচটি ভাই রহিয়াছে। সে গিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করুক, যেন তাহারাও এই যাতনার স্থানে না আসে।
২৯ আব্রাহাম উত্তর করিলেন, মোশী ও ঋষিগণের কথা তাহারা অবগত
৩০ আছে; তাহাদের কথা তাহারা অবধান করুক। তখন সে বলিল, না, পিতা আব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ
৩১ তাহাদের নিকটে যায়, তাহাদের সুমতি হইবে। আব্রাহাম বলিলেন, যাহারা মোশী ও ঋষিগণের কথায় কর্ণপাত না করে, তাহারা মৃতগণের মধ্য হইতে কেহ মৃত্যোত্থিত হইলেও বিশ্বাস করিবে না।"

১৭ তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি যীশু বলিলেন, "প্রলোভন অবশ্যই ঘটিবে; তথাপি যাহার দ্বারা প্রলোভন ঘটে, তাহাকে
২ ধিক। আমাতে বিশ্বাসী এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একজনকে পথভ্রষ্ট করার চেয়ে তাহার গলায় জাঁতা ঝুলাইয়া তাহাকে সমুদ্রে নিমগ্ন
৩ করা বরং তাহার পক্ষে ভাল। তোমরা সাবধান হও; তোমার ভাই যদি কোনও দোষ করে, তাহাকে তিরস্কার কর; তাহাতে যদি
৪ সে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা কর; সে যদি দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে দোষ করে এবং সাতবার তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমি অনুতপ্ত', তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।"
৫ প্রেরিতগণ প্রভুকে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস বর্ধিত করুন।
৬ প্রভু বলিলেন, "তিলমাত্র বিশ্বাস তোমাদের থাকিলে তোমরা এই তুঁতে গাছকে বলিবে, 'এখান হইতে আমূল উঠিয়া সমুদ্রে রোপিত

৭ হও', গাছটা তোমাদের আদেশ পালন করিবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার দাস হালচাষ করিয়া বা মেষ চরাইয়া মাঠ ৮ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বলে, 'তুমি শীঘ্র খাইতে বইস।' সে কি বরং তাহাকে বলিবে না 'আমার খানা প্রস্তুত কর, কোমর বাঁধিয়া আমায় পরিবেশন কর, আমি খাইলে পর তুমি খাইবে'? ৯ চাকরটি আদেশ পালন করিয়াছে বলিয়া মনিব কি তাহার প্রতি ১০ কৃতজ্ঞ হইবে? তোমরা তদ্রূপ সকল আদেশ পালন করিলে বলিবে, আমরা অকেজো চাকর; যাহা কর্তব্য তাহাই মাত্র করিলাম।"

১১ **অলৌকিক কর্ম ও উপদেশ** যেরুশালেমের অভিমুখে যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সামারীয়া ও গালিলেয়ার সীমানার পার্শ্ব দিয়া গেলেন।

১২ তিনি একটি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দশটি কুষ্ঠ-১৩ রোগী তাঁহার সম্মুখে পড়িল; তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, যীশু, গুরু, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ১৪ তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যাও, যাজকদের নিকট নিজেদের দেখাও।" যাইতে যাইতে তাহারা শুদ্ধ হইয়া গেল। ১৫ তাহাদের একজন যে মুহূর্তে দেখিল সে নিরাময় হইয়াছে, তখন সে ১৬ উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল; লোকটি কিন্তু ১৭ সামারীয়। তাহাতে যীশু বলিলেন, "দশজন কি নিরাময় হয় নাই?

[৭-১০] ফরিশীগণ নিজধর্মবিধি-পালনে গর্বিত ছিল। যীশু তাহার শিষ্যগণকে এই নির্দেশ দিতেছেন: আমরা ঈশ্বরের দাস; আমরা বড়ই করি নাই কেন, সমস্তই আমাদের কর্তব্যের মধ্যে। ইহা লইয়া দর্পিত হওয়া উচিত নহে।

১৮ আর নয়জন কোথায়? এই বিদেশী ভিন্ন এমন কাহাকেও পাওয়া
১৯ গেল না যে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের স্তব করে?" তিনি তাহাকে বলিলেন, "উঠ, যাও, তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।"

২০ ঐশরাজ্য কখন আসিবে?—ফরিসীদের এই প্রশ্নে তিনি উত্তর
২১ করিলেন, "ঐশরাজ্যের আগমন মানুষের অলক্ষিতে ঘটিবে। কেহ বলিতে পারিবে না, এই যে আসিল, ঐ যে আসিল; কারণ ঐশরাজ্য তোমাদের মধ্যেই।"

২২ তাঁহার শিষ্যগণের উদ্দেশে তিনি বলিলেন, "এমন সময় আসিবে যখন একটিমাত্র দিনের জন্য মনুষ্যপুত্রের সান্নিধ্য কামনা করিবে।
২৩ তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে না। লোকে তোমাদিগকে বলিবে 'ঐ তাঁহাকে দেখ' বা 'এই তাঁহাকে দেখ'—তোমরা কিন্তু তাহাদের
২৪ নির্দেশে যাইও না; কারণ বিদ্যুৎ যেমন আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসাইয়া দেয়, মনুষ্যপুত্রের দিন আসিলে
২৫ তিনি সেইরূপ হইবেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রথমে অনেক যন্ত্রণা সহ্য

[২১] যীশু ফরিশীদের প্রতি বলেন, তোমাদের জ্ঞান যদি থাকিত, তোমরা বুঝিতে ঐশরাজ্য তোমাদের মধ্যে অভিভূত হইয়াছে। এইভাবে যোহন ইহুদীগণকে বলিতেন, "যাঁহাকে তোমরা চিন নাই, তিনিই তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন।"

[২৪] "মনুষ্যপুত্রের দিন", অর্থাৎ যীশুর পুনরাগমন। কথার অর্থ বোধ হয় এইরূপ: এমন দুঃসময় আসিবে, যখন তোমরা আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিবে। আমার পুনরাগমন কিন্তু আকস্মিক হইবে, আর অনেকে পার্থিব ব্যাপারে এমন ব্যস্ত থাকিবে যে, তাহারা একেবারে অপ্রস্তুত হইবে। খ্রীষ্টভক্তের কর্ত্তব্য, এই অনুপেক্ষিত আগমনের উপলক্ষে সর্বদা প্রস্তুত হওয়া। সেই আগমনের কাল বা স্থান অনুসন্ধান করা বৃথা।

করিতে হইবে এবং এই যুগের লোক দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতে হইবে।
২৬ নোয়ের সময়ে যেমন ঘটিয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের দিনে তেমনই ঘটিবে;
২৭ নোয়ে যেদিন পোতে প্রবেশ করিল, সেইদিন পর্যন্ত সকলে পান-আহারে মত্ত ছিল, বিবাহ করিত, বিবাহ দিত; আর জলপ্লাবনের
২৮ বন্যা আসিয়া সকলকে গ্রাস করিল। তদ্রূপ লোটের দিনেও ঘটিয়াছিল; লোকে পান-আহারে, বেচা-কেনায়, চাষে, ঘর-নির্মাণে
২৯ ব্যস্ত ছিল; যে দিনে লোট সদোম হইতে বাহির হইলেন, ঈশ্বর তাহাদের উপর অগ্নি ও গন্ধক আকাশ হইতে বর্ষণ করাইয়া সকলকে
৩০ বিনষ্ট করিলেন। যে দিনে মনুষ্যপুত্রের আত্মপ্রকাশ হইবে, সেই দিনও তেমনই ঘটিবে।

৩১ ঐ দিনে, যে ছাদে থাকিবে সে গৃহ হইতে কোন বস্তু লইবার জন্য নীচে না নামুক, যে ক্ষেত্রে থাকিবে সে ঘরে ফিরিয়া না আসুক।
৩২ লোট-পত্নীর কথা স্মরণ কর। যে নিজ প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত হইবে,
৩৩ সে তাহা হারাইবে; যে তাহা বিসর্জন করিবে, সে তাহা বাঁচাইবে।
৩৪ আমি সত্যই বলিতেছি, ঐ রাত্রিতে দুইজন এক বিছানায় থাকিবে, একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।
৩৫ জাঁতাপেষণ-রত দুই স্ত্রীলোকের একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে,
৩৬ আর একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,
৩৭ "প্রভু, সে কোথায় ঘটিবে?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে স্থানে শবদেহ থাকে, সেইখানে শকুনিরা একত্রিত হইবে।"

১৮ কখনও নিরুৎসাহ না হইয়া সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত। এই বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে একটি উপকথা বলিলেন,
২ "কোন নগরে এক বিচারকর্তা ছিল, সে ঈশ্বরকেও ভয় করিত না,
৩ মনুষ্যকেও মানিত না। সেই নগরে একটি বিধবা ছিল, যে

তাহার নিকট বারম্বার আসিয়া বলিত, অমুক অত্যাচারীর হাত
৪ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। বিচারকর্তা অনেক দিন সম্মত
হয় না; অবশেষে সে মনে মনে বলিতে লাগিল, ঈশ্বরকে তো ভয়
করি না, মনুষ্যকেও মানি না; তথাপি বিধবাটা আমাকে উত্যক্ত
৫ করিয়া মারিতেছে, তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহাকে
৬ সাহায্য করিব।" প্রভু বলিলেন, "এই অন্যায় বিচারক কি বলে
৭ শুনিতেছ; আপন মনোনীত—যাহাদের প্রতি তিনি সহিষ্ণু, যাহারা
দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে—তিনি তাহাদের নিপীড়ন সহ্য
৮ করিবেন? আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের
অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন,
তোমরা কি মনে কর তিনি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন?"

৯ কয়েকজন ছিল যাহারা নিজেদের ধার্মিক বলিয়া অভিমান
করিত ও অপরকে ঘৃণা করিত, তাহাদের উদ্দেশে তিনি এই
১০ উপকথা বলিলেন, "দুইজন মন্দিরে গেল প্রার্থনা করিতে—একজন
১১ ফরিশী, অপরটি করগ্রাহক। ফরিশী সোজা দাঁড়াইয়া মনে মনে
এই প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে,
আর সকলের মত, এই করগ্রাহকেরও মত, আমি চোর, প্রতারক,
১২ ব্যভিচারী নহি। সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি; আমার আয়ের
দশমাংশ আমি দান করিয়া থাকি। করগ্রাহক দূরে দাঁড়াইল,
১৩ স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস করিল না, কিন্তু বুক

[১-৮] অন্যায় বিচারক তাহার উপাখ্যানে, প্রার্থনার মধ্যে অধ্যবসায়, বিপদ আপদের মধ্যে; বিশেষত খ্রীষ্টের পুনরাগমনের পূর্বে যে অকাল হইবে, ইহারই মধ্যে:—এই নির্দেশ আছে।

চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, হে ঈশ্বর, এই পাপীর প্রতি সদয় হও। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা এই
১৪ ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল; কারণ যে নিজেকে উন্নত করে তাহাকে নত করা হইবে, এবং যে নিজেকে নত করে তাহাকে উন্নত করা হইবে।"

১৫ **যেরুশালেমের পথে** শিশুদেরও তাঁহার নিকট আনা হইল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন।

১৬ শিষ্যগণ তাহা দেখিয়া শিশুদিগকে ধমক দিতে লাগিলেন। যীশু কিন্তু শিশুগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও; বাধা দিও না; কারণ যাহারা তাহাদের মত,
১৭ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আমি সত্যই বলিতেছি, যে ঐশরাজ্যকে শিশুর মত গ্রহণ না করে, সে তাহাতে প্রবেশ করিবে না।"

১৮ একজন নেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবন
১৯ লাভ করিতে হইলে আমার কি কর্তব্য? যীশু বলিলেন, "আমাকে
২০ 'সৎ' বলিতেছ কেন? ঈশ্বর ব্যতীত সৎ কেহ নাই। তুমি আজ্ঞা সকল জান:—

ব্যাভিচার করিও না; নরহত্যা করিও না; চুরি করিও না; মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; পিতামাতাকে সম্মান কর।"

২১ লোকটি বলিল, বাল্যকাল হইতে সকলই পালন করিয়া
২২ আসিতেছি। তদুত্তরে যীশু বলিলেন, "কেবল একটি কাজ বাকি রহিয়াছে; তোমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর; স্বর্গে তুমি প্রচুর ধন লাভ করিবে; তাহার পর আইস আমার অনুগমন কর।"

২৩ লোকটি এই কথায় অত্যন্ত বিমর্ষ হইল, কারণ তাহার সম্পত্তি

২৪ ছিল প্রচুর। যীশু তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া বলিলেন, "ধনীর পক্ষে
২৫ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন! ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা
২৬ অপেক্ষা সূচীর ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত সহজ।" উপস্থিত
২৭ সকলে বলিতে লাগিল, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে কে? যীশু
উত্তর করিলেন, "মানুষের পক্ষে যাহা অসাধ্য, ঈশ্বরের পক্ষে তাহা
সাধ্য।"

২৮ পিতর তখন বলিলেন, আমরা তো সমস্তই ত্যাগ করিয়া
২৯ আপনার সঙ্গ লইয়াছি। যীশু বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি,
যাহারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বাড়ি, স্ত্রী, ভাই, পিতামাতা বা সন্তান
৩০ ত্যাগ করিবে, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ থাকিবে না, যে ইহলোকে
ইহার বহুগুণ, আর পরলোকে অনন্তজীবন না পাইবে।"

৩১ তখন যীশু দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্যকে নেপথ্যে লইয়া গিয়া
বলিলেন, "এখন আমরা যেরুশালেমে যাত্রা করিতেছি; মনুষ্যপুত্রের
বিষয়ে ঋষিগণ দ্বারা যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সমস্তই সিদ্ধ হইবে:
৩২ তিনি বিজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তিনি উপহসিত হইবেন,
৩৩ প্রহৃত হইবেন, তাঁহার গাত্রে থুথু দেওয়া হইবে, তাঁহাকে কশাঘাত
করিয়া বধ করা হইবে এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হইবেন।"
৩৪ তাঁহারা এই সকল বুঝিলেন না, ইহার অর্থ তাঁহাদের নিকট গোপন
রহিল, তিনি কি বলিতেছেন তাহা তাঁহারা ধরিতে পারিলেন না।

৩৫ জেরিখো নগরের সমীপবর্তী হইলে এক অন্ধ ভিখারী পথিপার্শ্বে
৩৬ বসিয়া ভিক্ষা করিতেছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া জনতা যাইতেছে
৩৭ শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি? তাহারা তাহাকে
৩৮ কহিল, নাজারেথের যীশু যাইতেছেন। তখন সে চিৎকার করিয়া
৩৯ উঠিল, হে দাউদ-সন্তান যীশু, আমার প্রতি দয়া করুন। যাহারা

সামনে যাইতেছিল, তাহারা ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিল; কিন্তু সে আরও চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, হে দাউদ-
৪০ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু দাঁড়াইয়া তাহাকে নিকটে আনিতে আদেশ দিলেন; সে নিকটে আসিলে তিনি
৪১ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও? তোমার কি করিব?" সে
৪২ বলিল, প্রভু, আমার দৃষ্টি ফিরাইয়া দাও। যীশু তাহাকে কহিলেন, "তোমাকে দৃষ্টি দান করিলাম; তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে সুস্থ
৪৩ করিল।" তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টিলাভ করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। ইহা দেখিয়া সকলে ঈশ্বরের গুণগান করিতে লাগিল।

১৯ যীশু জেরিখোতে পৌছিয়া শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন।
২ জাখেয় নামে একজন করগ্রাহকদের মধ্যে প্রধান ধনী ব্যক্তি
৩ যীশুকে দর্শনের জন্য সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু সে খর্বকায় বলিয়া
৪ ভিড়ের মধ্যে যীশুকে দেখিতে পাইল না। সে আগেভাগে দৌড়াইয়া
৫ যীশুকে দেখিবার আশায় একটি ডুমুর গাছে উঠিল, কারণ ঐ পথ দিয়াই যীশু যাইবেন। যীশু সেখানে পৌছিলে উপরের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, "জাখেয়, শীঘ্র নামিয়া আইস, কারণ আজ আমি
৬ তোমার বাড়িতে থাকিব।" জাখেয় শীঘ্র নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে
৭ সানন্দে অভ্যর্থনা করিল। তাহাতে সকলে বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, উনি পাপীর বাড়িতে অতিথি হইতে
৮ গেলেন। জাখেয় সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে বলিল, দেখুন প্রভু, আমার সম্পত্তির অর্ধাংশ আমি দরিদ্রদিগকে দান করিতেছি; আর

[১-১০] লুকের মঙ্গলসমাচারে অনেক স্থলে পাপী ও করগ্রাহকদের প্রতি প্রভুর দয়ার উল্লেখ রহিয়াছে।

যদি অন্যায় করিয়া কাহারও কিছু লইয়া থাকি, ইহার চতুর্গুণ
৯ ফিরাইয়া দিতেছি। যীশু বলিলেন, "আজ এই গৃহের মুক্তির দিন,
১০ কারণ লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। যাহা নষ্ট হইয়াছিল, মনুষ্য-
পুত্র তাহাই অন্বেষণ করিতে ও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।"
১১ শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি আর একটি উপকথা বলিলেন,
কারণ তিনি যেরুশালেমের অনতিদূরে ছিলেন, আর অনেকের
১২ ধারণা ছিল যে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন। তিনি বলিলেন,
"একজন অভিজাত দূরদেশে গেলেন; তিনি সেইখানে রাজ-
১৩ সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার
দশজন ভৃত্যকে ডাকিয়া তিনি তাহাদিগকে দশটি মোহর দিলেন।
তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ইহা লইয়া ব্যবসা কর।
১৪ শহরের সকলে কিন্তু তাঁহাকে হিংসা করিত; তাঁহার পিছনে
পিছনে তাহারা এই বলিয়া দূত পাঠাইয়া দিল, এই লোকটার শাসন
১৫ আমরা মানিব না। রাজ্য অধিকার করিয়া ফিরিলে তিনি যে
চাকরদিগকে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, কি ভাবে তাহারা প্রত্যেকে টাকা খাটাইয়াছিল?
১৬ প্রথমটি বলিল, প্রভু, আপনার মোহর খাটাইয়া দশ মোহর অর্জন
১৭ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি বেশ করিয়াছ, তুমি ভাল
চাকর। এই অল্প ধন লইয়া তুমি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছ, আমি
১৮ তোমাকে দশটি শহরের উপরে অধিকার দান করিব। দ্বিতীয়

[১১-২৮] গচ্ছিত সোনার তালের উপমা, মথি, ২৫।১৪-৩০ দ্রষ্টব্য: লূক ও মথির মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্যের মিল আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লূক ইহুদীদের ভাবী বিদ্রোহ ও তাহাদের শাস্তি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন। এই কারণে লূকের এই উপাখ্যান: "বিদ্রোহী প্রজাদের উপকথা" বলা যাইতে পারে।

আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনার মোহর খাটাইয়া পাঁচগুণ লাভ
১৯ হইয়াছে। তাহাকেও প্রভু বলিলেন, তোমাকেও পাঁচটি শহরের
২০ উপরে অধিকার দিলাম। আর জন আসিয়া বলিল, প্রভু, এই
আপনার মোহর ; আমি তাহা একটি রুমালে সাবধানে রাখিয়াছি,
২১ কারণ আপনি কড়া লোক বলিয়া আপনাকে ভয় করি ; যেখানে
জমা দেন না, সেইখানে সংগ্রহ করেন ; যেখানে বপন করেন না,
২২ সেইখানে ফসল কাটেন। প্রভু বলিলেন, রে দুষ্ট চাকর ! তোমার
মুখেই তোমার বিচার ; আমি কঠিন লোক, যেখানে জমা দিই না,
সেইখানে সংগ্রহ করি ; যেখানে বপন করি না, সেখানে ফসল কাটি ;
২৩ ইহা তোমার জানা ছিল ; আমার টাকা কেন মহাজনের হাতে
২৪ দিলে না ? আমি আসিয়া সুদ সমেত তাহা লইতাম। উপস্থিত
সকলকে তিনি বলিলেন, ইহার মোহরটা কাড়িয়া লও, যাহার দশ
২৫ মোহর আছে, তাহাকে দাও। তাহারা বলিল, প্রভু, তাহার তো
২৬ দশ মোহর আছেই। আমি বলিতেছি, যাহার আছে, তাহাকেই
দেওয়া হইবে। যাহার নাই যেটুকু আছে, তাহার নিকট হইতে
২৭ তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। আমার শত্রু, যাহারা আমার শাসন
মানিতে চায় না, তাহাদিগকে এখানে আনিয়া আমার সম্মুখে বধ
কর।”

২৮ তিনি ঐ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া যেরুশালেমের অভিমুখে অগ্রসর
হইলেন।

২৯ **যেরুশালেমে প্রবেশ। শেষ উপদেশ** জৈতুন পর্বতের
নিকটবর্তী বেথ-
৩০ ফাগে ও বেথানিয়া অঞ্চলে পৌঁছিয়া তিনি দুইজন শিষ্যকে এই বলিয়া
প্রেরণ করিলেন, “সম্মুখের গ্রামে যাও ; সেইখানে একটি গর্দভবৎস

বাঁধা আছে দেখিতে পাইবে, তাহার পিঠে কেহ কখনও চড়ে নাই।
৩১ তাহাকে খুলিয়া এখানে আন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ইহার বাঁধন খুলিতেছ কেন? তোমরা উত্তর করিবে: প্রভুর প্রয়োজন
৩২ আছে।" তাঁহারা গিয়া যীশুর কথামত গর্দভবৎসটিকে দেখিতে
৩৩ পাইলেন। তাঁহারা যখন বৎসটিকে খুলিতেছেন, তাহার মনিব বলিল,
৩৪ গর্দভবৎসটিকে খুলিতেছ কেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন: প্রভুর
৩৫ প্রয়োজন আছে। যীশুর নিকট তাহাকে আনিয়া তাঁহারা বৎসটির উপর নিজ চাদর পাতিয়া উহার পিঠে যীশুকে বসাইয়া দিলেন।
৩৬ তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বস্ত্র পথে
৩৭ পাতিয়া দিলেন। তাঁহারা জৈতুন পর্বতের উত্তরাইয়ের নিকট আসিলে, শিষ্যগণের দল আনন্দে অভিভূত হইয়া যে সকল অলৌকিক কর্ম দেখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তব করিতে
৩৮ লাগিলেন, এই বলিয়া—

প্রভুর নামে যিনি আসিতেছেন,
রাজা হইয়া তিনি ধন্য
স্বর্গে শান্তি, উর্ধ্বলোকে জয়!

৩৯ ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন ফরিশী বলিতে লাগিল, গুরু, আপনার শিষ্য-গণকে শাসন করুন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদিগকে
৪০ বলিতেছি, তাহারা মৌন হইলে, পাথর চিৎকার করিবে।"
৪১ তিনি আরও অগ্রসর হইয়া শহর দেখিতে পাইয়া শহরের বিষয়ে এই বলিয়া রোদন করিলেন, তুমি যদি এই দিনে তোমার

---

[৪১] যীশুর অশ্রুর কথা কেবল দুইবার উল্লেখ আছে: এইখানে আর জন ১১।৩৫, লাজারের কবরে।

৪২ শান্তির বিষয় বুঝিতে! কিন্তু তাহা এখন তোমার দৃষ্টির অগোচর।
৪৩ কারণ তোমার এমন দিন আসিবে, যখন তোমার শত্রু তোমাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিবে; তোমার চারিদিক সংকটাপন্ন
৪৪ করিবে; তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্তী সন্তানদের ধূলিসাৎ করিবে, তোমার সীমানায় একখানি প্রস্তর অপর একখানির উপর থাকিবে না, যেহেতু তোমার সুসময় বুঝিলে না।"

৪৫ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যাহারা কেনাবেচায় ব্যাপৃত ছিল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এই বলিয়া, "লিখিত আছে—আমার
৪৬ গৃহ প্রার্থনার গৃহ হইবে। তোমরা কিন্তু ইহাকে চোরের আড্ডা করিয়া তুলিয়াছ।"

৪৭ তিনি প্রত্যহ মন্দিরে উপদেশ দিতেন। মহাযাজক ও শাস্ত্রীগণ
৪৮ আর জাতীয় নেতারা তাঁহার বিনাশের চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কি ভাবে তাহা করিবে ঠিক করিতে পারে নাই। কারণ সকলেই তাঁহার শিক্ষায় মুগ্ধ ছিল।

২০ একদিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতেছেন ও মঙ্গলবার্তা প্রচার করিতেছেন, মহাযাজকগণ ও শাস্ত্রীগণ প্রবীণদের সঙ্গে আসিয়া পড়িল
২ ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদিগকে বল, কোন্ অধিকারে তুমি
৩ এই সকল করিতেছ? এই অধিকার কে তোমাকে দিল? তিনি
৪ উত্তর করিলেন, "আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব,
৫ আমাকে বল, যোহনের দীক্ষাস্নান স্বর্গের না মর্ত্যের?" তাহারা পরস্পর এই যুক্তি করিল, আমরা যদি বলি—স্বর্গের, সে বলিবে:
৬ 'তাহা হইলে তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলে না কেন?' যদি বলি—মর্ত্যের, তাহা হইলে জনতা আমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া

৭ ফেলিবে; কারণ তাহাদের ধারণা, যোহন মহর্ষি ছিলেন। তাহারা
৮ উত্তর করিল, কোথাকার তাহারা জানে না। যীশু বলিলেন, "কোন্ অধিকারে আমি এই সকল করি, আমিও তোমাদিগকে বলিব না।"

৯ লোকদের তিনি এই উপকথা বলিলেন, "একজন একটি দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র নিমাণ করিল। সে কয়েকজন প্রজার হাতে তাহা দিয়া অনেক
১০ দিনের জন্য বিদেশে চলিয়া গেল। যথাকালে সে ফলের অংশটা আদায় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট একজন কর্মচারী পাঠাইয়া দিল। প্রজারা তাহাকে মারিয়া রিক্তহস্তে বিদায় করিয়া দিল।
১১ সে আর একজন চাকরকে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু প্রজারা তাহাকেও
১২ মারিয়া ও অপমান করিয়া রিক্তহস্তে বিদায় করিল। তৃতীয় এক-জনকে পাঠাইয়া দিল; প্রজারা তাহাকেও আহত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

১৩ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক বলিল, আমি কি করিব? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইব, তাহাকে উহারা সম্মান করিতে পারে।
১৪ প্রজারা কিন্তু তাহার পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, ইনি উত্তরাধিকারী, আইস, ইহাকে বধ করিয়া সম্পত্তি দখল
১৫ করি। তাহারা পুত্রটিকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক প্রজাদের কি ব্যবস্থা করিবে?
১৬ সে আসিয়া প্রজাদের বিনষ্ট করিবে ও অন্য প্রজার হাতে দ্রাক্ষাক্ষেত্র জমা দিবে।" তাহারা উপকথাটি শুনিয়া বলিল, ঈশ্বর না করুন।
১৭ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রের এই কথার অর্থ কি: 'রাজমিস্ত্রি যে পাথর বর্জন করিয়াছিল, তাহাই
১৮ কোণের যোজন-পাথর হইল'? এই প্রস্তরের উপর যে পতিত

হইবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে; এই পাথর যাহার উপর পড়িবে, সে ধূলিবৎ চূর্ণ হইবে" ?

১৯ ঐ সময়ে শাস্ত্রী ও মহাযাজকগণ তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু লোকভয়ে তাহারা নিরস্ত হইল। তাহারা ঠিক বুঝিয়াছিল যে, উপকথাটি তাহাদের উদ্দেশে বলা হইয়াছে।

২০ তাহারা সুযোগ খুঁজিবার চেষ্টায় গুপ্তচর পাঠাইল, যাহারা সরল লোকের সাজে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ধরিবে, তাহারা যেন তাঁহাকে ২১ শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করিতে পারে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, আমরা জানি, আপনি উচিত কথা বলেন ও ন্যায্য শিক্ষা দেন। কাহারও পক্ষাবলম্বন না করিয়া আপনি প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের পথ ২২ নির্দেশ করেন। কৈসারকে করদান করা আমাদের পক্ষে বিধেয় ২৩ কি না? যীশু তাহাদের ধূর্ততা বুঝিয়া বলিলেন, "আমাকে একটি ২৪ দীনার দেখাও। ইহাতে কাহার মূর্তি ও কাহার নাম আছে?" ২৫ তাহারা বলিল, কৈসরের। তিনি বলিলেন, "তবে কৈসরের যাহা কৈসরকে দিও, আর ঈশ্বরের যাহা ঈশ্বরকে দিও।"

২৬ জনতার সামনে এই কথার মধ্যে তাহারা দোষ ধরিতে পারিল ২৭ না; তাহারা তাঁহার উত্তরে বিস্মিত হইয়া মৌন রহিল। সাদূকীয়দের কয়েকজন—যাহাদের মতে পুনরুত্থান নাই—তাহারা নিকটে আসিয়া ২৮ জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, মোশী আদেশ করিয়াছেন, যদি কাহারও বিবাহিত ভাই নিঃসন্তান হইয়া মরে, তাহার ভাই উহার বিধবাকে ২৯ গ্রহণ করিয়া মৃত ভাইটির বংশ রক্ষা করিবে। সাতটি ভাই ছিল। ৩০ জ্যেষ্ঠটি বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মারা গেল। দ্বিতীয়টি ইহার ৩১ স্ত্রীকে গ্রহণ করিল, সেও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। তৃতীয়টিও এইরূপ করিল এবং কালক্রমে সাতজন ইহাই করিল। সকলেই

৩২ নিঃসন্তান হইয়া মরিল। অবশেষে স্ত্রীটিও মারা গেল।
৩৩ পুনরুত্থানে স্ত্রীটি কাহার হইবে? সাতজন তো তাহাকে বিবাহ
৩৪ করিয়াছিল। যীশু উত্তর করিলেন, "ইহলোকের সন্তানগণ স্ত্রীর
৩৫ পানিগ্রহণ করে, মেয়েরাও পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু যাহারা
পরলোকের ও মৃতদের পুনরুত্থানের উপযুক্ত হইবে, তাহার মধ্যে
৩৬ স্বামীও নাই ভার্যাও নাই, কারণ তাহারা তখন অমর হইবে, দূতগণের
৩৭ সমান হইবে, পুনরুত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সন্তান হইবে। মৃতোত্থান
আছে বলিয়া মোশী ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন জলন্ত ঝোপের কথা
যেখানে বলিয়াছেন; তিনি প্রভুকে 'আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের
৩৮ ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর' বলেন। মৃতদের তো ঈশ্বর নাই, জীবিত
৩৯ দেরই আছে, কারণ তাঁহার উদ্দেশেই সকলে জীবিত।" কয়েকজন
৪০ শাস্ত্রী তাহাকে বলিল, গুরু, আপনি বেশ বলিয়াছেন। আর
কেহই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

৪১ তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খ্রীষ্টকে লোকেরা কেমন
৪২ করিয়া দাউদ-সন্তান বলে? স্বয়ং দাউদ তো সাম-গীতায় বলিয়াছেন:
৪৩ 'প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন,
'আমি যতক্ষণ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠের মত না করি,
সে পর্যন্ত তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন কর।'
৪৪ অতএব দাউদ যখন তাঁহাকে 'প্রভু' বলেন; তখন তিনি কিরূপে
তাঁহার সন্তান হন?"

৪৫ জনতার কর্ণগোচরে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া
৪৬ বলিলেন, "শাস্ত্রীগণ হইতে সাবধান হও; তাহারা দীর্ঘ গাত্রাবরণ
পরিধান করিয়া বিচরণ করে; বাজারে তাহারা সাদর অভিবাদন
চায়, সমাজগৃহে প্রধান আসন, ভোজের সময় প্রথম স্থান চায়;

৪৭ তাহারা দীর্ঘ প্রার্থনার আড়ালে বিধবাদের সম্পত্তি গ্রাস করে ; তাহাতে তাহাদের বিচার আরও কঠিন হইবে।"

২১ তিনি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, ধনীরা ভাণ্ডারে উপহার ২ দিতেছে ; তিনি আরও দেখিলেন, একটি দরিদ্র বিধবা সেখানে দুই ৩ পয়সা দান করিতেছে। তিনি বলিলেন, "সত্যই এই দরিদ্র বিধবা ৪ সকলের চেয়ে বেশি দান করিয়াছে, কারণ ঐ সকল লোকের দান প্রাচুর্যের দান, কিন্তু বিধবাটির দান দৈন্যের দান, তাহার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন সে দান করিয়াছে।"

৫ **ভবিষ্যদ্বাণী** যখন কয়েকজন মন্দির সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিল, কেমন সুন্দর পাথরে ও নানা মূল্যবান অর্ঘ্যদ্বারা ৬ ইহা মণ্ডিত, তখন তিনি বলিলেন, "যাহা দেখিতেছ, এমন দিন আসিবে, যখন ইহার গাঁথনির একখানি প্রস্তর অপর একখানির ৭ উপর থাকিবে না ; সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, ঐ সমস্ত কবে ঘটিবে? ইহার পূর্বলক্ষণই বা কি? ৮ তিনি বলিলেন, "সতর্ক থাক, যেন কেহ তোমাদিগকে না ঠকায় ; কারণ অনেকে আমার নাম লইয়া আসিয়া বলিবে, 'এই যে আমি', ৯ আর 'কাল আগতপ্রায়'। তাহাদের সঙ্গ লইও না। যখন যুদ্ধের বা রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা শুনিবে, ভয় পাইও না ; কারণ ঐ সকল প্রাথমিক ঘটনা ; চরম পরিণাম আসিতে বিলম্ব আছে।"

১০ তিনি আরও বলিলেন, "জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে ১১ রাজ্য অভিযান করিবে ; ভীষণ ভূমিকম্প হইবে, আর নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও আকাশে ভয়াবহ ও বিচিত্র নিদর্শন ১২ দেখা যাইবে। কিন্তু ঐ সকলের আগে তাহারা তোমাদিগকে ধরিবে ; তাহারা তোমাদের পীড়ন করিবে, ধর্মগৃহে ও কারাগারে

লইয়া যাইবে; আমার নামের কারণে রাজা ও শাসনকর্তাদের
১৩ সম্মুখে তোমাদিগকে লইয়া যাইবে; ফল কথা, তোমরাই সাক্ষী
১৪ হইয়া থাকিবে। তোমরা অন্তরে স্থির কর যে, জবাবদিহির জন্য
১৫ তোমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবে না। কারণ তোমাদিগকে এমন
ভাষা, এমন জ্ঞান দিব যে, তোমাদের শত্রুরা ইহার প্রতিবাদ বা
১৬ খণ্ডন করিতে পারিবে না। তোমাদের আপন পিতামাতা, আপন
ভাই, আপন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব তোমাদিগকে ধরাইয়া দিবে।
১৭ তোমাদের কেহ কেহ নিহতও হইবে। সকলেই আমার নামের
১৮ কারণে তোমাদিগকে হিংসা করিবে। তোমাদের মাথার একগাছি
১৯ চুলও নষ্ট হইবে না। ধৈর্য দ্বারাই তোমাদের মন তোমাদের আয়ত্ত
হইবে।

২০ তোমরা যখন দেখিবে, সৈন্যেরা যেরুশালেম অবরোধ
২১ করিতেছে, তখন জানিও ইহার বিনাশ সমাগত। তখন যাহারা
যুদেয়ায় থাকিবে, তাহারা পর্বত অঞ্চলে পলায়ন করুক; যাহারা
শহরে থাকিবে তাহারা প্রস্থান করুক; যাহারা মফস্বলে তাহারা
২২ শহরে না আসুক; কারণ দিনগুলা, প্রতিশোধের দিন, যাহাতে
২৩ শাস্ত্রের সকল কথা পূর্ণ হইয়া যায়। হায়! তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা
ও স্তন্যদায়িনীদের কি কষ্ট! কারণ তখন দেশে মহাকাল
২৪ হইবে; আর এই জাতির প্রতি মহাকোপ পড়িবে। তাহারা
খড়্গে নিহত হইবে, আর পৃথিবীর সর্বত্র বন্দীভাবে নীত হইবে;
আর যেরুশালেম বিজাতীয়দের দ্বারা পদদলিত হইবে, যতক্ষণ
২৫ তাহাদের কাল পূর্ণ না হয়। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের মধ্যে নিদর্শন
দেখা দিবে; আর পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যে মহাসঙ্কট; তাহারা
২৬ সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জনে বিচলিত হইবে; মানুষের মন পৃথিবীর দশা

দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইবে। আকাশের শক্তিপুঞ্জও বিচলিত
২৭ হইবে। তখন তাহারা মনুষ্যপুত্রকে মেঘবাহনে, মহাপরাক্রমে ও
২৮ প্রতাপের সহিত আসিতে দেখিবে। ঐ সকলের সূচনা যখন
হইবে, দৃষ্টি উত্তোলন কর, মস্তক উন্নত কর, কারণ তোমাদের
মুক্তির কাল আসন্ন।"

২৯ তিনি তাহাদিগকে একটি উপকথা বলিলেন, "ডুমুর গাছ আর
৩০ সকল গাছ দেখ, তাহারা পল্লবিত হইলে তোমরা জান, গ্রীষ্মকাল
৩১ সন্নিকট হইয়াছে; তদ্রূপ যখন সকল ঐ ঘটনা দেখিবে, তখন
৩২ জানিয়া রাখ, ঐশরাজ্য সন্নিকট। আমি সত্যই বলিতেছি, এই
৩৩ যুগ বিগত হইতে না হইতেই এই সমস্ত ঘটিবে। আকাশ ও
পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ হইবে না।

৩৪ নিজের বিষয়ে সতর্ক হও, যেন তোমাদের মন প্রমোদ-
কোলাহলে, মত্ততায় ও সংসারমদে লিপ্ত না হয়, আর এই দিনটা
৩৫ অকস্মাৎ তোমাদিগকে ফাঁদে না ফেলে; কারণ তাহা পৃথিবীর
৩৬ সকলের উপর আসিয়া পড়িবে। সজাগ থাক, সর্বদা প্রার্থনায় রত
থাক, যেন সকল বিপদ এড়াইয়া মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।"

৩৭ যীশু দিনের বেলায় মন্দিরে উপদেশ দিতেন; রাত্রে তিনি
৩৮ জৈতুন পর্বতে থাকিতেন। সকলেই ভোরে উঠিয়া মন্দিরে তাঁহার
উপদেশ শুনিতে আসিত।

২২ আসন্নভোজন, বিশ্বাসঘাতকতা ও বন্দীদশা

খামি-শূন্য রুটির পর্ব,
২ যাহাকে নিস্তার পর্ব বলে, তখন আসন্ন। প্রধান যাজকগণ ও
শাস্ত্রীগণ যীশুকে বিনষ্ট করিবার ফন্দি খুঁজিতেছিল; কারণ তাহারা
৩ জনতাকে ভয় করিত।

শয়তান বারো জনের এক জনকে, যাহাকে ইস্কারিয়োত বলে,
৪ সেই যুদাকে আবিষ্ট করিল। সে প্রধান যাজকদের ও কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল, কি ভাবে যীশুকে তাহাদের হাতে
৫ সমর্পণ করিতে পারে। তাহারা খুশি হইয়া তাহাকে কিছু টাকা
৬ দিতে অঙ্গীকার করিল। সে তাহাদের সঙ্গে চুক্তি করিল। সে লোকদের আড়ালে তাঁহাকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

৭ খামি-শূন্য রুটির দিন আসিল, সেদিন নিস্তার-পর্বের বলির
৮ দিন। যীশু পিতর ও যোহনকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, "তোমরা যাও, আমাদের জন্য নিস্তার-পর্বের ভোজের ব্যবস্থা কর।"
৯ তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় প্রস্তুত করিতে বলেন?
১০ তিনি বলিলেন, "তোমরা শহরে প্রবেশ করিলেই একজন তোমাদের সম্মুখে পড়িবে, যে এক কলসী জল লইয়া যাইতেছে। যে বাড়িতে
১১ সে যাইতেছে, সেই বাড়িতে তাহার অনুসরণ কর, আর বাড়ির কর্তাকে বল, প্রভু আপনাকে এই বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে ঘরে আমি আমার শিষ্যগণের সঙ্গে নিস্তার-ভোজ করিব, তাহা কোথায়?
১২ সে তোমাদিগকে দ্বিতলে একটি বড় সুসজ্জিত ঘর দেখাইয়া দিবে,
১৩ সেইখানে সমস্ত প্রস্তুত করিও।" তাঁহারা গিয়া সমস্তই যীশুর কথামত
১৪ পাইলেন, ও নিস্তার-ভোজ প্রস্তুত করিলেন। যথাকালে তিনি
১৫ উপবেশন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে প্রেরিতশিষ্যগণ বসিলেন। তিনি

[১৪-২০] লূকের মঙ্গলসমাচারে যে প্রথম দ্রাক্ষারসের পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহা ইহুদীদের নিস্তার-ভোজের অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের ধন্যবাদসূচক। ইহা প্রথম পান করা হইল (১৭শ পদ)। ১৯শ ২০শ পদে পরম পূজনীয় সংস্কারের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।

বলিলেন, "আমার যাতনাভোগের পূর্বে তোমাদের সঙ্গে এই
১৬ নিস্তার-ভোজে বসিতে আমার মন অত্যন্ত উৎসুক। আমি সত্যই
বলিতেছি, যতক্ষণ ঐশরাজ্যে ইহা পূর্ণতা লাভ না করে, আমি এই
১৭ ভোজ আর খাইব না।" তিনি একটি পানপাত্র লইয়া নিবেদন করিয়া
বলিলেন, "তোমরা ইহা গ্রহণ কর ও নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া
১৮ লও, কারণ আমি বলিতেছি, ঐশরাজ্য সমাগমের পূর্বে আমি এই
১৯ পাত্র হইতে আর দ্রাক্ষারস পান করিব না।" তিনি রুটি লইয়া
তাহা নিবেদন করিলেন ও তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাদিগকে
এই বলিয়া বিতরণ করিলেন, "ইহা আমার শরীর, যাহা তোমাদের
২০ জন্য সমর্পিত হইবে। আমার স্মরণার্থ ইহা করিও।" ভোজনের
শেষে পূর্ববৎ তিনি পানপাত্র লইয়া বলিলেন, "পাত্রটি আমার
রক্তে নূতন সন্ধি, যে রক্ত তোমাদের জন্য নিপাতিত হইবে।
২১ পরন্তু যে আমাকে ধরাইয়া দিবে তাহার হাত আমার পার্শ্বে এই
২২ মেজের উপর। মনুষ্যপুত্র তো যাইতেছেন, যেমন নির্দিষ্ট আছে;
২৩ কিন্তু যাহার দ্বারা তিনি প্রতারিত হইতেছেন, তাহাকে ধিক!"
তাহাতে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের
মধ্যে কে এমন কাজ করিবেন?

২৪ ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উঠিল, কে তাঁহাদের মধ্যে
২৫ শ্রেষ্ঠ। যীশু বলিলেন, "বিজাতীদের রাজা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব
করে। তাহাদের মধ্যে অভিজাতগণ দেশরঞ্জন বলিয়া খ্যাত।
২৬ তোমাদের মধ্যে কিন্তু এমন হইবে না। যে বড়, সে কনিষ্ঠের মত
২৭ হউক; যে কর্তা, সে সেবকের মত হউক। তোমরা বল, যে খাইতে

[২১ ২৩] মাথ (২৬.২১-২৫) ও মার্ক (১৪।১৮-২১) খ্রীষ্টপ্রসাদের প্রাক্তত্বার পূর্বে যুদার বহির্গমনের উল্লেখ করিতেছেন। তদ্বিষয়ে নানা মত রহিয়াছে।

বসিয়াছে সে বড়, না যে পরিবেশন করে সেই? অবশ্যই যে খাইতে বসিয়াছে সেই নয় কি? আমি কিন্তু তোমাদের মধ্যে পরিবেশকের
২৮ মত। তোমরা আমার সকল সঙ্কটের মধ্যে আমার পার্শ্বে রহিয়াছ।
২৯ আমি, পিতা যে রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে
৩০ দান করিয়াছি, যেন আমার রাজ্যে, আমার সঙ্গে পান-ভোজনে বসিতে পাও; তোমরা সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের বারো বংশের
৩১ বিচার করিবে। সিমোন, সিমোন, এই যে শয়তান অনুমতি
৩২ পাইয়াছে, তোমাদিগকে গমের মত চালিবে; কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাস লুপ্ত না হয়, আর তুমি
৩৩ মন ফিরাইলে তোমার ভাইদের দৃঢ় করিবে।" পিতর বলিলেন, প্রভু, আপনার সহিত কারাগারও বরণ করিতে পারি, মৃত্যুকেও বরণ
৩৪ করিতে পারি। যীশু বলিলেন, "আমি বলিয়া রাখিলাম, পিতর, অদ্যই কুক্কুট না ডাকিতেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।"

৩৫ তৎপরে তিনি বলিলেন, "আমি যখন তোমাদিগকে অর্থ-হীন, সম্বলহীন ও পাদুকাহীন করিয়া পাঠাইয়াছি, তোমাদের কি

[৩১-৩৮] ৩১-৩৪ পিতরের স্খলনের উল্লেখ যোহন ১৩.৩৬-৩৮এর সহিত তুলনীয়। কথাগুলা সম্ভব শেষ ভোজের মধ্যে বলা হইয়াছে। শয়তান যীশুর কার্য নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিতগণকে বিশ্বাস হইতে পতিত করিবার চেষ্টা করিবে। চালুনিতে যেমন গম পরিষ্কার করা হয়, পরীক্ষার ফলে প্রেরিতগণ তেমনই পরিশুদ্ধ হইয়া যাইবেন। পিতর বিশ্বাস অটুট রাখিলেন, তাঁহার স্খলন লোক-লজ্জাজনিত। তাঁহার অনুতাপ হইলে পর, তিনি সকলের নেতা হইয়া তাহাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবেন।

৩৬ কোন জিনিসের অভাব হইয়াছে ?" তাহারা উত্তর করিল, কোনও অভাব হয় নাই। তিনি বলিলেন, "এখন কিন্তু যাহার অর্থ আছে, সে সঙ্গে লউক ; তদ্রূপ যাহার অর্থ নাই, সে চাদর বিক্রয় করিয়া

৩৭ খড়্গা কিনুক। কারণ আমার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন সিদ্ধ হইবে : পাষণ্ডদের সঙ্গে তিনি গণিত হইয়াছেন। পরন্তু আমার সম্বন্ধে

৩৮ সমস্তই পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।" তাহারা বলিলেন, প্রভু, এখানে দুইটি তলোয়ার আছে। তিনি বলিলেন, "প্রচুর।"

৩৯ তাঁহারা প্রস্থান করিলে, তিনি অভ্যাসমত জৈতুন পর্বতে

৪০ গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সঙ্গে গেলেন। গন্তব্য স্থানে আসিয়া

৪১ তিনি বলিলেন, "প্রার্থনা কর, যাহাতে বিচলিত না হও। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন আর নতজানু

৪২ হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, "পিতা, তোমার ইচ্ছা হইলে, এই

৪৩ পানপাত্র সরাইয়া দাও। তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" স্বর্গ হইতে একজন দূত আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছিলেন। তিনি মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যে আরও উৎসাহের

৪৪ সহিত প্রার্থনা করিতেছিলেন ; তাহার ঘর্ম রক্তের ফোঁটার মত হইয়া

৪৫ মাটিতে পতিত হইল। প্রার্থনাশেষে, তিনি উঠিলেন ও শিষ্যগণের

৪৬ নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা বিষাদাক্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, "ঘুমাইতেছ কেন ? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় বিচলিত না হও।"

[৩৬] "খড়্গা" এতদিন প্রেরিতগণ যীশুর সাহচর্যে শান্তি উপভোগ করিতেন। তাঁহার বিয়োগে আসন্ন বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখ হইবার জন্য তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বল আবশ্যক হইবে। যীশু যে অস্ত্রধারণ করিতে বলেন নাই, ইহা মথি, ২৬, ৫১ হইতে বুঝা যায়।

৪৭ এই কথা শেষ হইতে না হইতেই অনেক লোক উপস্থিত হইল; বারোজনের একজন যুদা, তাহাদের আগে। সে যীশুকে চুম্বন
৪৮ করিতে নিকটে আসিল। যীশু তাহাকে বলিলেন, "যুদা, চুম্বন
৪৯ দ্বারাই তুমি মনুষ্যপুত্রকে ধরাইয়া দিতেছ?" যীশুর সঙ্গীরা ব্যাপার বুঝিয়া বলিল, "প্রভু, আমরা কি তরবারি ব্যবহার করিব?"
৫০ একজন খড়্গের আঘাতে মহাযাজকের একজন দাসের দক্ষিণ কর্ণ
৫১ কাটিয়া ফেলিলেন। যীশু বলিলেন, "ইহাতেও বাধা দিও না।"
৫২ তিনি কানটি স্পর্শ করিয়া দাসকে সুস্থ করিলেন। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল—প্রধান যাজক, মন্দিরের কর্মচারী ও প্রাচীনগণকে যীশু বলিলেন, "তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া কি দস্যুর
৫৩ বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছ? আমি তো প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের মধ্যে ছিলাম; তখন আমাকে ধর নাই। কিন্তু এখন তোমাদের সুযোগ ও তাপস-শক্তির বিকাশ।"

৫৪ তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহাযাজকের বাড়িতে লইয়া গেল।
৫৫ পিতর দূর হইতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহারা প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালাইয়া চতুষ্পার্শে একত্র বসিয়া ছিল; পিতরও তাহাদের মধ্যে
৫৬ বসিলেন। একজন দাসী তাঁহাকে আগুনের আভায় দেখিতে পাইল। সে তাঁহাকে স্থিরভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই
৫৭ লোকটাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। পিতর এই বলিয়া অস্বীকার
৫৮ করিলেন, আমি তাঁহাকে চিনিও না। একটু পরে, আর একজন তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও উহাদের দলের লোক। পিতর

---

[৪৯] পিতর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া খড়্গ ধারণ করিলেন।

[৫৩] "এখন তোমাদের সুযোগ" অর্থাৎ, "এখন স্বর্গস্থ পিতার অনুমতিতে তোমাদের অত্যাচার করিবার সুযোগ" ও শয়তানের ক্ষণিক বিজয়।

৫৯ উত্তর করিলেন, আমি নই। অনুমান এক ঘণ্টা পরে, আর একজন জোর করিয়া বলিল, সত্যই এই লোকটাও তাঁহার সঙ্গে ৬০ ছিল, এও গালিলেয়। পিতর বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কথা শেষ হইতে না হইতে কুক্কুট ৬১ ডাকিয়া উঠিল। প্রভু মুখ ফিরাইয়া পিতরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন প্রভুর সেই কথা পিতরের মনে পড়িল, 'অদ্যই কুক্কুটের ডাকের পূর্বেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে'। ৬২ তিনি বাহির হইয়া দুঃখের আতিশয্যে রোদন করিতে লাগিলেন।

৬৩ যীশুর প্রহরীরা তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল ও আঘাত ৬৪ করিতেছিল। তাঁহার চোখ কাপড়ে ঢাকিয়া তাহারা চড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওহে সর্বজ্ঞ, বল, কে তোমাকে ৬৫ মারিয়াছে? তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা আরও অনেক নিন্দার কথা বলিতেছিল।

৬৫ **বিচার** প্রত্যুষে জাতির প্রাচীনবর্গদের প্রধান যাজকগণ ও ৬৬ শাস্ত্রীগণের মহাসভা বসিল। তাঁহাকে মহাসভায় আনা ৬৭ হইল। তাহারা বলিল, তুমি খ্রীষ্ট কি না আমাদিগকে বল। তিনি ৬৮ বলিলেন, "আমি বলিলে তো তোমরা বিশ্বাস করিবে না; আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা উত্তর দিবে না,

---

[৬১] প্রভুর এই দৃষ্টিক্ষেপের উল্লেখ লূকের নিজস্ব। সম্ভবত, ঐ সময়ে যীশুকে মহাযাজকের প্রাসাদের মধ্যে অন্য কক্ষে লওয়া হইতেছিল ও তিনি প্রাঙ্গণের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছিলেন।

[৬৩-৭১] ইহুদীদের আইন অনুসারে রাত্রিতে বিচার হইবার নিয়ম নাই। এই অনুসারে ইহুদীদের মহাসভা আধিকারিকভাবে ভোরে সমবেত হইয়া বিচার সম্পন্ন করিল।

৬৯ [আমাকে মুক্তিও দিবে না] সে যাহাই হউক, মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের
৭০ প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিবেন।" সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের পুত্র? তিনি বলিলেন, "তোমরা ঠিক
৭১ বলিতেছ, আমি তাই।" তাহারা বলিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তাঁহার মুখে শুনিলাম।

২৩ তখন সমবেত জনতা উঠিয়া তাঁহাকে পিলাতের সম্মুখে লইয়া
২ গেল। সেখানে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, লোকটা আমাদের জাতির মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, কৈসরকে কর দিতে বারণ করিতেছে, আর 'খ্রীষ্ট
৩ রাজা' বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পিলাত এই ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? তিনি উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক।" প্রধান ধর্মযাজকদিগকে ও জনতাকে পিলাত বলিলেন, লোকটির আমি
৫ কোনও অপরাধ দেখিতেছি না। তাহারা কিন্তু উত্তেজিত হইয়া আরও বলিতে লাগিল, জাতির মধ্যে এ বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতেছে; সমস্ত যুদেয়া দেশে প্রচার করিতেছে, গালিলেয়া হইতে আরম্ভ
৬ করিয়া ঐখান পর্যন্ত। পিলাত তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
৭ লোকটি গালিলেয় কি না? সে যখন শুনিল, তিনি হেরোদের প্রজা, সে তাঁহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিল, এ সময়ে হেরোদ যেরুশালেমে বাস করিত।

৮ যীশুকে দেখিয়া হেরোদ পরম আনন্দিত হইল, কারণ সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়া অনেকদিন তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিল, আর সে তাঁহার কোন একটা নিদর্শন দেখিবার আশা করিতেছিল।
৯ হেরোদ তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর

১০ দিলেন না। উপস্থিত প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীগণ উত্তেজিত হইয়া
১১ নানা অভিযোগ করিতেছিল। হেরোদ ও তাহার সৈন্যদল তাঁহাকে
পরিহাস করিতে লাগিল; আর ঠাট্টাচ্ছলে তাঁহাকে শুক্লবস্ত্র
১২ পরাইয়া পুনরায় পিলাতের নিকট পাঠাইয়া দিল। ঐ দিনেই
হেরোদ আর পিলাতের মধ্যে বন্ধুত্ব হইয়া গেল; ইতঃপূর্বে তাহাদের
মধ্যে শত্রুতা ছিল।

১৩ পিলাত, প্রধান যাজক, জাতির নেতাদের ও জনতাকে আহ্বান
১৪ করিয়া বলিল, লোকটিকে আমার নিকট এই বলিয়া অভিযুক্ত
করিয়াছ যে, সে জাতির মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতেছে।
তোমাদের সম্মুখে আমি তাঁহাকে জেরা করিয়া তোমাদের
১৫ অভিযোগের বিষয়ে কোনও অপরাধ পাই নাই। হেরোদের নিকট
আমি তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম; উনিও তাঁহার প্রাণদণ্ডের
১৬ দিবার মত কোনও কিছু পান নাই। আমি তাঁহাকে শাসাইয়া ছাড়িয়া
১৭ দিব। সেকালে একজন বন্দীকে উৎসবকালে মুক্তি দিবার নিয়ম
১৮ ছিল। তাহারা তখন সকলে একযোগে চিৎকার করিতে লাগিল,
১৯ ইহার কথা ছাড়ুন, বারাব্বাসকে ছাড়িয়া দিন। লোকটা শহরে
২০ বিদ্রোহ ঘটাইয়া আর খুন করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিল। আবার যীশুকে
২১ মুক্তি দিবার চেষ্টায় পিলাত তাহাদের সঙ্গে কথা বলিল, কিন্তু তাহারা
চিৎকার করিতে লাগিল, উহাকে ক্রুশবিদ্ধ করুন, উহাকে ক্রুশবিদ্ধ
২২ করুন। পিলাত আর একটি বার বলিল, এ কি দোষ করিয়াছে?

[১৬] "আমি তাঁহাকে শাসাইয়া ছাড়িয়া দিব"—এই অনুসারে পিলাতের ধারণায় কশাঘাত মাত্রই যীশুর শাস্তি হইবে। এই শাস্তি দিয়া সে যীশুকে ছাড়িয়া দিবে। সে শাস্তির আদেশ দিবার পূর্বে পিলাত বারাব্বাসকে লইয়া যীশুকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিল।

ইহার প্রাণদণ্ডের যোগ্য আমি তো কিছুই পাইতেছি না। আমি
২৩ তাহাকে শাসাইয়া ছাড়িয়া দিব। তাহারা কিন্তু চিৎকার করিয়া
ইহাকে ক্রুশে আরোপণ করিতে বলিল, আর তাহাদের চিৎকার
২৪ আরও বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পিলাত তাহাদের অনুরোধে
২৫ সম্মত হইল। যাহাকে বিদ্রোহ ও খুনের অভিযোগে কারাগারে
দেওয়া হইয়াছিল, সে তাহাকে তাহাদের কথামত ছাড়িয়া দিল।
যীশুকে জনতার ইচ্ছানুরূপ রায় দিল।

২৬ **ক্রুশবহন, ক্রুশ-আরোপণ ও সমাধি** তাহারা যখন তাঁহাকে লইয়া
যাইতেছিল, তাহারা চিরেন-নিবাসী সিমোন নামক একজনকে
ধরিয়া তাহার ঘাড়ে ক্রুশ চাপাইয়া দিল, যেন সে যীশুর পিছনে
পিছনে তাহা বহন করিয়া লইয়া যায়।

২৭ বিপুল জনতা যীশুর অনুসরণ করিতেছিল; কয়েকজন মহিলা
২৮ বুক চাপড়াইয়া তাঁহার বিষয়ে বিলাপ করিতেছিল। যীশু তাহাদের
দিকে মুখ ফিরিয়া বলিলেন, "যেরুশালেম-কন্যাগণ, আমার জন্য রোদন
করিও না; বরং তোমাদের নিজেদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের
২৯ জন্য বিলাপ কর। এমন সময় আসিতেছে, যখন লোকে বলিবে,
'যাহারা বন্ধ্যা, তাহারাই ধন্য; যাহারা গর্ভে সন্তানধারণ করে নাই,
তাহারাই ধন্য; যাহাদের স্তন্য শিশুতে পান করে নাই, তাহারা ধন্য।'

[২৭-৩২] ইহা লুকের নিজস্ব। যীশু ঐ ধার্মিক মহিলাদের সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু তিনি শহরের ভাবী শাস্তির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন।—সরস বৃক্ষ ও সবুজ বৃক্ষ এই অর্থে বুঝা যায়; "আমি যদি নির্দোষ হইয়াও এমন দুঃখ কষ্ট পাই, তোমাদের বিদ্রোহীজাতির দশা কতই না ভয়ঙ্কর হইবে।"

৩০ তখন পর্বতের প্রতি লোকে বলিবে, 'আমাদিগকে চাপিয়া মারিয়া
৩১ ফেল'; পাহাড়কে বলিবে, 'আমাদিগকে আবৃত কর, কারণ সরস বৃক্ষের যদি এই দশা হইল, শুষ্ক বৃক্ষের কি দশা হইবে'!"

৩২ তাঁহার সঙ্গে তাহারা দুইজন দস্যুকে ক্রুশাপিত হইবার জন্য লইয়া যাইতেছিল।

৩৩ তাহারা "করোটি" নামক স্থানে পৌঁছিলে, তাহারা তাঁহাকেও ক্রুশবিদ্ধ করিল, দস্যুদিগকেও ক্রুশবিদ্ধ করিল—তাঁহার দক্ষিণে এক-
৩৪ জন, বাম পার্শ্বে একজন। ইতিমধ্যে যীশু বলিতেছিলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন; ইহারা কি করিতেছে, জানে না।" তাহারা
৩৫ গুটি খেলিয়া তাঁহার পরিধেয় কাপড় ভাগ করিয়া লইল। জনতা নিকটে সমস্ত দেখিতেছিল। জাতির নেতারা এই বলিয়া উপহাস করিতেছিল: ও অপরকে বাঁচাইয়াছে; যদি ও ঈশ্বরের মনোনীত
৩৬ খ্রীষ্ট হয়, নিজেকে বাঁচাক। সৈন্যরাও উপহাস করিতেছিল; তাহারা
৩৭ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সির্কা দেখাইয়া বলিল, তুমি যদি ইহুদী-রাজ
৩৮ হও, নিজেকে বাঁচাও। তাঁহার মাথার উপর লিপি টাঙানো ছিল, "ইনি ইহুদী-রাজ"।

৩৯ তাঁহার পার্শ্বে ক্রুশবিদ্ধ একজন দস্যু তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতেছিল, তুমি নাকি খ্রীষ্ট? নিজেকে বাঁচাও, আমাদিগকে
৪০ বাঁচাও। অপর দস্যু কিন্তু ধমক দিয়া তাহাকে বলিল, তুমি যে এখন একই শাস্তি ভোগ করিতেছ, তোমার কি এখনও ঈশ্বর-ভীতি
৪১ নাই? আমাদের তো ন্যায্য শাস্তি হইতেছে, কারণ ইহা আমাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল; কিন্তু ইনি কোনও দোষ করেন নাই।

---

[৩৪] ইহাও লূকের নিজস্ব। ইহাতে যীশু নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা শত্রুর অপরাধের ক্ষমার আদর্শ হইলেন।

৪২ তখন সে যীশুকে বলিল, প্রভু, আপনার রাজ্যে যখন প্রবেশ করিবেন,
৪৩ আমার কথা মনে রাখিবেন। যীশু তাহাকে বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, আজ তুমি আমার সঙ্গেই স্বর্গে প্রবেশ করিবে।"

৪৪ তখন অনুমান ষষ্ঠ প্রহর। নবম প্রহর অবধি সমস্ত দেশ অন্ধকারে
৪৫ আচ্ছন্ন হইল; সূর্যের আলোক অদৃশ্য হইল, মন্দিরের পর্দা মাঝখানে
৪৬ বিদীর্ণ হইল। যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পিতা, আমার প্রাণ আমি আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এই কথা বলিয়া তিনি দেহরক্ষা
৪৭ করিলেন। শতসেনাপতি ঘটনা দেখিয়া ঈশ্বরের স্তব করিয়া
৪৮ বলিল, সত্যই লোকটি ধার্মিক ছিলেন। যে জনতা ঐ সমস্ত দেখিয়াছিল, তাহারা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে শহরে ফিরিয়া
৪৯ গেল। তাঁহার সকল বন্ধু ও যে মহিলাগণ গালিলেয়া হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন।

৫০ তখন যোসেফ নামক একজন মহাসভার সদস্য, ধার্মিক ও ন্যায়-
৫১ বান—মহাসভার ঐ সকল অভিসন্ধি ও কার্যের সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, যুদেয়ার শহরে আরিমাথিয়ার লোক ছিল এবং
৫২ ঐশরাজ্যের প্রতীক্ষা করিতেছিল—পিলাতের নিকট গিয়া যীশুর দেহ প্রার্থনা করিল। তাঁহাকে নীচে নামাইয়া তাঁহার দেহ ক্ষৌম বস্ত্রে জড়াইল ও শৈলখোদিত সমাধিতে তাহা রাখিল। ঐ সমাধিটি
৫৩ নূতন, কাহাকেও আগে স্থাপন করা হয় নাই। তখন পর্বের
৫৪ উদ্যোগের দিন ছিল; বিশ্রামবার আসন্ন। যে সকল রমণী গালিলেয়া হইতে যীশুর সঙ্গ লইয়াছিল, তাহারাও কাছে আসিয়াছিল; তাহারা সমাধি দেখিল; কি ভাবে তাঁহার মৃতদেহ রাখা

৫৫ হইয়াছিল তাহাও দেখিল ও তাহারা প্রস্থান করিয়া ঔষধ ও সুগন্ধি মলম প্রস্তুত করিল। সেদিন বিশ্রামবার ছিল বলিয়া তাহারা ধর্মবিধি অনুসারে ক্ষান্ত হইল।

২৪ পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যূষে তাহাদের তৈয়ারি ঔষধ লইয়া ২ তাহারা সমাধিস্থলে আসিল। তাহারা দেখিল, সমাধির দ্বার ৩ হইতে পাথর সরিয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া প্রভু যীশুর মৃতদেহ ৪ তাহারা পাইল না। তাহারা অবাক হইয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে উজ্জ্বলবস্ত্রপরিহিত দুইজন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া ৫ দাঁড়াইলেন। রমণীরা ভয়ে অস্থির হইয়া প্রণত হইল, তখন এই দুইজন বলিলেন, "যিনি জীবিত, তাঁহাকে কেন মৃতদের মধ্যে ৬ খুঁজিতেছ? তিনি এখানে নাই, মৃতোত্থিত হইয়াছেন। তিনি ৭ গালিলেয়ায় থাকিতে তোমাদের কি বলিয়াছিলেন মনে কর, 'কিরূপে মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, ক্রুশবিদ্ধ হইবেন ৮ এবং তৃতীয় দিবসে মৃতোত্থিত হইবেন'। তখন তাঁহার কথা ৯ তাহাদের মনে পড়িল। সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা [প্রেরিত] এগারো জনকে এবং অন্যান্য সকলকে ঐ সমস্ত জ্ঞাপন ১০ করিল। মাগ্‌দালার মারীয়া, যোহানা ও যাকুবের মাতা মারীয়া ১১ ঐ সমস্ত কথা প্রেরিতশিষ্যগণকে বলিতেছিলেন, কিন্তু এই বিবরণ ১২ তাঁহাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হইল, তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। পিতর কিন্তু উঠিয়া সমাধিস্থানে দৌড়াইয়া গেলেন। উঁকি মারিয়া

---

[৯] "এগারো জন" : বারো জন প্রেরিত, কিন্তু যুদা এখন বাদ গিয়াছে।

তিনি কেবল ক্ষৌম বস্ত্র দেখিলেন। তিনি এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৩ ঐ দিনেই দুইজন শিষ্য এম্মাডস গ্রামে যাইতেছিলেন, গ্রামটি ১৪ যেরুশালেম হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। যাহা ঘটিয়াছিল, ১৫ সে সম্বন্ধে তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন। তাঁহারা এই আলোচনা করিতেছেন, যীশু তাঁহাদের সঙ্গ লইয়া তাঁহাদের পাশে পাশে চলিতে ১৬ লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষুতে এমন ধাঁধা লাগিল যে, তাঁহারা ১৭ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পথ চলিতে চলিতে কি বলাবলি করিয়া বিষণ্ণ হইতেছ?" ১৮ তাঁহাদের মধ্যে ক্লেয়ফা নামক একজন উত্তর করিলেন, আপনি কি যেরুশালেমে একমাত্র তীর্থযাত্রী, যিনি গত কয়েক দিনের ঘটনার ১৯ কথা জানেন না? তিনি বলিলেন, "কি ঘটনা?" তাঁহারা বলিলেন, নাজারেথের যীশু সম্বন্ধে, তিনি ঈশ্বরের একজন মহর্ষি এবং ঈশ্বর ও ২০ সকলের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় শক্তিমান। প্রধান যাজক ও জাতির নেতারা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে। আমরা তো আশা করিয়াছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের ২১ জাতিকে মুক্ত করিবেন। পরন্তু আজ তিন দিন হইল ঐ সকল ২২ ঘটিয়াছে। আবার আমাদের কয়েকটি স্ত্রীলোকের কথায় আমরা ভয় ২৩ পাইয়াছি; তাহারা প্রত্যূষে তাঁহার কবরে গিয়াছিল, আর তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে না পাইয়া তাহারা আসিয়া বলিল যে, তাহারা ২৪ দেবদূতগণের দর্শন পাইয়াছিল, তাঁহারা বলেন, তিনি জীবিত। আমাদের কয়েকজন কবরে গিয়া সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলিয়াছিল, তেমনই দেখিতে পাইল; তাঁহার কিছু দেখিতে পায় নাই।

[১৩-৩৪] ইহা লুকের নিজস্ব, কিন্তু মার্ক, ১৬।১২ দ্রঃ

২৫ তিনি বলিলেন, "অবোধ তোমরা; মহর্ষিদের কথায় অবিশ্বাসী
২৬ তোমরা! খ্রীষ্টের কি ঐ সমস্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়াই আপন
২৭ প্রতাপে প্রবেশ করিবার আবশ্যক ছিল না?" তিনি মোশী ও সকল
মহর্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে তাঁহার নিজ বিষয়ে যে সকল কথা
২৮ আছে, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে গ্রামে যাইতেছিলেন,
তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি আরও দূরে যাইবেন,
২৯ এইরূপ ভান করিলেন। তাঁহারা কিন্তু সাধ্য সাধনা করিয়া
বলিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বেলা
প্রায় শেষ। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। যখন
৩০ তিনি তাঁহাদের সঙ্গে খাইতে বসিলেন, তখন তিনি রুটি লইয়া
তাহা নিবেদন করিয়া ভাঙিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। তখনই
৩১ তাঁহাদের চক্ষু যেন খুলিয়া গেল, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।
৩২ তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,
পথের মধ্যে যখন তিনি কথা বলিতেছিলেন এবং আমাদিগকে
শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন কি আমাদের মনে আগুন
৩৩ ধরিয়া যায় নাই? তাঁহারা সেই দণ্ডে উঠিয়া যেরুশালেমে ফিরিয়া
গেলেন। সেইখানে সমবেত এগারো জন প্রেরিতশিষ্য আর তাঁহাদের

৩০-৩১ "রুটি ভাঙলেন"—এই কথা যদিও অন্যান্য স্থলে (প্রেরিতগণের ক্রিয়া-বিবরণ ২।৪২ ও ২০।৭ দ্রঃ) খ্রীষ্টপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইখানে এমন বোধ হয় না যে, যীশু ঐ দুইজন শিষ্যের সম্মুখে এই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সম্ভবত যীশু খাইতে বসিলে এমন ভঙ্গীতে রুটি ভাঙিয়াছিলেন যে, এই ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে স্পষ্টই চিনিতে পারিলেন। যীশু উপদেশ দিয়া তাঁহাদের মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিলেন; তৎপরে তাঁহারা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার পরিচয় পাইলেন।

৩৪ সঙ্গীদের নিকট তাঁহারা শুনিলেন, প্রভু সত্যই মৃতোত্থিত
৩৫ হইয়াছেন এবং সিমোনকে দেখা দিয়াছেন। তাঁহারাও পথের ঘটনার বিষয় বলিলেন এবং রুটি ভাঙিবার সময় তাঁহারা কি প্রকারে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

৩৬ তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, হঠাৎ স্বয়ং যীশু তাঁহাদের মাঝখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "তোমাদের
৩৭ শান্তি হোক! [এই যে আমি; ভয় করিও না।] তাঁহারা বিস্মিত
৩৮ ও ভয়াভিভূত হইয়া মনে করিলেন, তাঁহারা ভূত দেখিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা বিচলিত হইতেছ কেন? তোমাদের মনে
৩৯ কিসের সংশয়? আমার হাত, আমার পা দেখ; এই তো আমি, আমাকে স্পর্শ কর, দেখ; ভূতের মাংস হাড় থাকে না, আমার
৪০ তা আছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার হস্তপদ দেখাইলেন।
৪১ এখনও আনন্দের আতিশয্যে তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ দেখিয়া
৪২ তিনি বলিলেন, "তোমাদের কি কিছু খাবার আছে?" তাঁহারা
৪৩ এক টুকরা ভাজা মাছ [ও মধুর চাক] দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে খাইলেন।

৪৪ তিনি তখন বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে থাকিতেই আমি তো তাই বলিয়াছিলাম, মোশীর ব্যবস্থায়, ঋষিগণের লেখায় ও সামগীতায় আমার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, সমস্তই সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।"
৪৫ তখন তিনি তাঁহাদের মন উদ্বুদ্ধ করিলেন, যেন তাঁহারা শাস্ত্রের

[৩৬-৪৩] জন, ২০।১৯-২৩ ও মার্ক ১৬।১৪ দ্রঃ। যীশু শিষ্যগণের সাক্ষাতে আহার করিলেন, যেন তাঁহার পুনরুত্থিত শরীরের বাস্তবতা শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ হয়।

৪৬ কথা বুঝিতে পারেন। তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রে তাহাই লেখা ছিল, আর এই ভাবেই খ্রীষ্টের যাতনাভোগ করা ও তৃতীয় দিবসে
৪৭ মৃতোত্থিত হওয়া আবশ্যক ছিল, তাঁহার নামে যেরুশালেম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতির নিকট অনুতাপ আর পাপের ক্ষমা
৪৮ প্রচার হওয়া আবশ্যক। তোমরা ইহার সাক্ষী। আমি পিতার
৪৯ প্রতিশ্রুত দানটি তোমাদের প্রেরণ করিব, তোমরা যতক্ষণ দৈবশক্তিতে আবিষ্ট না হও, এই শহরে অপেক্ষা করিবে।"

৫০ তিনি তাঁহাদিগকে বেথানীয়া পর্যন্ত লইয়া গেলেন এবং হস্ত
৫১ উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন; আশীর্বাদ করিতে করিতে তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে নীত হইলেন।

৫২ তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহারা সানন্দে যেরুশালেমে ফিরিয়া
৫৩ আসিলেন এবং ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে মন্দিরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

[৫০ ৫৩] এই স্বর্গারোহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, লূকের দ্বিতীয় পুস্তকের (অর্থাৎ "প্রেরিতগণের ক্রিয়া-বিবরণ"-এর সূচনা। ঐ গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে স্বর্গারোহণের বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ।